#### রহস্ত-চক্র-সিরিজ--ছাবিংশ-গ্রন্থ

# कूर्किनी

## सीमत्नाबक्षन ठक्कवर्छी जम्मापिछ

শরচ্চন্দ্র চক্রবর্ত্তী **এণ্ড সক্ষ** ২১, ডি. এল. রায় ষ্ট্রীট্, কলিকাতা

2087

বার আনা

## রহন্য-চক্র-সিরিজ

۶.	রক্ত-চক্ত	30.	<b>শপ্ত-চক্র</b>
₹.	রেশমী কাঁস	>8.	বছরূপী
૭.	ছ्प्रादिशं	>è.	সর্প-চক্র
8.	রাসিয়ার উর্বশী	٥७.	অদৃশ্য-শক্ত
ŧ.	মারণ-চক্র	١٩٠,	দেবীগড়-ষড়যন্ত্ৰ
ь.	হীরা-চক্র	١٤.	ত্রিশূল-রহস্ত
٩.	মৃত্যু-মুখে	১৯.	পীত-চক্ৰ
৮.	হীরার খনি	२०.	রক্ত-পিশাচ
⋧.	জালিয়াৎ	<b>২</b> >.	মৃত্যু-যাত্রা
>٠.	চ <b>ত্</b> র <b>স</b> :	<b>२२</b> .	कूश्किनी 🕻
۶۶.	রহস্ত-প্রাসাদ	<b>૨૭</b> .	স্মাত্রার ডাকাত (যহস্)
55	देखांचित्रक विशेष		



পক্ষকালের মধ্যে শহরের বিভিন্ন স্থানে ছুইটা ব্যান্ধ লুঠ, প্রকাস দিবালোকে তিনটি রাহাজানি ও পাঁচটি ডাকাতি হইবার পর এ আখ্যায়িকার আরম্ভ।

মিঃ ডেভেনছাম তথনো বিলাতে। কমিশনর সাছেব মাধার চুল ছি জিলা ফেলিলেন, কিন্তু হুর্ন্দৃত্ত দলনের কোন পছা আবিদ্ধার করিতে পারিলেন না। অবশেষে তিনি তরুণকে সরকারী তদন্তের পিছনে গুপ্তভাবে অনুসন্ধান আরম্ভ করিতে অনুরোধ করিলেন।

কমিশনর সাহেবের বিশ্বাস, এই সকল ডাকাতি, রাহাজ্ঞানি ও ব্যাঙ্কলুঠ বিভিন্ন দম্যদলের ছারা অন্তর্ভিত হয় নাই—একজন লোক বা একটা দল ইহার পিছনে আছে! সে এক সাংঘাতিক দল। এ পর্যান্ত তাহাদের কোন ঠিকানা, বা দলপতির নাম পাওয়া যায় নাই। তরুণ যেন বিশেষ সাবধানতার সহিত তদক্তে লিপ্ত থাকে।

তরুণ নীরবে কমিখনর সাহেবের নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা শুনিয়া একটা ফাইল হাতে লইয়া বাহির ২ইয়া আসিল। সেই ফাইলের মধ্যে উপরি উক্ত চুরী ভাকাতির বিবরণ এবং তদক্তের ফলাফল লিপিবদ্ধ ছিল।

কাগজপত্র গুলি পড়িয়া ভাষাদের যথা স্থানে রাখিয়া সেদিন-কার মতো কার্য্য শেষ করিয়া তরুণ এক বন্ধুকে ট্রেণে তুলিয়া দিতে হাওড়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইল। চারিদিক লোকে লোকারণ্য। বন্ধু যে গাড়ীতে যাইবে সে ট্রেণ ছাড়িতে বিলম্ব নাই। সে তাড়াতাড়ি একথানি প্ল্যাটফর্ম্ম-টিকেট্ কিনিয়া বন্ধুর সহিত দেখা করিল।

ট্রেণ ছাড়িয়া দিলে সে মন্থর গমনে প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে বাহির হইয়া আদিল। পাশেই একখানা বড় ট্রেণ আদিয়াছে। তাহার ভিতর হইতে বহু যাত্রী নামিয়া প্ল্যাটফর্মের বাহিরে আদিতেছে। সকলেই যে যাহার গস্তব্য স্থানে পৌছিবার জন্ম ব্যগ্রা।

অলস নয়নে সেই সুবিপুল জনস্রোতের দিকে চাহিয়া সহসা সে চমকিয়া উঠিল। ভিড় ঠেলিয়া ওই যে লোকট। বাহির হুইয়া আসিতেছে, ও রাজারাম নয় ? হাাঁ, রাজারামই তো...

হঠাৎ পাজরার উপর কম্বইএর গুঁতা খাইয়া তরুণ সবেগে ঘাড় ঘুরাইয়া অভাবিত বিশ্বয়ে নির্বাক্ লইয়া গেল। দেখিল, একটি সুবেশা সুন্দরী নারী তাহাকে কম্বইএর ঠেলা দিয়া অদ্রে সরিয়া চোখের ইসারায় তাহাকে আহ্বান করিল! হতচকিত তরুণ কিংকর্ত্তব্যবিষ্ট ভাবে সেই দিকে অগ্রসর হইবার মানসে যেমন পা বাড়াইয়াছে, অমনি এক প্রবল ঠোক্কর খাইয়া মেজের উপর পডিয়া গেল।

পড়িবার মৃত্তুর্ত পরেই সে উঠিয়া দাঁড়াইল এবং সম্মুখের দিকে
দৃষ্টি প্রেরণ করিল। কিন্তু কোথায় সেই রমণী ? এদিকে ফিরিয়া দেখিল, ভীড়ের মাঝে রাজারামও অদৃশ্য; তাহারও কোন চিহ্ন নাই!

রাজারামকে দেখিতে না পাইয়া তরুণ নিরতিশয় হতাশ বোধ করিল। সচরাচর রাজারামকে এভাবে প্রকাশ্ত লোকালয়ের মাঝে দেখা যায় না। সে যেখানকার বাসিন্দা সেখানে পুলিসের গতিবিধি আছে বটে কিন্তু সাধারণ মামুষ সে সকল স্থান কল্পনাও করিতে পারে না। রাজারাম পশ্চিমাঞ্চলের একজন নামকরা শুণ্ডা। বাঙ্লাদেশেও তাহার অবাধ গতিবিধি আছে। লাক্ষ্ণে শহরে তরুণ এই রাজারামকে একবার দেখিয়াছিল; তারপর দেখিল আজ। রাজারাম কলিকাতায় আসিয়াছে! নিশ্চয়ই কোন বিশেষ কাজে আসিয়াছে। তরুণ চঞ্চল হইয়া উঠিল।

একথানি যাত্রীপূর্ণ বাসের এক পাশে দাঁড়াইয়া সে গভীর চিস্তায় ডুবিয়া গেল। রাজারামকে সে যে মুহুর্ত্তে দেখিতে পাইল ঠিক সেই মুহুর্ত্তেই এক রূপসী নারী তাহাকে চকুর ইঙ্গিতে আহ্বান করিল! কেন করিল? কি তাহার উদ্দেশ্য ছিল? যদি আহ্বানই করিল, পরক্ষণেই আবার মিলাইয়া গেল কেন?

কণ্ডাক্টার হাঁকিল—লালবাজার। লালবাজার। আইয়ে বাবু, হারিসন রোড, বড়বাজার, বাগবাজার, চিৎপুর...

বাস হইতে নামিয়া তরুণ থানায় প্রবেশ করিল। ইন্স্পেক্টার ফটিক সুর তাহার বিশেষ বন্ধু; তাহার কাছে ঘটনাটি সে আছো-পাস্ত বিবৃত করিল। শুনিয়া ফটিক বলিল—এ:! শেষে এতদিন পরে তুমিও পা পিছ্লে পড়লে? মেয়েটা বুঝি দেখতে খ্ব সুন্দর ? তারপর মতলব কি বল দেখি ? ঠিকানা চাই ?

তক্রণ বিরক্ত হইয়া বলিল—সব বিষয়েই তোমার রহস্ত ! আমার মনে হচ্ছে, মেটেটার সঙ্গে রাজারামের যোগ আছে।

আমারও তাই মনে হচ্ছে। রাজারাম যে এখানে হাওয়া খেতে আসে নি, তা নিশ্চয়। এখন কি করতে চাও ?

তরুণ কহিল—আমি একবার কমিশনরের সঙ্গে দেখা করি। ফটিক হাদিয়া বলিল—তা কর। কিন্তু মেয়েটির কথা কিছু ব'লো না। তিনি অত্যন্ত সান্ধিক প্রকৃতির লোক। স্ত্রীলোকের ছায়া দেখলেও আঁতকে ওঠেন।

তোমার সঙ্গে পারা গেল না; বলিয়া তরুণ কমিশনরের নিকট খবর পাঠাইল। কমিশনর কয়েকখানি >টাইপ্-করা কাগজের উপর মনোযোগ অর্পণ করিয়াছিলেন; মুখ না তুলিয়াই বলিলেন—কিছু খবর আছে, গুপ্ত!

আছে হাঁ। এইমাত্ত রাজারামকে দেখলাম। কাকে ?

রাজারাম। লাক্ষোয়ের চুর্দ্ধর্য গুণ্ডা; যার সঙ্গে আমাদেরও পরিচয়ের অভাব নেই; সেই রাজারামকে।

বল কি ! কোপায় দেখলে ?

তক্ষণ সমস্ত বলিল। কটিকের উপদেশ মনে রাখিয়া সে রমণীর সম্বন্ধে কোন কথা উত্থাপন করিল না। সংবাদ শুনিয়া কমিশনর কিছুক্ষণ চিন্তামগ্র রহিলেন; তারপর কহিলেন—এই মাত্র রেলওয়ে প্রিস আমাকে টেলিফোন-যোগে একটি রেল-ডাকাতির কথা বলছিল। তার সঙ্গে রাজারামের সংযোগ আছে কি না, কে জানে!

তক্ষণ সবিশ্বয়ে বলিল—রেল-ডাকাতি। কথন কোথায় হ'ল ?
কমিশনর বলিতে লাগিলেন—আজ সকালে কিছুক্ষণ আগে
যে বোষাই মেল কলকাতায় এসেছে সেই ট্রেণে। লিলুয়ায়
এক চেকার একখানা দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় উঠে দেখে একজন
যাত্রী সীটের নীচে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে আছে। সে তাকে সেই-খানেই গাড়ী থেকে নামিয়ে নেয়। তদস্কের ফলে প্রকাশ
পেয়েছে, তার নাম, ফুলচাঁদ জহুরী। বোষাইএর এক বড়

জহরতের দোকানে কাজ করে। চক্রগড়ের মহারাজা সেই জহরতের দোকানে একটা মূল্যবান্ মূক্তার কণ্টি মেরামত করতে দিয়েছিলেন। মহারাজ এখন এখানে থাকায় ফুলচাঁদ কণ্টিটি মহারাজকে দেবার জন্মে আনহিল। সেই কণ্টি চুরী গেছে।

তরুণ প্রশ্ন করিল—ফুলটাদের কাছ থেকে গহনাটি কেমন ক'রে অপস্থত হ'ল, সে-সম্বন্ধে সে কি বল্ছে ?

কমিশনার বলিলেন—দে বিষয়ে সে বিশেষ কিছু বলতে পারছে না। রাত্রে খানাগাড়ীতে সে খাহার করেছিল; তথন সেখানে একজন নীলসাড়ী-পরা তরুণী ভিন্ন অন্ত কেউছিল না; তার সঙ্গে কিছুক্ষণ কথাবার্তা ব'লে সে নিজের কামরায় চলে আসে। তার পরের ঘটনা তার কিছুই মনে নেই।

নীলাম্বরী-পরিহিতা রমণী! চকিতে তরুণের মনে পড়িল টেশনে সে যে মেয়েটিকে দেখিয়াছিল তাছার পরণেও ছিল নীল বস্তা।

ক্ষিশনর হঠাৎ কি ভাবিয়া ক্ছিলেন—তরুণ! তুমি 'কুছকিনী'র নাম শুনেছো?

সাশ্চর্য্যে তরুণ বলিল—'কুহ্কিনী'! না; শুনিনি তো! কেসে ?

কমিশনর তথন 'কুছকিনী' নামী এক অসাধারণ শক্তি
সম্পন্না দক্ষ্য রমণীর কথা বলিতে লাগিলেন। যেরূপ অস্তৃত কৌশলের সহিত সেই রমণী বারবার পুলিস-বাহিনীর শক্তিকে পরাস্ত করিয়াছে তাহার তুলনা বিরল। পুলিস কর্মচারিগণ তাহার আসল নাম জানিতে অসমর্থ হইয়া অবশেষে হতাশ হইয়া তাহাকে 'কুছকিনী' নাম দিয়াছে। যাহুমস্কের মতোই কুহকিনীর অসীম শক্তি। সে ভারতবর্ষীয়া, তাহাতে সংশয় নাই; কিন্তু কী তাহার জাত আজও পর্যান্ত নির্ণীত হয় নাই; ভারতবর্ষের মধ্যে প্রচলিত সকল ভাষাই সে সমান দক্ষতার সহিত বলিতে পারে এবং ভারতের সর্ব্বে তাহার অবাধ গতিবিধি। কেহ বলে সে বুকা, কেহ বলে সে যুবতী; অসাধারণ স্থান্তী, কেহ বলে সে অত্যন্ত কুৎসিত, কেহ বলে সে ক্ষীণাঙ্গী, কাহারো মতে সে স্থানায়া। মোটের উপর আজ পর্যান্ত কেহই তাহার আসল চেহারা দেখে নাই। কুহকিনী চির-রহস্থাবগুঠনে আরুতা।

কমিশনরের স্থলীর্ঘ বির্তি শুনিয়া তরুণ যেমন আশ্চর্য্য, তেমনি অভিভূত হইল। এবার তাহা হইলে কি এই অসামান্তা কুহকিনীর সহিত তাহার সংঘর্ষ ? কমিশনর যেন তাহার মনের কথা বুঝিতে পারিয়াই কহিলেন— তরুণ! বোধ হয় এই কুহকিনীর সঙ্গেই তোমার সংঘর্ষ। এই য়াল্বাম্খানি নাও; এর মধ্যে রাজারামের এবং অন্তান্ত আরও অনেকের আলোকচিত্র আছে বছকট্টে এখানি প্রস্তুত করেছি। তোমার কাজে লাগবে।

য়াল্বাম খানি হাতে লইয়া তরুণ বাহির হইয়া আসিল।
কিছুক্ষণ সেটি নাড়াচাড়া করিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানা
ছবি খুলিয়া লইয়া সে ফুলচাঁদ জহুরীর সহিত দেখা করিতে
চলিল। সাক্ষাতের পর তরুণ নিজের পরিচয় দিলে ফুলচাঁদ মুখ
বিক্বত করিয়া বলিলেন—তাহলে এইবার আপনাদের যাতায়াত
সুক্ষ হ'ল। একে মরছি নিজের জালায় তার ওপর আপনাদের
তহমং! কাজের বেলায় অষ্টরস্কা, আপনারা তো খালি মাহুবকে

ৃকরবার জন্মেই জন্মেছেন।

জন্মগ্রহণের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে মতভেদ থাকিলেও তরুণ সেকথার প্রতিবাদ না করিয়া হাসিমুখে বলিল—আপনার মুখে স্পষ্ট কথা শুনে ভারী আনন্দ হ'ল। এখন বলুন তো, কেমন করে নেক্লেস্টি খোয়া গেল ?

ফুলচাঁদ বলিল—অনেকবার তো সেকথা বলেছি। বোষাই মেলে কলকাতায় আসছিলাম। রাত্রে খানাগাড়ীতে ব'সে আহার করছিলাম। গাড়ীতে একটি তরুণী ছাড়া আর কেউছিল না। তার সঙ্গে ত্'চারটে কথা ব'লে আহার শেষ ক'রে আমি নিজের কামরায় এসে ঘুমিয়ে পড়ি। ব্যস, তারপর আর কিছু মনে নেই। ঘুম ভাঙ্লো, লিল্যা ষ্টেশনে ছুজন রেলকর্মচারীর প্রবল ধাকায়।

তরুণ প্রশ্ন করিল—কণ্ঠহারটি কি চন্দ্রগড়ের মহারাজকে ফেরৎ দেবার জন্মে আনছিলেন ?

হ্যা। মহারাজ ও মহারাণী ছুজনেই এখন কলকাতায়। একটি মুক্তা খুলে গিছলো সেটি সেরে দেবার জ্বস্তই নেক্লেসটি আমাদের কারখানায় যায়। টাকার জ্বস্ত ভাবছি না, তরুণ বাবু, কারণ নেক্লেসটি যথাযথভাবে বীমা করা ছিল; ভাবছি এই যে আমার চাক্রীটা বোধ হয় এযাত্রা রইল না।

বীমা করা ছিল ? কোন কোম্পানীতে, জানেন ? কত টাকায় বীমা করা ছিল ?

ফুলটাদ কহিল—এথানকার এক নতুন বীমা কোম্পানী— বেঙ্গল ইন্সিয়োরেন্স্ কোম্পানী। ছ'লক্টাকায় বীমা করা ছিল।

তরুণ প্রশ্ন করিল—টাকাটা তাদের দিতে হবে তো ?

ফুলচাঁদ কহিল—তা হবে বৈকি। মহারাজের শেষ প্রিমিয়ম সেদিন আমরাই দিয়ে দিয়েছি। কোম্পানীর কর্তারা ছু'মাস সময় নিয়েছে। এই সময়ের মধ্যে তারা নিজেরা তদক্ত করবে। তুমাস কাবার হলেই তাদের টাকা দিয়ে দিতে হবে।

তরুণ আপনমনে বলিল—কণ্ঠহার উদ্ধারের আশা বড় কম।
যারা সেটা সংগ্রহ করেছে তারা নিশ্চয়ই তাকে ভেঙে মুজোখলো খুচুরো খুচুরো বিক্রয় ক'রে ফেলবে।

ফুলচাঁদ কহিল—উঁহ ! নেক্লেস্ তারা না ভাঙ্তেও পারে; তার কারণ, ছোট বড় জুড়ী মিলিয়ে যে অপূর্ব্ব কৌশলে হারটিকে আমি গেঁপেছিলাম, সে কৌশল বড় সহজ্প নয়। মুক্তাগুলির জুড়ী মেলাতে বহু সময় নিয়েছিলো। সেটাই তার সেরা বাহার। আমার বোধ হয় দস্যরা অন্ত কোন দেশে গিয়ে সমগ্র নেক্লেসটি বিক্রয় করবার চেষ্টা করবে। তাতেই তাদের লাভ। দাম পাবে খুব বেশী।

তরণ নোটবইএ কয়েকটা কথা লিথিয়া লইয়া কছিল— নেক্লেস্টিতে সর্বান্ত কতগুলি মুক্তা ছিল বলতে পারেন ?

ফুলচাঁদ কহিল—পারি। আমরা সেই নেক্লেসটির এক নকল তৈরী করেছিলাম—একেবারে হুবহু নকল। সেটি আমার কাছেই আছে।

ফুলচাঁদ তাহার তোরঙ্গ খুলিয়া একছড়া মুক্তার কটি বাহির করিয়া তরুণের হাতে দিল। বড় হইতে ক্রমশঃ ছোট হইয়া তিন সার মুক্তার শ্রেণী। সেই ভাবের নিটোল এবং আসল মুক্তা সংগ্রহ করা যে সহজ নয়, জহরত সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ তরুণও তাহা ব্বিতে পারিল।

#### কুছ্কিনী

ফুলচাঁদ কহিল—কারখানায় মোম আর পারা দিয়ে তৈরী করা হয়েছে। তা'হলেও এটির দাম আছে।

তরুণ বলিল—কয়েকদিনের জন্ম এটি আমায় ধার দেবেন ? বিশেষ প্রয়োজন আছে।

ফুলচাঁদ কছিল—নেবেন নিন, কিন্তু আবার আমায় ফিরিয়ে দেবেন।

তা দেব বৈকি।

তরুণ কণ্টিছড়া স্বত্নে বুকের পকেটে রাখিয়া অন্ত পকেট হইতে একখানি ফটোগ্রাফ বাহির করিয়া ভাহা ফুলচাঁদের সন্মুখে ধরিয়া প্রশ্ন করিল—এ লোকটিকে জানেন ?

ছবি দেখিয়া জত্রী কহিল—জানি বৈকি। ইনি ভবনগরের জমিদার রাজ্ঞাবাহাহুর মগনলাল ভট্। আমার দোকানে প্রায়ই আসতেন। মাস্থানেক আগে আমায় বলেছিলেন, কলকাতায় আস্বেন। তারপর থেকে তাঁকে দেখি নি।

তরুণ বলিল—ইনি তাহলে আপনার কাছে রাজা বাহাত্বর মগনলাল বলে পরিচয় দিতেন ?

তাহার কথার ধরণে সবিস্থয়ে ফুলচাঁদ কছিল—তার মানে !
আপনি কি বলতে চান...

আমি বলতে চাই, যে-ফটোখানি এইমাত্র আপনাকে দেখালাম, তার মালিক হচ্ছে, রাজারাম নামে এক তুর্ন্ধি দস্য! মেছুয়াবাজারের এক গলির মধ্যে একটি পাঞ্জাবী হোটেল আছে। ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের অধিবাসীরাই সেই হোটেলে শুভাগ্যন করত নিজ নিজ জাতভাই এবং দলের সহিত সংবাদ আদানপ্রদান ও আলাপ-আলোচনা করিত। সদর থানায় এই হোটেল সম্বন্ধে যে সকল কথা লেখা আছে তাহা পাঠ করিলে জানা যাইবে যে, বহু প্রদেশের বহু স্বনামধন্ত দস্যা, তস্কর, জুয়াচোরদিগের নিয়মিত গতিবিধি এই হোটেলে আছে।

ফুলচাঁদ জহুরীর বাড়ী হইতে বাহির হইয়া তরুণ কী এক অজ্ঞাত আকর্ষণের বশীভূত হইয়া সেই হোটেলের অভিমুখে পা বাড়াইল এবং কিছুক্ষণের মধ্যেই তথায় পৌছিয়া ভিতরে প্রবেশ করিল।

ছই তিনজন মুগলমান একধারে বসিয়া পানাহারে মন্ত।
তাহাদের দিকে বারেক দৃষ্টিপাত করিয়া তরুণ ঘরের একপ্রাস্থে
গিয়া চেয়ার টানিয়া উপবেশন করিল এবং 'বয়'কে কয়েকটা
খাবারের অর্ডার দিল।

এখানে বহু চুর্ক্ ভের যাতায়াত আছে। তরুণের মনে ক্ষীণ আশা ছিল, হয়ত রাজারামকে একান্ত অপ্রত্যাশিত ভাবে এখানে দেখা যাইতে পারে। কিন্তু কোপায় রাজারাম ?

খাবারগুলা একটু-আধটু মুখে দিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় একজন নবাগত আগন্তককে দৈখিয়া সে চমকিয়া উঠিল। নবাগত প্রথমে তরুণকে দেখিতে পায় নাই; যখন পাইল তখন তাহার মুখে একই সঙ্গে ভয় ও সন্মানের চিহ্ন দেখা দিল। তরুণকে সে মাথা নোয়াইয়া অভিবাদন জানাইল।

তরুণ ঈষৎ হাসিয়া কহিল—মাতঙ্গী যে ? কেমন আছ ? ভাল আছি, হজুর !

মাতঙ্গীচরণ নামে এই লোকটি আগে এক হুর্ব্দৃত্ত সম্প্রদায়ের অস্তর্ভুক্ত ছিল। বহুদিন হইল সে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছে, এমন কি কাশীতে একবার সে তাহাদেরই বিরুদ্ধে তরুণকে বিশেষভাবে সাহায্য করিয়াছে। মাতঙ্গীচরণ এখন সংপ্রে জীবন্যাত্রা নির্বাহ করে।

তরুণ তাহাকে আহ্বান করিয়া বলিল—এসো মাতঙ্গী, বসা যাক। তাহাকে লইয়া অপেকাক্কত নিরালা স্থানে বসিয়া তরুণ কহিল— তারপর মাতঙ্গীচরণ, খবর কি? নতুন কোন দলে ভবি হয়েছো নাকি?

সবিনয়ে ও সভয়ে মাতঙ্গী কহিল—আজ্ঞে, অমন কথা কেন বলছেন হুজুর! আপনার দয়ায় আমি এ-যাত্তা বেঁচে গেছি। এখন আমি একটি মাড়োয়ারী বাবুর কাছে মটর ড্রাইভারের কাজ করি।

তা বেশ। তালোই, শুনে থুসী হলাম। সে কথা যাক্, বলি, পুরাতন বন্ধুদের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ হয় না পথে ঘাটে ?

মাতঙ্গী এদিক ওদিক চাহিয়া বলিল—তা মাঝে মাঝে হয় ছজুর। রাস্তায় দেখতে পেলেই তারা ডাকে। সে তো স্থামার

এই সিরিজের >নং গ্রন্থ জালিয়াৎ তাইব্য।

কিছু দোষ নেই, হজুর। তারা হাজার ডাকলেও আমি যাই না।
এই তো কিছুক্ষণ আগে আমায় একজন তার বাড়ীতে নিয়ে গিয়ে
কত খাওয়ালে, হুশো টাকা আগাম দেবে বল্লে, তব্ও আমি
রাজী হলুম না।

মনের অত্যাগ্র কোতৃহল দ্মন করিয়া নিম্পৃহকণ্ঠে তরুণ বলিল—বটে। কে সে ?

জার নাম নিশ্চরই শুনেছেন। সে কলকাতায় এসেছে। কেগুপায় পাকে ?

আজে...

মাতকী! আমার কাছে এখন আর আজ্ঞে নয়। বল সে কোপায় পাকে ?

মাতঙ্গী আম্তা আম্তা করিয়া বলিল—কালীঘাটের আরও দক্ষিণে টালিগঞ্জের কাছে আনোয়ার শা রোডের মধ্যে একটা গলির ভিতর তার বাড়ী। বাড়ীর সংমনে একটা হোটেল আছে। সন্ধ্যার পর সেথানে রোজ বায়োস্কোপ দেখানো হয়। রাজারাম যে বাড়ীতে থাকে সেটা একটা মেস্। আরও হু'তিনজন বাসাড়ে তার ভিতর থাকে।

মাতঙ্গীর হাতে একথানা পাঁচ টাকার নোট শুঁজিয়া দিয়া তরুণ বাহির হ্ইয়া আসিল। রাজারামের দেখা না পাওয়া যাক, তাহার সহস্কে এইমাত্র সে বে সংবাদ পাইল, তাহা যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি মূল্যবান্। কৃার্যারস্তেই এতথানি সৌভাগ্য সে আশা করে নাই।

মেছুয়|বাজারের মোড়ে আসিয়া তরুণ একখানি ট্যাক্সীতে আরোহণ করিয়া ড্রাইভারকে দক্ষিণাভিমুখে চালাইবার আদেশ দিল। এ সুযোগ বিলম্ব করিয়া নষ্ট হইতে দিবে না; এখুনি সে আনোয়ার শারোডে হানা দিবে।

গস্থব্য স্থানে উপস্থিত হইতে বিশেষ বিলম্ব হইল না। গলির মোড়ে নামিরা ট্যাক্সীর ভাড়া চুকাইয়া দিয়া তরুণ ধীরপদে ভিতরে অগ্রসর হইল। সম্মুথে একটি টিনের ছাউনি দেওয়া বাড়ীর ভিতর হইতে গানের স্থর ভাসিয়া আসিতেছে; সেইটিই বোধ হয় মাতর্গী-বর্ণিত ছবিঘর সংযুক্ত সরাইখানা। কিছু সেদিকে মনোযোগ দিবার সময় তখন তাহার ছিলনা; তাহাকে পশ্চাতে ফেলিয়া তরুণ অগ্রসর হইল।

ক্ত দ্বিতল বাড়ী দ্বার বন্ধ। সজোরে কড়া নাড়িতেই এক নেপালী ছোকরা দরজা খুলিয়া বলিল —কাকে চাই বাবু ?

তরুণ স্বরিতপদে ভিতরে চুকিয়া বলিল—এ বাড়ীতে সাদিলাল নামে একজন ভদ্রলোক থাকেন। আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে এসেছি।

সাদিলাল! বেহারা ঘাত নাড়িয়া বলিল—না, ও নামে তো কোন লোক থাকে না, বাবু।

হাঁা, থাকেন বৈকি। কাল কিম্বা আজ এসেছেন। নতুন লোক।

বেহারা কহিল—তা হবে। ওপরতলায় একজন নতুন লোক এসেছেন। তার নাম জানি না।

তরুণ সাগ্রহে বলিল—হাঁা, হাঁা, তিনিই। কে¦ন্ ঘর বল তো ?

বেহারা বলিল—ওপরে তো একখানির বেশী ঘর নেই। সিঁড়ি দিয়ে উঠে সামনে। তরুণ আর বাক্যব্যয় না ক্রীর্মা সিঁড়ির দিকে ধাবিত হইল। বেহারাটা অন্ত কাজে প্রস্থান করিল।

উত্তেজনায় তরুণের বুক টিপ টিপ্করিতেছে। রাজারাম বোধ হয় ঘরেই আছে। তাহার সহিত মুখোমুণী সাক্ষাৎ হইলে লোকটা কি করিবে কে জানে!

দরজা বন্ধ ছিল। অতি সম্তর্পণে সে তাহার উপর করাঘাত করিল। দারে করাঘাত করিবার এই কৌশলটি অনেক ক্ষেত্রে কার্য্যকরী হইয়াছে; ভিতরকার লোক করাঘাতের ভীক্ষ শব্দ শুনিয়া মনে করিয়াছে, বুঝি তাহাদেরই দলস্থ কেহ আসিল। টোকার সঙ্গে সঙ্গে চাপা ত্রন্তকণ্ঠে তরুণ ডাকিল— রাজারাম!

ভিতরে পায়ের শব্দ শোনা :গেল। তার পরেই দরজা খুলিয়া রাজারাম আত্মপ্রকাশ করিল। সঙ্গে সঙ্গে তরুণ চৌকাঠ অতিক্রম করিয়া ভিতরে চুকিয়া স্লিগ্ধকণ্ঠে বলিল—শুভ সন্ধ্যা। ভিতরে আসতে পারি কি ?

পরিষ্কার বাঙ্লায় রাজারাম প্রশাস্ত কঠে বলিল—আপনি ভুল করেছেন মশায়। কাকে চান আপনি ?

তরুণ হাসিয়া বলিল—আমায় চিনতে পারলে না বন্ধু। আমি তরুণ গুপ্ত—বাঙ্লা পুলিসের তাঁবেদার। তোমার সঙ্গে কাশীতে দেখা হয়েছিল—মনে পড়ছে না ?

দরজাটি বন্ধ করিয়া প্রাজারাম ঘরের ভিতর আসিল।
সেটি বৈঠকখানা। তরুণ চারিদিকে তীক্ষ্ণৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া
দেখিল, বৈঠকখানাটি মন্দ সজ্জিত নছে। একধারে একটি
টেবিল অন্তাদিকে একটি দেরাজ। দেরাজের একটি মাত্র টানা;

শ্রেনদৃষ্টিতে তরুণ দেখিল, টানাটি ঈষৎ উন্মৃক্ত। ঘরের মধ্যস্থলে তুই তিন খানি চেয়ার ও সোফা ছড়ানো রহিয়াছে।

রাজারাম বলিল—যখন দয়া করে গরীবখানায় এসেছেন, তখন বসুন। আমি এখানে আসতে না আসিতেই জানলেন কেমন করে? সবে তো আজ সকালে এ বাড়ীতে এসেছি। কিন্তু সে যাক, এখন বলুন, কী চান আপনি ?

তরুণ হাসিয়া বলিল—কিছু না, কিছু না, রাজারাম; তুমি আশ্বস্ত হও। এমনি দেখা করতে এলাম। তুমি কি সটান কাশী থেকে কলকাতায় এলে, না, অন্ত দেশ ঘুরে ?

রাজারাম মাথা নাড়িয়া বলিল—খবর সংগ্রহ করতে চান; কিন্তু বিশেষ খবর নেই। আমি এখানে সৎপথে অর্থ উপার্জ্জনের চেষ্টা করছি, আমি আর কোন দলভূক্ত নই।

তরুণ বলিল—বটে! বটে! এতো খুব ভালো কথা। তাহ'লে তোমার কাছে না এলেই তো পারতাম। তুমি নিশ্চয়ই তাহ'লে মুক্তোর কণ্ডি সম্বন্ধে কিছুই জানোনা?

মুক্তোর কণ্ডি! সে কি!

হাঁা, মুক্তোর কণ্ঠি। সে\_কথা পরে হবে। সর্বাত্যে বলত রাজারাম, সেই রমণীটি কে ?

কোন রমণী ?

আজ সকালে হাওড়া ষ্টেশনে তুমি যার সৃঙ্গে দেখা করলে এবং যে তোমার হাতে বামাল চালান ক'রে দিলে,—সে ?

অন্ধকারে যে লোষ্ট্র নিক্ষিপ্ত হইল তাহার ফল ফলিল হাতে হাতে। রাঞ্চারাম অভাবিত বিক্ষয়ে বাক্যহার। হইয়া তরুণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মৃত্ন হাসিয়া তরুণ কহিল—কেমন, রাজা বাহাত্র মগনলাল ভাট, আমি অনেক কথাই জানি, না ? রাজারাম নবতর বিশ্বয়ে চমকিয়া উঠিল। তরুণ মুখ বাড়াইয়া গন্তীর-নিম্নকণ্ঠে বলিল —শোন রাজারাম, আমি আজ তোমাদের কাছে বন্ধভাবে এসেছি। তোমাদের পক্ষে সে কটি বিক্রম করা খুব ব্লুহজ ব্যাপার হবে না। আমি তোমাকে ও তোমার সেই বার্কীকে সে কাজে বিশেষ সাহায্য করতে পারি যদি তোমরা আমায় বথরা দাও। আমি তোমাদের সঙ্গে ব্যবসা করতে চাই।

রাজারাম সবিশ্বরে তরুণের কথাগুলি মনে মনে নাড়াচাড়া করিতে লাগিল। বিশ্বাস হয় না; কিন্তু যদি তরুণের মত লোককে দলে পাওরা যায় তাহা হইলে তাহাদের কাজের যা স্থবিধা হইবে তাহা কল্পনাতীত। কিন্তু বিশ্বাস করা শক্ত। কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া সে কহিল—তুমি কি আমার সক্ষেরসিকতা করতে এসেছো?

তাহার এই তুমি সংখাধনে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া তরুণ বলিল—একেবারেই না। আমার টাকার দরকার। সামান্ত আয়; থরচ কুলোতে পারি না। তোমরা দলে নাও, ভালই; তানা হলে অন্ত দল খুঁজে নেব।

তাহার কথাবার্ত্তা শুনিয়া রাজারাম মনে মনে দ্বিধাগ্রন্থ হইল।
তক্ষণ একাগ্র-উৎসুক নৈত্রে তাহার পানে চাহিয়া আছে দেখিয়া
সে কহিল—ইটা, তোমায় দলে পেলে আমাদের স্থবিধে হবে
বটে। কিন্তু তোমায় বিশাস করব কেমন করে ?

তরুণ আগ্রহান্বিত মুখে রাজারামের কথা শুনিতেছিল, সহসা মুখের উপর একটা আঙ্গুল চাপিয়া কহিল্— চুপ! বাহিরে যেন কার পায়ের শক্ষ পাচ্ছি। সে ছারের দিকে আঙুল বাড়াইল। রাজারাম ব্যপ্তকর্থে কহিল— তুমি ওই কোনে গিয়ে দাঁড়াও।

তরুণও তো তাহাই চায়! সে একলাফে দেরাজের পাশে গিয়া আত্মগোপন করিল।

মিনিট খানেক বাহিরে যুরিয়া আসিয়া ভালো করিয়া দরজ্ঞা বন্ধ করিয়া রাজারাম কহিল— কেউ নেই। দেখছি তুমি ভয়ানক ভীতুলোক।

নিজের আসনে ফিরিয়া আসিয়া কহিল—ভীতু মোটেই নই;
যদি দলে নাও, কাজের বেলায় দেখতে পাবে। তবে সব সময়
সাবধান পাকা ভাল। যাক্, এখন কাজের কথা হোক। শোন
আমি খবর পেয়েছি, কটি যে বীমা আফিসে বীমা করা ছিল সেই
বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স্ কোম্পানীর লোকেরা গোয়েন্দা নিযুক্ত
করেছে। স্তরাং হারছডা ভোমাদের পক্ষে বেচে ফেলা খ্ব
সহজ ব্যাপার হবে না। যদি আমার সঙ্গে বখ্রা ঠিক কর,
আমি খন্দের জোগাড় ক'রে বেচে দিতে পারি। তবে তোমার
এবং তোমাদের সেই রমণীর সঙ্গে আমার সমান বখ্রা চাই।

রাজারাম কণেক চিস্তা করিয়া বলিল—আছো, আমি তাকে জিজ্ঞাসা ক'রে দেখ্বো। সেই আমার কর্ত্রী। আমি জানি না সেরাজী হবে কি না।

তরুণ বলিল—আমি তাঁর সঙ্গে একবার দেখা করতে পাই।
না ? তাহলে আমি তাঁকে বৃথিয়ে বলতে পারি।

রাজারাম কহিল—তা আমি মনে করলে দেখা করিয়ে দিতে।
পারি।

বেশ তো তাই কর না। কোথায় তাঁর দেখা পাব।

তার দেখা। তা আমি যদি মনে করি...

রাজ্যামের কথা শেষ হইল না; সহসা ঘরের অপর প্রান্তে নারীকণ্ঠ গর্জন করিয়া উঠিল—চুপ্রও!

ঘরের এক প্রান্থে যে পরদা ঝুলিতেছিল তাহাকে ছুইহাতে সরাইয়া তথায় দাঁড়াইয়া আছে এক নারী! তাহারই কণ্ঠ-নিঃস্থত বজ্ঞ গর্জন শুনিয়া তরুণ চমকিয়া দেখিল, রমণীর দক্ষিণ হস্তের ছোরার অগ্র তাহারই দেহের প্রতি নিবদ্ধ! রমণীর মুখে রেশমের মুখোস! তরুণকে ফিরিতে দেখিয়া পরিষ্কার বাঙ্লায় সে কহিল—চেয়ার থেকে ওঠ্বার চেষ্টা করবেন না, তরুণ বাবু! আমরা অকারণ নরহত্যা করি না বটে কিন্তু প্রয়োজন হলে দ্বিধাও করব না।

মূহূর্ত্তকাল নিম্পন্দ থাকিয়া তরুণ সহজ কণ্ঠে বলিল—স্বনামধন্তা কুহকিনীর দর্শন পেলাম বোধ হয় ? আমরা যে এতক্ষণ আপনার কথাই বলছিলাম !

রমণী কহিল—তা জানি। মিনিট খানেক হ'ল আপনাদের কথা আমি ভনেছিলাম। মূর্থ রাজারাম যে এতথানি বেকুব তা জানতাম না।

তরুণ তাড়াতাড়ি কহিল—কিন্তু রাজারাম তো কোন বেকুবি করে নি। আমি ওদের দলে আসবার জন্মে ওর কাছে আবেদন করছিলাম। আমার প্রস্তাবে সম্মতি দান করা যায় কি না, ও সেই কথাই ভাব্ছিল; এমন সময় আপনি এলেন।

রাজারাম মাথা নাড়িয়া বলিল—ঠিক তাই। আমি কোন কাঁস করি নি।

্রমর্শী তীক্ষ ভৎ সনার স্থরে বলিল—চুপ করো; আর বাঁদ্রামি

কোরো না! এ লোকটা এতক্ষণ বাঁদর-নাচ নাচাচ্ছিল। বৃদ্ধি থাকলে, তা বুঝতে পারতে।

তরুণ কহিল—আপনি ভুল বুঝলেন। আমাকে বিশাস
করুন, আমি এখানে চালাকি করবার জ্বন্তে আসিনি। আমি
সত্যিই আপনাদের দলে কাজ করতে চাই। বিশাস করছেন
না। আচ্ছা, এই দেখুন—তরুণ ক্ষিপ্রবেগে পকেটে হাত পুরিয়া
এক ছড়া মুক্তার কণ্টি বাহির করিল এবং গর্মিত তাবে বলিল—
দেখুন! আমি তো অনায়াসেই এটি নিয়ে চ'লে যেতে পারতাম;
কিন্তু গেলাম না।

রমণী ব্যগ্রচরণে অগ্রসর হইয়া আসিয়া বিছ্যুতের মতো চকিত গতিতে হারছড়া তরুণের হাত হইতে ছিনাইয়া লইয়া বলিল—কোথায় পেলেন এটা ?

ওই দেরাজের মধ্যে ছিল। রাজারাম যখন দরজার বাইরে কোন লোক আছে কি না দেখতে যায়, সেই সময় ওটা সরাই।

রমণী কণ্ডিটি বারেক নিরীক্ষণ করিয়া তাহা গলায় পরিয়া বলিল—রাজারাম, তুমি দরজার কাছে দাঁড়াও। বসুন তরুণ বাবু, আপনার সঙ্গে আমার কথা আছে।

এই বলিয়া সে বহুক্ষণ পর্যাম্ভ নীরবে তরুণের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

9

তরুণ ও তীক্ষ চঞ্চল চোথে অদ্রে উপবিষ্টা রমণীকে দেখিতে লাগিল। তাহার সর্বাঙ্গ মৃল্যবান্ সাড়ীতে আচ্ছাদিত। মৃথ-মণ্ডলের প্রায় সমস্তই মুখোগে ঢাকা ভগু তাহার উন্নত নাসিকা স্থানে কপালের কিয়দংশ, ভ্রমরক্কঞ্চ কৃঞ্চিত কেশদাম এবং স্থাঠিত বাহু যুগলের নিয়াংশ তরুণের নজরে পড়িল। রমণী একখানি সোফায় আসন গ্রহণ করিয়াছে; ছোরাটি পাশের একটি তেপায়ার উপর রক্ষিত।

কিছুক্ষণ পরে রমণী কহিল—একটু আগে আপনি আমাকে কুহকিনী নামে সম্ভাষণ করলেন। বোঝা গেল, পুলিস মহলে আমি তাহলে ওই নামেই পরিচিত। যাক্ সে কথা। এখন বলুন দেখি, তরুণ বাবু, কেমন ক'রে আপনি এখানে এলেন ? আজ সকালে হা ভো ষ্টেশনেই বা ঘোরা ঘুরি করছিলেন কি উদ্দেশ্যে ?

সত্য কথা সহজ ভাবে বলাই এখন শ্রেষ্ঠ পন্থা বিবেচনা করিয়া তরুণ বলিল—অত্যন্ত সরল ব্যাপার। বিশ্বাস করুন, গোয়েন্দাগিরি করতে আমি ষ্টেশনে যাইনি। এক বন্ধুকে ট্রেনে ভূলে দিতে গিয়ে ঘটনাক্রমে রাজারামকে দেখতে পাই। রাজারাম পুলিস মহলে পরিচিত ব'লে তার বাসার সন্ধান করি। পরে অবশ্র কণ্ঠির ব্যাপারটা জানতে পেরেছি।

রাজারাম বলিল—কিন্ত আমার বাসার সন্ধান তুমি পেলে কেমন ক'রে ? ছ'একজন ছাড়া কেউ তো···

কুহকিনী ওঠ কুঞ্চিত করিয়া বলিল—তোমায় বলি নি আমি,
এ লোকটা তোমায় নাচাছে ! মৃথ কোপাকার ! তুমি কি
তেবেছো সে কথা ও তোমার কাছে বলবে ? তুমি যদি ঠিক
মত সতর্ক হতে তাহালে এ ব্যাপার ঘট্ত না। যাক্; এখন
ভূষ্ন-তর্কণ বাবু! আপনাকে এখন কিছুদিন আমাদের কাছে
আতিপা গ্রহণ করতে হবে। যখন এসেছেন, তখন শীঘ্র ছেড়ে
ভিছিনে।

রমণীর কথা শুনিয়া তরুণের অন্তরাত্মা শিহরিয়া উঠিল; মুখে সে নির্ক্ষিকার ভাবে বলিল—যাবার জন্মে তো আমি আসি নি। অবশ্য যদি আপনারা আমায় দলে না নেন, সে আলাদা কথা।

কথা বলিতে বলিতে সে তীক্ষ দৃষ্টিতে রমণীর পার্শবিষ্ঠ ছোরাটিকে নিরীক্ষণ করিতেছিল; ঐটিকে যদি সে হস্তগত করিতে পারে তাহা হইলে সে এই হুইজনকে কাবু করিয়া অনায়াসেই পলাইতে পারিবে।

কুহকিনী সহসা সুর নরম করিয়া বলিল—আপনাকে দলে পেলে আমাদের সুবিধা হবে জানি; কিন্তু ঠিক মতো আপনাকে বিশ্বাস করতে পার্চিছ না।

তঙ্গণ সাগ্রহে বলিল—মুক্তার মালাটা হাতে পেয়েও ফিরিয়ে দিলাম—তাতে আপনাদের সন্দেহ ঘুচ্লো না ?

ওটা আপনার চালাকি। আপনি বুঝতে পেরেছিলেন, পরদার পাশ থেকে আপনার হাত-সাফাই আমি দেখে ফেলেছি; তাই আমি বলবার আগেই আপনি ওটা বার ক'রে এক চাল্ দিলেন। কিন্তু ওতে আমি ভলি নি।

তক্ষণ প্রকাপ্ত একটা হাই তুলিল। অদ্রে ছোরাটি পড়িয়া আছে। ছই হাত আলফাভরে শ্যো তুলিয়া সহসা সে ছোরাটি লইবার জন্ত সেই দিকে নিজের দেহ রক্ষা করিল। কিন্তু কুহকিনী বোধ হয় তাহার মতলব পূর্ব্ধ হইতেই বুঝিতে পারিয়াছিল; তক্ষণের হাত ছোরাটি ম্পর্শ করিবার আগেই রমণী বিদ্যুৎবেগে তাহা উঠাইয়া লইল এবং বিপুল অট্টহান্ত করিয়া সবেগে ছোরার পশ্চান্তাগ দিয়া তক্ষণের মাধায় আঘাত করিল। তক্ষণ বিহ্বল ছইয়া গেল। সঙ্গে সক্ষে পিছন লইতে রাজারাম তাহার ঘাড়ের

উপর লাফাইয়া পড়িয়া নিমেষমধ্যে তাহাকে অনড় অচল করিয়া দিল। কপালের উপর ছোরার আঘাত পাইয়া তরুণের মাথার ভিতর দপ্দপ্শক্ষ হইতেছিল; তাহার উপর রাজারাম দেহের পিরে ঝাঁপাইয়া পড়িতেই পুনরায় তাহার মাথা সজোরে মেঝেয় ঠুকিয়া গিয়া তাহার চকুর্য়কে কণ্কালের জন্ম অন্ধ করিয়া দিল।

পিছন হইতে রমণী কহিল—ধ'রে থাকো, রাজারাম। একটা দড়ি আনিয়া তদ্বারা তরুণকে বাঁধিতে লাগিল। ক্ষণকালের মধ্যেই তরুণ শত্রুহস্তে বন্দী হইল।

রমণী বলিল—রাজারাম, ওকে এই চেয়ারে বসাও। চেয়ারে বসানো হইলে রমণী স্বয়ং তাহার পকেট খানাতল্লাস করিতে সুরু করিল। বিপদ বুঝিয়া তরুণ অতিমাত্রায় সন্ত্রস্ত হইল এবং বন্ধন হইতে মুক্তিলাভ করিবার আশায় ছাত পা ছুড়িতে লাগিল।

তরুণ বলিল—আজ্ঞে না। মাপ করবেন। যা পেয়েছি, তাই যথেষ্ট। ছট্ফট্ করছি এক বিশেষ কারণে।

কি কারণ।

তরুণের ভঙ্গী দেখিয়া রাজারাম হাসিয়া উঠিল; কিন্তু রমণী পূর্ববং গন্তীর স্বরে বলিল—চুপ ক'রে ব'সে থাকুন। আমার সঙ্গে চালাকি চল্বে না।

দেখিতে দেখিতে পকেট হইতে কতকগুলি কাগজপত্র এবং অবশ্যে ফুলটান-প্রদত্ত নকল-কণ্টিটা বাছির হইল। তাহা চোখে পুড়িবামাত্র রাজারাম সবিক্ষয়ে বলিয়া উঠিল—কী তাজ্জব!

কুহকিনী ক্ষিপ্রহাতে নিজের গলা হইতে কণ্টি খুলিয়া নকলের পাশে রাখিয়া বহুক্ষণ ধরিয়া মিলাইয়া দেখিল, তারপর প্রসর মুখে আসল কণ্টিটা পুনরায় গলায় পরিধান করিল।

রাজারাম কহিল—উ:! কী আশ্চর্য্য সাদৃশ্য ! আমি তো কিছুতেই...

চুপ করে। এখন বুঝছো, লোকটা কি রকম আয়োজন ক'রে এখানে এসেছিল ? এ নকল কণ্টি করাতে ওকে কম মেহন্থ করতে হয় নি। তোমার জন্মে এ বাড়ী ছাড়তে হ'ল।

কুহকিনীর কথা শুনিয়া তরুণ বুঝিল, তাহারা এখনি এস্থান পরিত্যাগ করিবে। নকল হারছড়া কোমরে শুঁজিয়া রমণী কহিল—রাজারাম! গোয়েন্দার মুখে কাপড় শুঁজে দাও, যাতে না টেচাতে পারে। চল্লাম তরুণ বাবু, কাল সকাল নাগাদ পুলিসে টেলিফোন ক'রে দেব'খন; তারা এসে আপনাকে নিয়ে যাবে।

ছুইজনে প্রস্থান করিলে তরুণ ক্ষণকাল অসাড় নিম্পন্দ ভাবে বসিয়া রহিল। কিছুক্ষণ সেইভাবে থাকিয়া যথন দেখিল যে কোথাও কোন মান্ত্রের সাড়া পাওয়া যাইতেছে না তখন সে নিজের মুক্তির জন্ম চেষ্টা করিতে লাগিল।

ছই দিকের দার ছইটি বাহির হইতে বন্ধ। মুখ বন্ধ পাকাতে চিৎকার করিবারও উপায় নাই। শুধু এক উপায় আছে,—অদ্রে একটা বড় কাচের আলমারি রহিয়াছে। ওই আলমারিটা তাহাকে সাহায্য করিতে পারে। তরুণ কোন রকমে দেহ টানিয়া আলমারিটার সন্মুখে উপস্থিত হইল এবং শরীরের সকল শক্তি প্রয়োগ করিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। টানা-হেঁচ্ড়ানিতে তাহার কাঁধ অসহ বেদনায় টন্ টন্ করিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ স্থির থাকিবার পর সে আলমারির কাঁচের উপর ক্ষুই স্থাপন করিয়া বল প্রয়োগ করিল এবং সঙ্গে সঙ্গে সন্মুথের কাঁচথানা ভাঙ্গিয়া পড়িল। সমস্ত কাঁচথণ্ড ভাঙিয়া পড়িল না, কিয়দংশ ভাঙিয়া অবশিষ্ট অংশ ধারালো ফলার মতো থাড়া হইয়া রহিল।

তক্ষণ ইহাই চাহিতেছিল। সেই কাঁচের উপর ছুই হাত স্থাপন করিয়া সে ক্রমাগত হাতের দড়ির গিঁট তাহার সঙ্গে ঘষিতে লাগিল। ছুই একবার অসাবধানে হাত সরিয়া গিয়া মাংস কাটিয়া গেল; কিন্তু তাহাতে তক্ষণের ক্রক্ষেপ নাই। আশু মুক্তির সম্ভাবনা দেখিয়া সে উৎফুল্ল অস্তরে হাত ঘষিতে লাগিল।

কিছুক্শণের মধ্যে ছুই হাত মুক্ত করিয়া দেহের অবশিষ্ট বাঁধন খুলিয়া তরুণ প্রথমে ধার ছুইটি পরীক্ষা করিল। ছুইটা দরজাই বন্ধ। তথন, ঘরের কোণে যে পরদা ঝুলিতেছিল এবং যে পরদার অন্ধরাল হুইতে কুহিকিনী আবিভূতা ও অন্ধহিতা ছুইয়াছিল সেই প্রদার দিকে সে ধাবিত হুইল।

তাহার অনুমান সত্য। পরদার পিছনে একটি কুজ ধার রহিয়াছে। সাধারণ লোকের চোখে সেটি একটি দেওয়াল, কিন্তু তরুণের তীক্ষ্ণ দৃষ্টির কাছে তাহার অসল রূপ অনুদ্বাটিত রহিল না। দরজাটি পাতলা কাঠের তৈরী। চাড় দিতেই সশক্ষে তাহা চিরিয়া গেল এবং ভিতরে হাত গলাইয়া সে তাহার অর্থল খুলিয়া ফেলিল।

পিছনে এক সঙীর্ণ অন্ধরার পথ। এ-পথ কোপায় শেষ হইয়াছে ? সেই অন্ধকার পথের ভিতর পা বাড়াইয়া তাহার দেহ ঈষৎ কাঁপিয়া উঠিল। এই সর্পিল পথের শেষে তাহার জন্ম কি অপেকা করিতেছে, কে জানে! কিন্তু এখন আর পিছাইয়া যাওয়া চলে না। পথ ক্রমশঃ উপর দিকে উঠিয়াছে। মিনিট তিনেক পরে সে যেখানে গিয়া দাঁড়াইল, তাহা একটি রক্সমঞ্চের পশ্চাৎ ভাগ। আশে পাশে ইলেক্ট্রিকের তার ঝুলিতেছে; অদুরে শাদা ক্রীন্ টাঙানো।

সম্বর্গণে পরদার আড়ালে উপস্থিত হইয়া তরুণ দেখিল, সন্মুখে এক ক্ষুদ্র প্রেক্ষাগার; শ'খানেক চেয়ার সাজ্ঞানো রহিয়াছে। অন্ধকার প্রেক্ষাগারের পিছনে আলোকিত কক্ষ হইতে মামুষের কণ্ঠস্বর ভাসিয়া আসিতেছে।

সে বুঝিল, ইছাই মাতঙ্গী-বর্ণিত রাধিকানারায়ণের হোটেল-সংযুক্ত প্রমোদ ভবন—"রঙ্-মজলিস্"! রঙ্-মজলিসের সহিত রাজারামের বাদতবনের গুপ্ত যোগ আছে। বোধ হয়, প্রয়োজন হইলে রঙ্-মজলিসের আড্ডাধারীরা এই গুপ্ত পথ ব্যবহার করে

অদুরে লোকজনের সাড়া পাইয়া সে সতর্ক পদক্ষেপে ঋথ পথে পুনরায় রাজারামের কক্ষে ফিরিয়া আসিল। হরটি থানা-তল্লাস করিতে হইবে। আসবাবের মধ্যে ছিল একটি দেরাজ এবং একটি কাঁচের আলমারি। আলমারি শৃত্যগর্ভ। দেরাজের মধ্যে কাপড় চোপড় ছাড়া অন্ত জিনিষ নাই।

ঘরের কোণে ব্র্যাকেটের উপর টেলিফোন রহিয়াছে। তাহা দেখিয়া তাহার তুই চকু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। টেলিফোনের কাছে গিয়া রিসিভার উঠাইয়া সে থানার কমিশনরের নম্বর বলিল।

টেলিফোন করিবার মিনিট পনেরোর মধ্যেই এক টেলিগ্রাফ

পি ওনের ছন্মবেশ ধরিয়া ফটিক আসিয়া হাজির হইল। উপরে উঠিয়া বন্ধ দরজার কাছে দাঁড়াইয়া সে হাঁকিল—তার হায়। সঙ্গে সঙ্গে দরজার শিকল পড়িয়া গেল।

কণ্ঠন্বর শুনিয়াই তরুণ তাহাকে চিনিতে পারিয়াছিল, দার খুলিয়া তাহাকে ভিতরে আনিয়া বলিল—ওরে বাস্রে! এ যে রীতিমতো পিওন। হঠাৎ ছন্মবেশ...

তাহাকে বাধা দিয়া ফটিক কহিল—তাহলে কি ধড়াচুড়ো পরে সব্বাইকে জানাতে জানাতে আসবো যে আমি স-সঙ্গী তক্ষণ উদ্ধারে চলেছি ?

তা বটে! সঙ্গীদের ঠিক জায়গায় রেখেছো তো ?

সে আর আমায় বলতে হবে না। কিন্তু তোমার ব্যাপার কি বলত ? মারধার বেয়েছো দেখছি! আবার কি কোন স্ত্রীলোকের পিছু নিয়েছিলে নাকি ?

তরুণ তাহার পরিহাস উপেকা করিয়া জ্ঞিজাসা করিল—
কমিশনর কিছু বলেনি তোমায় ?

ফটিক বলিল—বিশেষ কিছু না। শুধু জানালেন যে তুমি নাকি 'কুহকিনীর' সাক্ষাৎ লাভ করেছো এবং তার কাছে বোকা বনেছো।

কতকটা ঠিকই বলেছেন—শোন:

তরুণের কাহিনী শুনিয়া ফটিক বলিল—যাক্, অল্পে রেছাই পেয়েছো দেখে তগবানকে ধন্তবাদ জানাচিছ। আমরা এইমাত্র ধানায় কি খবর পেলাম জানো ?

वि ?

তোমার বিশ্বাসী চর মাতদীচরণ অদৃশ্য শত্রুদের হাতে জ্বম

### কু**হকিনী**

হ'মে হাঁসপাতালে গেছে। ও বলছে যে গুণ্ডারা নাকি ওকে অন্তলোক ভেবে ভুল ক'রে মেরেছে।

তরুণ চিম্বান্থিত কণ্ঠে বলিল—তাই নাকি! কে জানে!

8

রাধিকানারায়ণের নামে কোন সঠিক অপরাধের বিবরণ পানার খাতায় না পাকিলেও তাহার প্রমোদ-ভবন রঙ্-মজলিসের উপর পুলিসের বহুদিন হইতেই নজ্পর আছে। তাহার কথা শুনিয়া ফটিক উৎফুল্লকণ্ঠে বলিল—তা ওখানে লুকিয়ে থাকার কি দরকার ? চল না, প্রকাশ্বভাবেই হানা দি ?

তরুণ ব্যগ্রভাবে বলিল—না না; তাতে সব কাজ পণ্ড হবে।
আমার বেশ মনে হচ্ছে, এই নৈশ-আড্ডার সঙ্গে কুছকিনী এবং
রাজারামের যোগ আছে; কিন্তু প্রকাশুভাবে হানা দিয়ে কোন
স্ফল পাওয়া যাবে না। আমি একাই যাব। তুমি তোমার
সঙ্গীদের নিয়ে কাছাকাছি থাকো। বাঁশীটা আমায় দাও;
বাজালেই তোমরা আক্রমণ করবে।

ফটিক কহিল—বেশ, আমরা গলির মোড়েই রহিলাম। কিন্তু তোমায় তো ওরা সহক্রেই চিন্তে পার্বে ? তার চেয়ে একটা ভূমিকা নিলে হ'ত না ?

সে সময় নেই। যেমন-তেমন ভাবে ছন্মবেশ পরলে ভাতে কাজ হবে না। সহজেই ধরা প'ড়ে যাব। তার চেয়ে নিজ মৃত্তি ধ'রে যাওয়াই ভাল।

রাম্ভায় নামিয়া ফটিক তাহার হুই অনুচর লইয়া প্রস্থান

করিল। তরুণ ধীর মন্থর পদে শ্রিং এর কাটা দরজা ঠেলিয়া রঙ্-মজ্জলিসের ভিতর প্রবেশ করিল।

সমুথে অনতি প্রশন্ত হল ঘর। তাহার ভিতর যে ছুই চার জন নর-নারী বসিয়াছিল, তাহারা তরুণের আগমন লক্ষ্য করা প্রয়োজন মনে করিল না। তরুণ হলের এক পাশে চেয়ার টানিয়া বসিল।

অদ্বে দেওয়ালের গায়ে কালো একথানা বোর্ড ঝুলিতেছে।
আব্দ রাত্রি বারোটার সময় যে বায়োস্কোপ হইবে তাহারই
বিজ্ঞাপন তাহার উপর খড়ি দিয়া আঁকা। হলঘরটি রঙ্মজলিসের ভোজন-কক্ষ। বেহারা আসিয়া তরুণের সন্মুথে
দাঁড়াইতেই খাল্পতালিকা দেখিয়া সে তাহাকে পরোটা এবং
মাংসের তরকারি আনিতে আনেশ করিল।

খাল্বতালিকাটিকে চোখের সুমুখে রাখিয়া সে তীক্ষ দৃষ্টিতে ঘরটি পর্যবেক্ষণ করিতে লাগিল। রঙ্-মজলিসে নানা জাতীয় লোক আসা যাওয়া করে। যাহারা বসিয়া আলাপ করিতেছে তাহাদের মধ্যে একটি মুসলমান স্থলালী রমণী হাড়া অপর সকলেই পুকুষ; কেহ বা কোট-পাংলুন পরিহিত; কাহারো অঙ্গে নিভাজ হিন্দুস্থানী পোষাক শোভা পাইতেছে। হলের পাশে একটি বন্ধ-দার ঘরের ভিত্তর হইতে বহুতর লোকের কলগুল্পন ভাসিয়া আসিতেছে। সেই ঘরটি দেখিবার জন্ম তরুণের চিত্ত উন্মুখ হইয়া উঠিল। ধীরে ধীরে সে আসন ছাড়িয়া দাঁড়াইল।

পিছন হইতে অকক্ষাৎ নারীকঠে কে বলিয়া উঠিল — একী! উঠে পড়লেন যে ! বেহারা যে খাবার নিয়ে আসছে!

চমকিয়া মুখ ফিরাইয়া তরুণ দেখিল, থামের পাশে দাঁড়াইয়া

এক অনিদ্যস্থলর রমণীমৃত্তি! কুহকিনী ? না, এ অস্ত জ্ঞীলোক! কুহকিনীর কণ্ঠস্বর ছিল কর্কশ এবং মোটা; তদ্যতীত এ রমণী কুহকিনী অপেক্ষা ঈবং দীর্ঘাঙ্গী; মাধার কেশরাজীও অস্তর্মপ। সম্ভবতঃ এ রমণী এই নৈশ আড্ডার বিলাসিনী। এ শ্রেণীর জ্ঞীলোকের সহিত তরুণের পূর্বেও হুই একবার পরিচয় ঘটিয়াছে। নিজেকে প্রস্তুত করিয়া হাসিমুখে সে কহিল—চ'লে যাবার জ্ঞান্তে দিড়াইনি। তোমারই মতো একজন সঙ্গিনীর জ্ঞান্তে উঠে দাড়াইনি। তোমারই মতো একজন সঙ্গিনীর জ্ঞান্তে উঠেছিলাম। এসো; বসা যাক।

রমণী ছই চোথে বিহ্যুৎ হানিয়া তরুণ প্রদন্ত চেয়ারে উপবেশন করিল। তরুণ বলিল—এখানে আজ এই প্রথম এলাম। কাজকর্মে ব্যস্ত থাকি; অবসর একদম্ পাই না। তুমি বুঝি এইখানকার...

তাহার অসমাপ্ত কথা যুবতী সম্পূর্ণ করিল—ইঁয়া, আমি এখানকার গায়িকা। আজ বায়োস্কোপ হবে, কাল আমার নাচ গানের পালা।

- রমণীর বেশস্থার ভঙ্গী হিন্দু খানীর মতো; কিন্তু কথায় তাহার কোন রেশ নাই। তরুণ প্রশ্ন করিল—ভূমি বাঙালী তো?

त्रभगी विनन-कि मत्न इय ?

বাঙালীই। তোমার মতো স্থনরী মেয়ে খুব কমই দেখেছি। দেখবোই বা কোখেকে বল; মার্চেণ্ট্ আপিসের কেরাণী আমি

—এসব স্থানে আসবার সৌভাগ্য তো বড় একটা হয় না!
আমার নাম—তরুণ গুপ্ত।

রমণী কহিল—আমার নাম ক্লফকুমারী। আগেই তো বলেছি, আমি এ মজ্লিসের মাইনে করা গায়িকা। এখন বলুন দেখি, কার সঙ্গে লড়াই ক'রছিলেন ? তরুণ হতচকিত হইয়া বলিল—লড়াই ! কৈ না তো ? কৃষ্ণকুমারী খিল্ খিল্ করিয়া হাসিয়া বলিল—কপালের ওপর, হাতের মণিবন্ধে স্পষ্ট দাগ রয়েছে; তবু বল্ছেন, না ?

তরুণ অপ্রস্তুত হইয়া বলিল— ও এই ! তা এ লড়াই নয়— হঠাৎ খানায় পড়ে গিয়েছিলাম।

তাই নাকি! বোধ হয় তখন প্রকৃতিস্থ ছিলেন না। যাক, এবার থেকে আর একটু সাবধানে চলাফেরা করবেন।

তরুণ কহিল—আদেশ শিরোধার্য। আচ্ছা, এখানে কি মোট এই ক'জন লোক আসে ? না, আরও এসেছিল। কাজ সেরে চলে গেছে ?

ধুবতী মাধা ছুলাইয়া বলিল—কত লোক আস্ছে, যাচছে। কে কার থোঁজ রাখে বলুন।

বেহারা আদিয়া তরুণের দন্ত্থ আহার্য্য স্থাপন করিল।
ক্লক্ষকুমারীর মুখের দিকে চাহিয়া তরুণ বলিল—তোমার জন্তেও
কিছু আনতে বলি ?

ধক্তবাদ, দরকার নেই। আমি এইমাত্র খেয়েছি।

বেহারা চলিয়া গেল। তরুণ রুঞ্জুমারীর দিকে তাকাইয়া বলিল—এখান ছাড়া আর কোধায় তোমার দেখা পাবো, বল। তোমাকে আমার ভারী ভালো লেগেছে।

ক্বককুমারী হাসিমুখে বলিল—খুবই স্থ-সংবাদ বটে। আমার দেখা এইখানেই পাবেন; আর কোধাও নয়। রঙ্-মন্সলিসের বাহিরে আমরা সম্পূর্ণ অপরিচিত।

সে কি কথা ! তরুণ বিশ্বিত হইল। এ রমণী প্রথম হইতেই ভাছাকে এড়াইয়া চলিতেছে ; অথচ ভাছার ব্যবহারের কোনরূপ

দ্রত্বের সক্ষোচ নাই। কে এ ় নৈশ-আজ্ঞার এক সামান্ত নাচওয়ালী বলিয়া সে নিজের পরিচয় দিল। কিন্তু সেই কি তাহার সত্যকারের পরিচয়!

কৃষ্ণকুমারী তরুণের এই বিহবলভাব লক্ষ্য করিল। কহিল

- কী ভাষচেন ? অন্ত কারুর জ্বন্তে মন কেমন করছে বুঝি ?

মোটেই না—মোটেই না। আচ্ছা, কৃষ্ণকুমারী, ওই ঘরটায়
কি হচ্ছে ?

সহজভাবে যুবতী বলিল—ওখানে জুয়াখেলা হচ্ছে। পকেটে রেস্ত যদি থাকে চুকে পড়ুন।

চল। ছ'জনে যাই।

আমুন!

জুমার ঘরে পাঁচ সাত জ্বন লোক নিজেদের খেলায় মন্ত হইয়া কলরব করিতেছে। তরুণ ও ক্বফকুমারী ভীড় ঠেলিয়া টেবিলের সম্মুখে দাঁড়াইল। যুবভী তরুণের কানে কানে বলিল—খেলুন।

তরুণ পকেট হইতে একখানা দশ টাকার নোট বাহির করিয়া তাহা কৃষ্ণকুমারীর হাতে দিয়া বলিল—তুমি ধর।

যুবতী অবহেলাভরে নোটখানি একটা নম্বরের উপর স্থাপন করিল। একজন পাশা গড়াইয়া দিল। এক, ছুই, তিন, চার, পাঁচ—তরুণের নম্বর উঠিয়াছে। দশ টাকায় তরুণ একশো পঁচিশ টাকা লাভ করিল ?

রমণী কহিল—এইবার আপনি নিব্দে খেলুন। আমি চল্লাম।
টাকাগুলি পকেটে রাখিয়া তরুণ বলিল—তুমি আমার ভাগ্য
লক্ষী! তুমি যদি পাশে না থাকো, তা'হলে খেল্বো না।
কথা বলিতে বলিতে হুইজনে ঘর হুইতে নিক্রান্ত হুইল।

বাহির হইবার পূর্বে তরুণ তীক্ষণ্ষ্টিতে আর একবার সমগ্র কক্ষটি দেখিয়া লইল। বাহিরে আসিয়া সে রুঞ্চকুমারীকে জিজ্ঞাসা করিল—আচ্ছা, ওরা তো বেআইনী ভাবে জুয়া খেলচে, প্লিস যদি হানা দেয় তাহলে ওরা কেমন ক'রে ছক আর টেবিল লুকোবে?

ষুবতী তরুণের মুখের দিকে বক্র দৃষ্টি ফেলিয়া বলিল—ওসব আমার এলাকার বাইরে! আপনি অত্যন্ত কৌতৃহলী দেখছি। অত যদি জানতে চান তাহলে 'পুলিস', 'পুলিস' ব'লে চেঁচিয়ে দেখুন না, ওরা কি করে।

তক্ষণ তাড়াতাড়ি কথা ঘুরাইয়া বলিল—যাক্ গে ওসব কথা; এখন বল, কোথায় আবার তোমার সঙ্গে দেখা হবে ?

ক্বক্ষকুমারী হাসিয়া বলিল—আচ্ছা, আমি তো প্রায়ই আপিস অঞ্লে ঘোরা ফেরা করি, একদিন আপনার আপিসে দেখা করব। কোথায় আপনার আপিস ? কি নাম ?

যুবতীর প্রশ্ন শুনিয়া তরুণ নিমেষের জন্ম বিহবল হইল; বারেক তাহার মুখের দিকে চাহিয়া স্থিরকণ্ঠে বলিল—আমার আপিসের নাম প্রেস্লাও কোম্পানী; ...নম্বর ক্লাইভ স্থাটের দোতালায় আপিস। এখন বল, তোমার ঠিকানা কি ?

কিন্তু যদি আমি বলি, আপনার নামটি ছাড়া কোন কথাই বিশ্বাস করলাম না—তাছলৈ ?

তরুণ বলিল—বিখাস না করবার কারণ জানতে পারি কি ? কারণ সমস্তই আপনি মিধ্যা বলছেন। নামটা আপনার তরুণ গুপ্ত সত্য। কিন্তু আপনি পুল্সের লোক। আপনি কি জক্ষ এখানে এসেছেন শুনবেন ? তোমার সন্ধানে বোধ হয় ?

রমণী হাসিতে হাসিতে বলিল—না আমার সন্ধানে এলে আপনাকে খানায় পড়ে হাত পা কাটতে হ'ত না এটা সত্য। আমি বোধ হয়, তুই নম্বর শিকার।

তোমার অনুমান সত্যবলে আমি স্বীকার করলাম। কিন্তু নিজের পরিচয় এমন ক'রে গোপন রাখবার কারণ কি ?

আমার অমুমান নয়—সমস্তই সত্য বলুন। কিন্তু আমার মত একজন নাচওয়ালীর থবর নেবার জ্ঞে আপনি এত ব্যস্ত হচ্ছেন কেন ? মাত্র কৌতুহল ছাড়া আর কিছু নয় বোধ হয়।

তাই যদি সত্যই হয়—তাহলে কি প্রকৃত পরিচয়টা আমি পেতে পারিনা ?

নিশ্চয় পারেন। আমার প্রক্বত পরিচয় আপনাকে দেবার প্রযোজন যে আমারই বেশী তরুণবাবু। কিন্তু সে এখানে নয়। আমার সঙ্গে আপনাকে যেতে হবে। রাজী আছেন ?

তরুণ জিজ্ঞাসু নয়নে চাহিয়া প্রশ্ন করিল আপনার প্রয়োজন ! তার মানে ?

কৃষ্ণকুমারী বিলোল কটাক্ষ হানিয়া বলিল—আপনাকে রূপমুগ্ধ করবার জন্মে নয় সত্য—আরো কোন কারণও ত থাকতে পারে।

অকন্মাৎ তরুণের মনে হইল, এ নারী হয়ত ছুরাত্মা দলের অন্ধর্ম্ ক্রা; ইহার সঙ্গে কোথাও যাওয়া হয়ত নিরাপদ নয়। কিন্তু বিপদের আশঙ্কায় সে কবে তাহার ইপ্সিত সন্ধান হইতে বিরত হইয়াছে? এ নারীর পরিচয় তাহাকে জানিতেই হইবে। কহিল—হাঁা, আমি তোমার সঙ্গে যাব। যতক্ষণ

না তোমার সম্পূর্ণ পরিচয় পাই, ততক্ষণ তোমার সঙ্গ ছাড়বো না।

কৃষ্ণকুমারী বলিল—আপনার জেদ তো খুব দেখ্ছি। আসুন, যাবার আগে একটা জিনিষ দেখাই।

তরুণকে লইয়া রমণী জুয়ার ঘরে চুকিল। কি আশ্চর্য্য, সে ঘরে কোন লোকজন তো দূরের কথা, টেবিল চেয়ার এবং অন্তাক্ত আসবাবপত্ত কিছুই নাই। শৃক্ত ঘর যেন তরুণকে দেখিয়া ব্যক্ত করিয়া উঠিল।

তাহার বিশ্বিত মুখাবয়ব লক্ষ্য করিয়া ক্লফ্কুমারী ঈবৎ নিম-কঠে বলিল—ওরা জানতে পেরেছে যে, এ বাড়ীর আশেপাশে পুলিদ ঘোরা ফেরা করছে—যে কোন মুহুর্ত্তে হয়ত হানা দেবে। গোয়েন্দাই হোন বা কেরাণীই হোন, এখন এখান থেকে চটুপট্ দ'রে পড়াই ভাল। আফুন আমার সঙ্গে।

কৃষ্ণকুমারী তরুণকে লইয়া ক্ষিপ্রগতিতে অন্ত এক দার দিয়া সদর রাস্তায় উপস্থিত হইল। অদুরে ফটিক আদেশের অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছে। তরুণ তাহাকে কোন ইন্দিত করিবার সময় পাইল না। নিকটে যে ট্যাক্সীখানি দাঁড়াইয়াছিল কৃষ্ণকুমারী তরুণকে তাহার ভিতর তুলিল। নিমেষে ট্যাক্সী ছুটিতে আরম্ভ করিল।

গাড়ীর গদির উপর দেহ এলাইয়া দিয়া প্রান্তকণ্ঠে রমণী বলিল-এত অল্লে নিষ্কৃতি পেলেন ব'লে ভগবানকে ধন্তবাদ দিন তক্ষণবাবু! আর-একটু হ'লেই অত্যন্ত বিপদে পড়তেন! ড্রাইভারের প্রশ্নের উত্তরে বিবেকানন্দ রোডের একটি ঠিকানা বলিয়া ব্বতী চিস্তামগ্নভাবে মৌন মুখে গাড়ীর এক কোণে বসিয়া রহিল; সারাক্ষণ তরুণের সহিত একটি কথাও বলিল না। তাহার আচরণের মধ্যে এ পরিবর্ত্তন তরুণের নজর অতিক্রম করিল না। হোটেলে সে একাস্ত অম্বরক্লের মতো কথা কহিয়াছে, হাসিয়াছে, তাহার সহিত পরিভ্রমণ করিয়াছে কিন্তু এখন সে যেন অতি দুরের মামুষ; তাহার নাগাল পাওয়া ভার।

গাড়ী আসিয়া একখানি সুগঠিত দ্বিতল বাটীর বারান্দার তলায় দাঁড়াইল। বিস্মিত তরুণ দেখিল, এক বিশালকায় শুদ্দগাশ্রু শোভিত দারবান দেউড়ি হইতে নীচে নামিয়া আসিল। যুবতী তরুণকে লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে বাড়ীর মধ্যে চুকিল। গাড়ী চলিয়া গেল।

নিয়তলে বড় একটি হলঘর; তাহার মধ্যে কয়েকখানা সোফা ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত। যুবতী বলিল—আফুন; ওপরে আমার ঘর।

যন্ত্র চলিতের মতে! তরুণ গৃহস্বামিনীর পিছনে পিছনে বিতলে উঠিয়া একটি সুসজ্জিত ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ঘরটির দেওয়ালে বহুসংখ্যক স্থলর স্থলর তৈল চিত্র। আসবাব পত্রের বাহুল্য নাই। যুবতী কহিল—বস্থন তরুণ বাবু।

নিকটস্থ একখানি গদিমোড়া চেয়ারে বসিয়া তরুণ মনের বিশ্বর যাহাতে মুখে না প্রকাশ পায় তজ্জন্ত দেওয়ালে-টাঙানো নিকটস্থ ছবির প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ করিল। একজন দাসী ঘরে চুকিল। রমণী তাহাকে উদ্দেশ করিয়া কহিল—রাধে! বাড়ীতে একজন নতুন অতিথি এসেছেন। এত রাত্তে তাঁকে তুমি এখন কি খাওয়াতে পারো?

দাসী সবিনয়ে বলিল—যা হুকুম করবেন, তাই ক'রে দিতে পারি।

বটে ! আছে।, বলুন তো তরুণ বাবু, কি খাবেন ? তরুণ খাড় নাড়িয়া বলিল—শুধু এক মাস জল।

আর কিছু নয় ?

না। হোটেলে যথেষ্ঠ খেয়েছি।

আছে।; তাহলে তুমি যাও রাধে। জল এইখানেই আছে।

ঘরের কোণে রক্ষিত একটি জয়পুরী কলসী হইতে রমণী জল গড়াইয়া তরুণকে দিল। তাহা পান করিয়া আরামের নিশ্বাস ছাডিয়া তরুণ বলিল—আঃ বাঁচলাম।

রমণী কহিল—এইবার, আমার ঠিকানা তো পেলেন, এখন বলুন, আমার সম্বন্ধে কি ভাবচেন ?

পা ছড়াইয়া আরাম করিয়া বিসিয়া তরুণ বলিল—ভাবছি অনেক কথাই। কিন্তু কোন মতামত প্রকাশ করছি না। তবে একথা ঠিক যে রুক্তকুমারী দেবী একজন সাধারণ নর্ত্তকী নয়। অক্ত পরিচয় আছে। সেটাই জানতে বাসনা। আমার প্রথম প্রশ্ন হচ্ছে এই যে কেন আমাকে এখানে আনা হ'ল ?

সে তো অত্যন্ত সহজ কথা। আপনি আসতে চেয়েছিলেন তাই। তাছাড়া, দেখলাম আপনি ওখানে থাকলে শীঘুই অত্যন্ত গওগোলের সৃষ্টি হবে। সে কারণেও আপনাকে অত তাড়াতাড়ি

ভথান থেকে সরিয়ে আনলাম। আর কিছুক্ষণ ওখানে থাকলেই আপনার বিপদ ঘট্ত। আপনি বাইরে প্লিস রেখে ভিতরে চুকেছিলেন, কিন্তু কোন বিশেষ কারণ বশতঃ আমি ইচ্ছা করিনা যে প্লিস রঙ্-মঞ্জলিসে হানা দিক। আপনি আমার সঙ্গে হচারটে কথা বলবার পরেই আমি বুঝেছিলাম যে আপনি একজন গোয়েন্দা। আপনার অনর্গল প্রশ্ন এবং অসংযত কোতৃহলই আপনাকে আমার কাছে ধরিয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া আমাদের স্বভাধিকারী রাধিকানারায়ণ থামের আড়াল থেকে যেভাবে সন্দিশ্ধ দৃষ্টিতে আপনাকে দেখছিল, তাতে আমার সন্দেহ বাড়ছিল বৈ কম্ছিল না।

তরুণ বলিল—আমি যে সত্যিই একজন গোয়েন্দা একথা বোধহয় আর গোপন করবার প্রয়োজন নেই।

রমণী হাসিয়া বলিল—বলবারও বিশেষ প্রয়োজন ছিল না।
আচ্ছা, তরুণ বাবু মেয়ে-গোয়েন্দার সম্বন্ধে আপনার অভি-মত কি ?

় তরুণ বলিল—বিশেষ ভালো অভিমত নেই। ছ্-একজনের নাম শুনেছি বটে। আমাদের পুলিদেও আছেন কয়েকজন। কিন্তু কারুর দারা কোন বড় কাজ স্থুসম্পন্ন হয়েছে ব'লে শুনি নি। আমাদের ও-কাজ বড়ু শক্ত, ভয়ানক বিপদ; এসব কাজে—

মেয়েদের যোগ্যতা কম। কেমন, এই তো আপনি বলতে চান ? কিন্তু যদি সুযোগ পাই, দেখিয়ে দেব, মেয়েরা কোন অংশেই অযোগ্য নয়।

তক্ষণ কতক বিশ্বয়ে কতক কৌতৃহলে বলিল—আপনি তাহলে একজন...

হ্যা; আমি একজন সধের মেয়ে-গোয়েনা। তা'হলে সব कथा थुटन है विन। আমার বাবা ছিলেন, বেঙ্গল ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর ম্যানেজিং ডিরেক্টার। সম্প্রতি তাঁর মৃত্যু ঘটেছে। তিনিই চক্রণড়-মহারাণীর এক মহামূল্য মুক্তার কণ্ঠি বীমা করিয়েছিলেন; সেই কণ্টি চুরী গেছে। বহুদিন থেকে আমার ইচ্ছা ছিল, এই ধরণের গোয়েন্দাগিরির কাজে নিজেকে নিয়োজিত ক'রে দেখবো, আমরাও একাজ পারি কি না। স্থবিধা পেয়ে ইন্দিওর কোম্পানীর তরফে আমি কণ্ঠি-চুরীর তদন্ত আরম্ভ করেছি। আমার বাবার সঙ্গে কমিশনর সাহেবের বিশেষ বন্ধত্ব ছিল; সেই সত্তে তাঁর সঙ্গে আমারও বেশ আলাপ আছে। বেঙ্গল ইন্সিওরেন্সে আসবার আগে বাবা ছিলেন সিঙ্গাপুরে। ছেলেবেলার মা মারা গেছেন। আমার পনেরো-ষোল বছর সিঙ্গাপুরের এক কন্ভেন্টে কেটেছে। স্থুতরাং বুঝতেই পারছেন, আমি আপনাদের সাধারণ প্যানপেনে নিজ্জীব বাঙালী লবন্ধ লতিকা মেয়ে নই।

তরুণ প্রশংসা-মুগ্ধ নেজে মেয়েটির কথা শুনিতেছিল; শেষ হইলে স্মিত মুখে বলিল—তা খুবই বুঝতে পারছি; এবং এও বুঝছি যে নিজের সুখ্যাতি নিজের মুখে ঘোষণা করতে আপনি অন্বিতীয়। কিন্ত ছু:থের বিষয় এই যে, আসল নামটাই এখনো জানা গেল না।

রঞ্জিত-স্মিত মুখে যুবতী উত্তর দিল—আমার নাম মণিকা। আমার বাবার নাম—চিত্তরঞ্জন রায়। রঙ্-মজলিশে আমি কৃষ্ণ-কুমারী নামে পরিচিত।

छक्र पा मा ना किया विनन —े आश्रनात्र नाम आसि खटनि ।

মণিকা সহাস্তে বলিল—তাই নাকি ৷ তাহলে আমাকে দেখে মেয়ে গোয়েন্দা সম্বন্ধ কি হতাশ হলেন ?

না। তা হই নি। তবে কি জানেন, এখনো ঠিক বুঝতে পারছি না, আপনার দারা কাজের কোন স্থবিধা হবে কি না।

মণিকা বলিল—আচ্ছা দেখাই যাক। ফলেন পরিচয়তে !
গত ত্-তিনটি ঘটনা থেকে স্পষ্টই বোঝা গেছে, যে দল এই সকল
দস্মার্ত্তি করছে তাদের পিছনে আছে এক নারী। সেই নারীকে
করায়ত্ত করাই আমার উদ্দেশ্য। খবরাধবর নিয়ে জেনেছি রঙ্মজলিশে তার গতিবিধি আছে।

তরুণ বলিল—হাঁা, স্থানটি তার পক্ষে বিশেষ সুবিধাজনক, তাতে আর সন্দেহ নেই।

ই্যা। সেখানে সে তার প্রতিনিধিদের সঙ্গে দেখা করে এবং তাদের নানাবিধ আদেশ দেয়। তার সঙ্গে পরিচিত হবার জন্মই আমি ওখানে গায়িকা এবং নর্ভকীর ভূমিকা নিয়ে যাতায়াত করি। ওরা সকলেই আমাকে প্রসন্ন মনে গ্রহণ করেছে; আজোকে উ সন্দেহ করে নি।

তরুণ সাগ্রহে কহিল—কুহকিনীর আসল পরিচয় জান্তে পেরেছেন কি ?

না। এখনো পারি নি। আমার বিশাস, তার প্রধানতম সহকারীও তা জানে না।

তাকে দেখেছেন ?

আপনি দেখেছেন কি ?

তঙ্গণ বলিল—হাঁা, আমি দেখেছি ছ্বার। একবার হাওড়া ষ্টেশনে; আর একবার রাজারামের বাড়ীতে। মণিকা কহিল—আচ্ছা, তাহলে আমি আপনাকে একটা জিনিষ দেখাবো। পাঁচ মিনিট স্বর কক্ষন।

মণিকা ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। মিনিট পাঁচেক পরে ধীরে ধীরে দরজা খুলিয়া গেল এবং এক রমণী-মূর্ত্তি নম্র পদক্ষেপে ঘরে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়াই তরুণ চিনিতে পারিল; সেই নীল শাড়ী; পায়ে সেই লাল চামড়ার চটি; ছই কানে সেই চাঁদ-আঁকা ঝুম্কা;—'কুহকিনী' তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে!

বিশ্বয়ে অক্ট উক্তি করিয়া তরুণ উঠিয়া দাঁড়াইল; কুহকিনী মুখের আবরণ আরও একটু টানিয়া দিয়া মৃত্ কম্পিত কঠে বলিল —তাহলে আবার সাক্ষাৎ হ'ল!

সেই কণ্ঠস্বর! তরুণ এক লাফে দারের কাছে গিয়া কুহকিনীর পলায়নের পথ রুদ্ধ করিয়া জুরকণ্ঠে বলিল—হাঁা, আবার সাক্ষাৎ হল এবং এবার আর সহজে তোমকে ছাড়চিনে।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে কুছকিনীর ছাত ধরিতে উল্পত ছইল;

এমন সময় তীক্ষ চটুল ছাসিতে সহসা সে যেন নিদ্রোভিতের

মতো চমকিয়া উঠিল। মুখোস খুলিয়া মণিকা কছিল—

জীলোকের সামনে নিজেকে অতটা অপ্রকৃতিস্থ করবেন না তরুণ
বাবু। সেটা আপনার স্থায় স্থনামধন্ত গোয়েন্দার পক্ষে শোভাও
পায়না এবং উচিতও নয়।

বিশ্বরের ঘোর অপনোদিত হইলে তরুণ প্রশংসাদীপ্ত কণ্ঠে বলিল—আশুর্মাণ্ড আমাকে আপনি অভিভূত করে দিয়েছেন।

মাধার পরচুলা প্রভৃতি খুলিয়া মণিকা হাসিমুখে বলিল—
একমাস ধরে চেষ্টা ক'রে ছাম্মবেশটি তৈরী করেছি, কিন্তু
এখনো পর্যান্ত কারুর ওপর পরীক্ষা করে দেখবার সুযোগ পাই নি।
মনে করছি, এই ছাম্মবেশে একদিন রঙ্-মজ্ঞলিশে যাব। কিন্তু
আপনি বলুন, কেমন করে আজ হঠাৎ রঙ্-মজ্ঞলিশে এসে
উপস্থিত হলেন ? আমার মনে হচ্ছে, কোথাও কিছু গঙ্গোল
হয়েছে।

তরুণ কহিল—কুহকিনীর কাছ পেকে কিছু সম্ভাষণ পেয়েছি কপালে তারই চিহ্ন। বলিয়া সে রাজারামের গৃহে গিয়া যে ভাবে বন্দী হইয়া অবশেষে মুক্তিলাভ করিয়াছিল, সেই কাহিনী বিবৃত করিল।

মণিকা চিস্তিত কঠে বলিল—তার কাছে নিব্দের পরিচয় দিয়ে ভাল কাজ করেন নি। কুহকিনী সাধারণ দক্ষ্য-রমণী নয়। সর্ব্ব দিকে তার চোখ। সে নিশ্চয়ই আপনার পিছনে লোক লাগিয়েছে। হয়ত তারা ইতি মধ্যে আপনার পিছু নিয়েছে।

তক্লণের চোখে অবিশ্বাদের ছাফা দেখিয়া মণিকা কহিল— বিশ্বাদ করছেন না, আমি আপনাকে হাতে হাতে তার প্রমাণ দিয়ে দিচিছ; আসুন আমার সঙ্গে।

তাহাকে রাস্তার ধারের একটি অন্ধকার ঘরে নইয়া গিয়া মণিকা গবাক্ষ প্রান্তে উপস্থিত হইয়া বলিল—মনে করেছিলাম, কেউ আমাদের অমুসরণ করে নি; কিন্তু আসলে তা নয়, সম্ভবত ট্যাক্সী-ড্রাইভারটা ওদেরই চর। ওই দেখুন।

অন্ধকার গৰাক প্রাক্তে দাঁড়াইরা সবিষয়ে তরুণ দেখিল— পথের বিপরীত ফুটপাথে ছুইটা লোক আপাদমন্তক কাপড়ে আরুত করিয়া পায়চারী করিতেছে এবং মাঝে মাঝে মণিকার বাড়ীর দিকে দৃষ্টি ফেলিতেছে।

সে ক্রকুটি করিয়া বলিল—বুঝেছি। এতরাত্তে এভাবে ঘোরা বেআইনী। আমি এখুনি ওদের উচিত শিক্ষা দিয়েদিছি। আপনার এখানে টেলিফোন আছে ?

া মণিকা তাহার গতিরোধ করিয়া বলিল—তা আছে। কিন্তু টেলিকোন করতে আমি দেব না; আমার নিজের দিকটাও তো দেখতে হবে। আপনি এখন পুলিদে খবর দিলে ওরা নিশ্চরই মনে করবে, আপনার সঙ্গে আমার যোগ আছে। সঙ্গে সঙ্গের বিশ্বাস আমি হারাবো এবং আমার চাকরী কাল থেকেই থাকবে না।

তক্ষণ ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বলিল—স্বাপনার কথা যুক্তিহীন নয়। কিন্তু স্থামাকে তো বাড়ী ফিরতে হবে। তথন যে…

মণিকা তাহার কথায় বাধা দিয়া বস্ত্রাভ্যন্তর হইতে একটি ছোট্ট স্থদ্র পিন্তল বাহির করিয়া তরুণের হাতে শুঁজিয়া দিয়া বলিল—এটি আপনাকে উপহার দিলাম। ওদের ব্যবস্থা পরে করছি। এখন, আমাদের মধ্যে কিছু কাজের কথা আলোচনা করা যাক। আমার বোধ হচ্ছে আপনি আমাকে সাহায্য করতে পারবেন। কাল রাত্রে কুহকিনী রঙ্-মজলিশে হাজির হবে।

তরুণ প্রশ্ন করিল—আপনি কেমন ক'রে জানুলেন ?

মাথাটা একটু পরিষ্কার করুন তরুণ বাবু—যে কুছকিনীকে আপনি কিছুক্ষণ আগে দেখলেন সেই কাল রঙ-মঞ্জলিশে যাবে। সেখানে গিয়ে আমি ম্যানেজার রাধিকানারায়ণের সঙ্গে কথা কইব, বল্ব—রাধিকাবাবু! আপনি আমার বাড়ীতে টেলিফোন ক'রে বলে দিন তো, ফিরতে আমার দেরী হবে। রাধিকা টেলিফোন করলে, নম্বরটি আমি মুখস্থ ক'রে নেব। তখন কুছকিনীর ঠিকানা জানা আমাদের পক্ষে বিশেষ শক্ত হবে না। আমার এই প্ল্যান সম্বন্ধে কি বলেন ?

তরুণ বলিল—শুনতে মন্দ নয়; কিন্তু এর মধ্যে গলদও যথেষ্ট আছে। ধরুন, যদি ঠিক সেই সময়ে কুছকিনী মজলিশে উপস্থিত হয়; তাছাড়া রাধিকা বাড়ীতে ফোন করলে কুছকিনী যদি নিজেই ফোন ধরে,—সেক্ষেত্রে আপনি যে বড়ই বিপদে পড়বেন।

মণিকা হাসিয়া বলিল—তথন আপনি আছেন।

তারপর স্থ্র বদ্লাইয়া বলিল—একটু আধটু বিপদের
সম্ভাবনা থাকবে বৈকি। আমার মনে হয়, কুহকিনী দিন কয়েক
এখন রাধিকার আভ্ডায় আসবে না। বাড়ীতে থেকে যদি নিজে
কোন ধরে তার জভ্যে বিশেষ ভয়ের কারণ নেই; যে কোন
রকমেই হোক, তার ঠিকানাটা জানতেই হবে। আপনি
মঞ্জলিশের বাইরে থাকবেন, দরকার হলে আপনাকে ডাক দেব।

তরুণ দেখিল, মণিকা কুহকিনীর ছল্পবেশে রঙ-মঞ্চলিশে যাইবার জন্ম বন্ধ পরিকর; এখন আর তাহাকে বাধা দিয়া লাভ নাই। ইহা ভাবিয়া সে তাহার সহিত আরও বিশদ ভাবে বিষয়টি আলোচনা করিল; তারপর বাড়ী ফিরিবার উচ্ছোগ করিয়া জানালার কাছে আসিয়া দেখিল, লোকছুইটা তখনো পথের উপর দাঁড়াইয়া আছে। তাহাদের দেখিয়া মণিকা বলিল —এখনো ওরা অপেক্ষা করছে। আপনি পাঁচ মিনিট দেরী কর্মন; আমি ওদের ব্যবস্থা করছি।

মণিকা টেলিফোনের রিসিভার তুলিয়া একটা নম্বর বলিল, তারপর মিনিটখানেক পরে কথা আরম্ভ করিল—হ্যাল্লো এরঙ-মজলিশ ? রাধিক্লাবাবু আছেন ? ও আপনিই...আমি ক্লফকুমারী কথা বলছি, হাা...দেশ্র্ন, আজ রাত্রে আমার সঙ্গে একজন লোক ছিল, দেখেছিলেন তো...হাা ..আমি জানতে পেরেছি লোকটা একজন গোয়েকা!

তাহার কথা শুনিয়া তরুণ চম্কাইয়া উঠিল; হাত নাড়য়া তাহাকে বিচলিত হইতে বারণ করিয়া মণিকা বলিতে লাগিল—
অনেকক্ষণ থেকেই ভাবছিলাম, আপনাকে জানাবো। লোকটা আডায় আমায় একশো রকম প্রশ্ন করেছে অবশ্র আমি তার একটারও ঠিক জবাব দিই নি; তারপর বল্লে আমাকে বাড়ীপোছে দেবে; উপায়াল্পর না দেখে আমাকে এক বান্ধবীর বাড়ী এসে উঠতে হ'ল ..নিজের বাড়ীতে নয়! পাগল, নিজের বাড়ীতে কথনো যাই...এ আমার এক বল্পর বাড়ী। তারপর শুমুন, এখানে এনে লোকটাকে খুব মদ খাইয়ে দিয়েছি...ইয়া, খুব। লোকটা গাধার মতো নাক ডাকিয়ে খুমুছে। তার সব কথা জেনে নিয়েছ; ইয়া আমাকে বিশ্বাস কর্পন..কোন ভয় নেই। কাল সকালে দেখা করব...ইয়া; খানিক বাদে চাকর দির্দ্ধৈ লোকটাকে রাভায় বের ক'রে দেবো'খন...ইয়া...গুডনাইট।

## কুহকিনী

রিসিভার রাথিয়া তক্ষণের ক্ষ্ম বিশ্বিত মুখের পানে চাছিয়া সহাস্থে মণিকা বলিল—রাগ করবেন না, তরুণ বাবু! ম্যানেজারকে আমি এমন কোন কথাই বলি নি, যা সে জানে না বা অফুমান করেনি। ওদের সঙ্গে সরল ভাবে কথা বলাই ভাল। আজকের ঘটনার পর আপনি আর কোন দিনই আজ্ঞায় যেতে পারতেন না; কিন্তু আমায় যেতেই হবে, তাই আমার কেস্ পাকা ক'রে রাথলাম। এখন তর্ক না ক'রে চুলগুলো উস্থোপুষ্ণো ক'রে মাতাল হোন দেখি, আমি আপনাকে বাড়ী থেকে বার ক'রে দিই।

মণিকার উপদেশ মতো তরুণ জামার বোতাম খুলিয়া, মাধার চুল ঝুলাইয়া টলিতে টলিতে তাহার বাড়ী হইতে পথে নামিল। লোকত্ইটা তথন অদ্রে দাঁড়াইয়া বলাবলি করিতেছিল—দেখেছিন, বেটা একেবারে বুঁদ হ'য়ে গেছে। কর্ত্তা ঠিকই বলেছে, ঝাহু মেয়ে রুক্তরুমারী!

টলিতে টলিতে ডানদিকে একটা গলি দেখিয়া তাহার ভিতর চুকিয়া তরুণ অদৃশ্য হইল।

9

পরদিন থানায় আসিয়া তরুণ কমিশনরের সৃহত দেখা করিয়া গতরাত্ত্রের ঘটনাবলী বিরুত করিল। শুনিয়া কমিশনর বিশেষ কোন মন্তব্য করিলেন না; শুধু বলিলেন যে, তরুণ এই কাল্পে অধিকতর অধ্যবসায়ের সহিত আত্মনিয়োগ করিয়া শীজ্ঞ শীজ্ঞ যেন কুহকিনীকে গ্রেপ্তার করে। সবিনয়ে যে আজ্ঞে বলিয়া তরুণ কমিশনরের ঘর হইতে বাহির হইল। পানা হইতে সে মাতঙ্গীচরণের বাসায় গিয়া তাহার সহিত দেখা করিল; মাতঙ্গী তখনো সম্পূর্ণ সুস্থ হয় নাই। তরুণকে দেখিয়া সে বিষম ভীত ও উত্তেজিত হইল; কহিল—বাবৃ! আপনি এ ভাবে দিনের বেলা এখানে আসবেন না। কুইকিনীর চর যে চারিদিকে ঘোরাফেরা করছে !

তরুণ তাছাকে ভরসা দিয়া নানাবিধ প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করিল; কিন্তু তাছাতে বিশেষ কোন সহত্তর পাইল না। মাতঙ্গীর বাসা হইতে বাহির হইয়া সে চলিল—পার্ক খ্রীটে। সেখানে কয়েকটা বড় বড় জহুরীর দোকান আছে; তাহাদের কাছে কণ্টি সম্বন্ধে খোঁজ লইতে হইবে।

রাস্তার পেষে ছিল বেরমজি গজদারের বাড়ী। লোকটা ভারতবর্ষের মধ্যে সর্বাপেকা বড় জহুরী; বোম্বাই ও কলিকাতায় তাহার বিরাট কারবার। ছুই-একটা ছোট ছোট দোকানের মালিকদের সহিত দেখা করিয়া তরুণ বেরমজির গৃহে উপনীত হুইল।

খবর পাইয়া বেরমজি নিজে আসিয়া তাহাকে অভ্যর্থন। করিয়া ভিতরে লইয়া গিয়া নিজের ঘরে বসাইল। ঘরে চুকিবা-মাত্র তরুণের নাকে এক প্রকার মিষ্ট সৌরভ ভাসিয়া আসিল। এ গন্ধ ঘেন সে পূর্বৈত্ত কোণাও পাইয়াছে। কোণায় ?

বেরমজির প্রশ্নের উত্তরে তরুণ বলিল—না, গঞ্জদার সাহেব।
আমি কোন তদন্ত করিতে আসিনি; আপনি নিশ্চিন্ত হোন।
এদিকে এসেছিলাম, তাই একবার আপনার সঙ্গে দেখা ক'রে
গেলাম মাত্র! আছো, গজ্জদার সাহেব, চন্দ্রগড়-মহারাজের
মুক্তার কটি সংক্রান্ত ব্যাপারটা আপনি ভনেছেন নিশ্চয় ?

বেরমজি মাথা দোলাইয়া বলিল—হাঁা, কিন্তু ক্তেনেছি বৈকি। ভারী দামী জিনিষ ছিল। আপনি বুঝি.....

বাধা দিয়া তরুণ বলিল—না, তা নয়। এমনি জিজ্ঞাসা করছিলাম। যারা দেকাজ করেছে তাদের পিছনে আছে এক নারী; তার নাম কুছকিনী।

তাচ্ছিল্য সহকারে বেরমজি বলিল—ও কথা আমি তেমন বিশ্বাস করি না। এসব কাজ মেয়েলোকের দ্বারা সম্ভব নয়। কুহকিনীর অন্তিত্বও সন্দেহজনক।

সম্থে টিপাইএর উপর একটি চুক্ট-দানীতে একটা অর্দ্ধধ চুক্ট পড়িয়াছিল; রাজারামের ঘরেও তরুণ এমনি চুক্টের টুক্রা দেখিয়াছিল। তাহার মন চঞ্চল হইল। বেরমজি যতখানি নির্মিকার ভাব দেখাইতেছে, আসলে সে ততখানি সরল নয়। হয়ত কণ্ডিছড়া তাহার কাছেই আসিয়াছে। ওরূপ দামী জিনিয় লইয়া একমাত্র বেরমজিই কারবার করিতে পারে। পূর্বেও তাহার নামে এই ধরণের ছুই একটা অপবাদ পুলিসের কাণে আসিয়াছে। হঠাৎ তরুণ মনে মনে এক সঙ্কর আঁটিয়া মাধা তুলিয়া গজীরনিম্বর্গে বলিল—কুহকিনী যে কিছুক্ষণ আগেই আপনার আপিসে এসেছিল, আর আপনি বলছেন তার অক্তিম্বও সন্দেইজনক ?

বেরমজি চক্ষু বিক্ষারিত করিয়া কহিল—সেকি! কি বলছেন আপনি! আমি তো কিছুই জানি না। আচ্ছা, আমি এখনি খবর নিচ্ছি। ফিরোজ, ফিরোজ।

হাঁকাহাঁকিতে ওধারের অফিস কামরা হইতে একজন কেরাণী বাহির হইয়া আসিল। বেরমজি প্রবলকঠে কহিল— ফিরোজ; কোন স্ত্রীলোক কি এখন এখানে এসেছিল?

#### কুছকিনী ৪৮

কেরাণী ঢোঁক গিলিয়া বলিল—আজে না।

তরুণ বুঝিল, লোকটা মিথ্যা বলিল। কেরাণী প্রস্থান করিলে বেরমজি বলিল—দেখলেন তো। তাও কথনো হয়।

তরুণ শাস্তকঠে বলিল—ইঁ্যা, হয়। আধ্বন্টার মধ্যেই সে ধরা পড়বে, এবং তখন ওয়ারেন্ট নিয়ে পুলিস এখানে এসে আপনার বাক্স-তোরক তল্লাস করতে সুক্র করবে।

বেরমজি কম্পিতস্বরে বলিল—বলেন কি মি: গুপ্ত! বিশ বছর ব্যবসা করছি, কিন্তু এমন বিপদে তো কখনো পড়ি নি! এখন কি উপায় হবে ?

তরুণ বলিল—এক উপায় আছে। আমাকে যদি আপনার ঐ লোহার সিন্দুকটি দেখতে দেন, তাহলে আমি আপনার কথা বিশাস ক'রে পুলিসে বারণ:ক'রে দিতে পারি।

বেরমজির চোথে ভয়ের চিষ্ক ফুটিয়া উঠিল। আমতা আমতা করিয়া এক গোছা চাবী বাহির করিয়া তাহা তরুণের হাতে দিয়া কহিল—দেখুন। কিন্তু দেখবেন পুলিস যেন না আসে; তাহলে আমার ব্যবসার সর্ধানাশ হবে।

কোন ভয় নেই।

তরুণ চাবীর গোছা লইয়া সিন্দুকের দিকে অগ্রসর হইল।

যতক্ষণ সে বেরমজির সহিত কথা বলিয়াছিল ততক্ষণ বারবার
সে লক্ষ্য করিয়াছিল, বেরমজি ভয়-চকিত নেত্রে থাকিয়া থাকিয়া
ঐ সিন্দুকটির উপর তাহার দৃষ্টি বুলাইতেছিল। দেখা যাক্,
উহার মধ্যে কি আছে।

মেঝের উপর কার্পেট্ বিছানো। অকমাৎ তঙ্গণের পায়ের নীচে ছইতে কার্পেটখানা সরিয়া গৈল এবং টাল সামলাইতে না পারিয়া দে সশক্ষে ধরাশায়ী ছইল; সমুখেই ছিল একখানা ভারী চেয়ার তাহার অঙ্গে মাণা ঠুকিয়া দে ক্ষণকালের জন্ত নিম্পন্দ হইল।

সঙ্গে সঙ্গে বেরমজি লোহার সিন্দুক খুলিয়াই পুনরায় চকিতের মধ্যে তাহা বন্ধ করিয়া ঘর হইতে নিজ্ঞান্ত হইল।

মিনিট কতক পরে চোখ চাহিয়া তরুণ দেখিল, একমাস অল হাতে একজন ভৃত্যকে পিছনে লইয়া বেরমজি ঘরে প্রবেশ করিতেছে। তরুণ ধীরে ধীরে উঠিয়া নিকটস্থ চেয়ারে উপবেশন করিল। তাহাকে তদবস্থায় দেখিয়া ব্যস্ত-ভাবে জ্বন্থরী বলিল— এই যে! কেমন আছেন? বেশী লাগে নি তো? ইস্! বজ্জই প'ড়ে গিছলেন! মাধাটা ঘুরে গিয়েছিল বুঝি? এই যে জ্বল এনেছি; মুখে-চোখে একটু জ্বল ছিটিয়ে দিন, এখুনি গু-ভাবটা কেটে যাবে।

বরফ-সংযুক্ত শীতল পানীয়। কপালে একটু বরফ ঘসিয়া ভৃষণার্ড তরুণ জলটুকু পান করিল। বেরমজি কহিল—সিন্দুক খুলবো; দেখবেন ?

তাহার প্রচ্ছের হর্ষ-বিকশিত মুখের পানে তাকাইয়া তরুণ বলিল—না থাক। আপনার মুখের কথাই যথেষ্ট। আচ্ছা, এখন উঠ্লাম, মিঃ গজদার। নমস্কার!

পথে বাহির হইয়া তাহার দেহ যেন আলভে ও নিদ্রায়
শিখিল হইয়া আসিল। কোন মতে বাড়ী আসিয়া জামাকাপড়
পরিয়াই সে শ্য্যার উপর লুটাইয়া পড়িল এবং সঙ্গে সঙ্গে গভীর
নিদ্রায় অভিত্ত হইল। যখন খুম ভাঙিল তখন বহুক্ষণ সন্ধ্যা
উত্তীর্ণ হইয়াছে। তখন তাহার মনে পড়িল, মণিকা আজ সন্ধ্যায়

### কুছকিনী

কুহকিনীর ছন্মবেশে রঙ-মজলিশে যাইবে এবং তথায় তাহারও উপস্থিত থাকিবার কথা আছে !

#### 6

বিপ্রহরে ও অপরাহে বারবার সদর থানায় কোন করিয়াও যখন তরুণের কোন সংবাদ পাওয়া গেল না তথন মণিকা অত্যস্ত হতাশ বোধ করিল। কথা ছিল, বিপ্রহরে বা অপরাহে টেলি-কোনে তরুণ তাহার সহিত কথা বলিয়া ছোট খাটো পরামর্শগুলা সারিয়া লইবে। কিন্তু কোথায় তরুণ ?

সন্ধ্যার পর কথামতো মণিকা কুছ্কিনীর ছন্মবেশে রঙ-মজ্ঞলিশে উপস্থিত হইল। উজ্জেলনায় তাহার বুক ছুরুছুরু করিতেছিল; সঙ্গে তরুণ বা অন্ত কোন সাহায্যকারী নাই; একাল্ক একাকিনী সে—বারবার এই কথাটি মনে উদয় হইয়া তাহাকে বিচলিত করিতেছিল।

মজলিশের সন্মূথে ট্যাক্সী হইতে নামিয়া মণিকা ভাড়া চুকাইয়া দিতেছে এমন সময় হঠাৎ এক বিপত্তি ঘটিল। একটি পশ্চিমা ভদ্রলোক এতকণ নির্ণিমেষ নেত্রে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতেছিল, এইবার যেমন সে আভ্ডার ভিতর প্রবেশ করিতে যাইবে অমনি লোকটি তাহার সন্মূথে আসিয়া গভিরোধ করিয়া বলিল—এই যে! পেয়েছি এতদিনে! নমস্কার শ্রীমতী!

মণিকা লোকটাকে চিনিতে পারিল না, গন্তীরভাবে বলিল— আপনি ভূল করছেন! আপনাকে তো আমি চিনি নে। বটে! বটে! লোকটা তাহার একখানা হাত চাপিয়া ধরিয়া বলিল
—আমার নাম ফুলটাদ জহুরী। এক সঙ্গে বোদ্বাই থেকে
কলকতা পর্যান্ত এলাম; আর বলছেন চিনি না!

মণিকা এক বট্কায় তাহার হাত মুক্ত করিয়া লইল।
লোকটার নাম শুনিয়া সে নিমিষে সকল কথা বৃঝিতে পারিল
এবং বৃঝিতে পারিয়া বিমৃঢ় হইল। কেমন করিয়া এখন ইহার
হাত হইতে ছাড়ান পাওয়া যায় ? এই সময় বিপদের উপর
বিপদ, আজ্ঞার অধিকারী রাধিকানীরায়ণ সদর দরজার কাছে
আসিয়া উপস্থিত হইল এবং বারেক তাহার দিকে চাহিয়া সল্প্র্যুথ
দণ্ডায়মান ট্যাল্পীর নিকট গিয়া ছাইভারের সহিত হুই চারিটা
কথা বলিয়া পুনরায় ভিতরে চলিয়া গেল। মণিকা তখন নিম্নকণ্ঠে ফুলটাদকে বলিল—আপনার কথা আমি বৃঝতে পেরেছি;
কিন্তু আমি সতিটে সে নারী নই; আমি তরুণ শুপ্তের সঙ্গে কাজ
করছি। এ আমার ছল্লবেশ। আপনি চেঁচামেটি ক'রে আমার
বিপদ বাড়াবেন না।

কুলচাঁদ সে কথা হাসিয়া উড়াইয়া দিল। এ মিথ্যা কথায় সে কি আর প্রতারিত হয়? এতদিন অবেষণের পর সে তাহাকে পাইয়াছে; স্থতরাং অলে তাহার নিষ্কৃতি নাই। কুরকঠে সে বলিল—তক্ষণ বাবুর সঙ্গে কাজ করছেন! বেশ, চলুন আপনাকে তক্ষণ বাবুর কাছেই নিয়ে যাই।

জন্মী পুনরায় মণিকার হাত ধরিল। ব্যাকুলকঠে মণিকা কহিল---গণ্ডগোল করবেন না, ফুলটাদ বাবু। বিশ্বাস না হয়, চলুন ধানায়।

মণিকা দেখিল, এখানে দাঁড়াইয়া ফ্লটাদের সহিত তর্ক

বিতর্ক করা অপেক্ষা তাহার সহিত থানায় গমন করাই ভাল। এখানে তাহাকে কিছুতেই বুঝানো যাইবে না ?

সন্মুখেই একখানা ট্যাক্সী দাঁড়াইয়াছিল তাহার নিকট গিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া ফুলটাদ কছিল—ওঠ।

তাহার এছেন সম্বোধনে মনে মনে কুদ্ধ হইলেও মুখে সে ভাব কিছুমাত্র প্রকাশ না করিয়া মণিকা মোটরে উঠিল। ফুলটাদ ভিতরে বদিয়া ড্রাইভারকে বলিল—সদর পানায় যাবে, বুঝেছো।

ড্রাইভার মাধা নাড়িল। মোটর ছুটিতে লাগিল।

গাড়ীতে উঠিয়া ফুলচাঁদ আত্মপ্রসাদের হাসিয়া কহিল—খুব ধ'রে ফেলেছি ভোমায়। এবার আর চালাকি চলছে না।

সঙ্কলিত কার্য্যে বাধা পাইয়া মণিকা মনে মনে যারপরনাই হতাশা ও বিরক্তি বোধ করিতেছিল; জহুরীর কথায় উত্তরে কছিল—এমন মোটা বৃদ্ধি আপনার থাকাই স্বাভাবিক।

ফুলচাঁদ অটহাত করিয়া বলিল—এখনো বাঁজ টুকু যায় নি দেখছি! কিন্তু বলতো রূপদী, মুক্তোর কন্তিটা কোপায় আছে? দেটা কি ভেঙেছো, না আন্তই আছে?

প্রচণ্ড বেগে ছুটিতে ছুটিতে গাড়ী সহসা ডানদিকে মোড় খুরিল। নিজের চিস্তায় মগ্ন ছিল বলিয়া মণিকা এতক্ষণ থেয়াল করে নাই। এইবার চোধ চাছিয়া দেখিল, মোটর রাসবিহারী য্যাভিন্ হইতে দক্ষিণ মুখো একটি গলির মধ্যে প্রবেশ করিয়াছে সম্ভবতঃ গড়িয়াহাটা রোড।

একি! গাড়ী এপথে ছুটিয়াছে কেন ? উদ্বিধকঠে মণিকা বলিল-স্থ তো থানার পথ নয়! এ যে গড়িয়াছাটা! গাড়ী থামান ফুলটাদ বাবু। ফুলচাঁদ মনে করিল, ইহা হয়ত রমণীর কোন নুতন ছলনা।

দৃচকণ্ঠে বলিল—চুপ ক'রে বস। গাড়ী ঠিক চল্ছে। কলকাতার
রাস্তা আমি চিনি না বটে, কিন্তু ট্যাক্সী ডুাইভার নিশ্চয়ই চেনে।
আর কোন চালাকি তোমার খাট্বে না।

গাড়ী বাঁদিকে মোড় ঘ্রিয়া রেল লাইনের গুম্তি পার হইয়া ঢাকুরিয়ার ভিতর প্রবেশ করিল। মণিকা সভয়ে চিৎকার করিয়া উঠিল—আমাদের কাঁদে কেলা হয়েছে। আমরা প্রতারিত হয়েছি। গাড়ী ধামান, ফুলটাদ বাবু। এই ড্রাইভার, রোখো, রোখো!

কিন্তু কে কাহার কথা শোনে; মোটর ঢাকুরিয়ার ইট্ কাঁকর বিছানো অসংস্কৃত পথের উপর দিয়া পলীবাসীদের সচকিত করিয়া উর্দ্ধাসে ছুটিতে লাগিল। মণিকার ত্রস্তভাব দেখিয়া ফুলচাঁদও অবশেষে বিশ্বিত ও ভীত হইল এবং ড্রাইভারের উদ্দেশ্যে কহিল—এই! তুমি এ বনের ভিতর দিয়ে কোধায় চলেছো?

ড্রাইভারের মুখে কথা নাই। দেখিতে দেখিতে গাড়ী এক নির্জ্জন অন্ধকার মাঠের ধারে উপস্থিত হইল। কাছাকাছি লোকালয় নাই। ফুলটাদু হাঁকিল—সবুর! এই ড্রাইভার, বদ্মাস্! সবুর।

কথার সঙ্গে সঙ্গে সে ঝুঁকিয়া যে।টর চালকের কাঁধ চাপিয়া ধরিল। এইবার ছাইভার গাড়ী ধামাইল। মণিকা চাহিয়া দেখিল, গাড়ী একটি উন্থানবেষ্টিত বাটার সন্মুখে আসিয়া ধামিয়াছে। গাড়ী ধামিতেই সে মাটিতে নামিয়া পড়িল এবং আত্মরকার জন্ম বস্তাভাস্তর হইতে ছোরা বাহির করিল।

অকশাৎ পিছনের অন্ধকার হইতে এক ব্যক্তি বিহ্যুৎবেগে

তাহার হাত হইতে ছোরাটি ছিনাইয়া লইয়া বলিল—আপনারা আমাদের অতিথি। ছোরা বার ক'বে আমাদের ভয় দেখাবেন না, রুফকুমারী দেবী। নেমে আফুন ফুলটাদ বাবু।

বিহবল ফুলটাদ ও এস্ত অথচ মুখে নির্মিকার মণিকাকে
লইমা রাজারাম ও মোটর ড্রাইভার বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল।
সন্মুখে একটা প্রকাণ্ড গ্যারেজ। পিছনে দ্বিভল অট্টালিকা।
নিমতলের হলঘরে চুকিয়া তাহারা দেখিল, অনতিদুরে একটি
ভাঙা চোরা সোফার উপর দেহ ঢালিয়া এক নারী বসিয়া
আছে। রাজারাম ছুইজনকে তাহার সন্মুখে হাজির করিয়া
কহিল—ক্ষকুমারী দেবী এবং ফুলটাদ বাবু।

রমণী বারেক তাহাদের দিকে চাহিয়া পিছনে দণ্ডায়মান 
ভ্রাইভার ও অন্ত ছুইজনটক বলিল—তোমরা এইবার থেতে পারো।

রাজারাম ব্যতীত অস্তু অস্কুচরগণ প্রস্থান করিলে রমণী কহিল
—আপনারা বসুন।

ফুলচাঁদ এতক্ষণ শুরু বিশ্বয়ে নির্মাক হইয়া একবার মণিকা আর একবার কুহকিনীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিতেছিল; এইবার কহিল—কী তাজ্জব!

ছুইজন রমণীকৈই চবছ এক রকম দেখিতে! অবশ্র একজন দিবং দীর্ঘকায়া বটে কিন্তু তাহা ছাড়া অক্ত সকল বিষয়েই ছুইজনে যেন যমজ তথ্যী। এরূপ আশ্রুহ্য সাদৃশ্রে ফুলচাঁদের বিশ্বর অশ্বাভাবিক মহে। কিন্তুংকাল নীরব থাকিয়া ফুলচাঁদ কহিল—তোমরা যেই হও, কিন্তু আমার সঙ্গে এরূপ ছলন। করার জন্তু তোমরা শান্তি পাবে। এই যে, তুমিও রয়েছো দেখ্ছি

# क्ष्किनी

(রাজারামের উদ্দেশ্তে)! তুমি বোদাইএ মগনলাল ভাট্ সেজে আমায় ঠকিয়েছিলে। তার জন্তে আমি তোমাকে সমূচিত শান্তি দেব।

কণার সব্দে সে অগ্রসর হইয়া রাজারামের হাত ধরিতেই সে তাহার হাত ছাড়াইয়া লইয়া তাহার ছই কাঁধ ধরিয়া জোর করিয়া তাহাকে একথানা চেয়ারের ওপর বসাইয়া দিয়া কহিল— বেশী বক্বক্ ক'রো না। ঠাণ্ডা হোয়ে বোসে থাক।

কুছকিনী এইবার শাস্ত কঠে কছিল—আশা করি, জীমতী কৃষ্ণকুমারী তাঁর এইরূপ ছল্মবেশ ধারণের কৈফিয়ৎ আমাদের কাছে প্রদান করে বাধিত করবেন।

কথার শেষে কুছকিনীর ছুই চোখে বারেকের জন্ত যেন বিছ্যুৎ ঝলসিয়া গেল।

a

যতধানি সম্ভব মুখের উপর নির্ভীকভাব ফুটাইয়া মণিকা বলিল—কতক্ষণ এখানে আমাদের আতিখ্য গ্রহণ চল্বে ?

কুছকিনী বলিল—ব্যস্ত কি ! এই তো এলে ! ঘণ্টাখানেক আগেও আমি কল্পনা করতে পারি নি যে তুমি এখানে আসবে।

मिका कहिल-जािकानाजायगरे ताब रय थवत पिरम्ह ?

হাঁ। লোকটা বোকা হ'লে কি হবে, বৃদ্ধি আছে। তৃমি যাবার মিনিটখানেক আগেই সে টেলিফোনে আমার সঙ্গে কথা বলেছে, স্থতরাং আমি যে একই সময়ে ছুজায়গায় থাক্তে পারি না, এ বৃদ্ধি তার মাধায় আসতে বেশী দেরী হয় নি। তাই সে ভ্রাইভারকে বোলে আমার কাছে তোমাদের পাঠিয়ে দিয়ে টেলিফোন ক'রে তোমাদের অভ্যর্থনা করতে বলেছে।

এতক্ষণে ফুলটাদ বোধ হয় কিছু কিছু ব্বিতে পারিয়াছিল; মণিকার দিকে চাহিয়া বলিল—আমাকে মাপ করুন; আমি বুঝতে পারি নি।

কুছবিনী তাহার দিকে চাছিয়া বলিল—আমরা আজ এক 
ঢিলে ছুই পাখী মেরেছি; ফুলচাদবাবুকে পেয়ে ভারী স্থবিধা 
হয়েছে। আপনি তো কটিটি উদ্ধার করতে চান। বলুন, কত 
টাকা সেটি উদ্ধারের জত্তে আপনি খরচ করতে পারেন ?

ফুলচাঁদ কহিল—কিছু না। কণ্টি ইন্সিওর করা আছে। ছুলক টাকার ইন্সিওরেন্স।

কুছকিনী বলিল—এই খবরটিই জানতে চাইছিলাম। এইবার
ক্ষেকুমারী, তোমার সঙ্গে বৈষয়িক কথাবার্তা হোক। তুমি তো
বেঙ্গল ইন্সিওর কোম্পানীর তরফে কন্তি উদ্ধারের কাজে লেগেছিলে; এখন বল দেখি, যদি তোমার কোম্পানীর কাছ থেকে
লাখ টাকা নিয়ে আমি কন্তিটি তাদের ফিরিয়ে দিই, তাহলে তাঁরা
কি অন্ততঃ এক লাখ টাকা লাভ করেন না ?—মহারাজকে তো
তাঁদের ছলাখ দিতে হবেই।

এবংপ্রকার 'বেছাইনী কেনা বেচা যে কজদুর অসকত তাহা
মণিকা তালরপই জানিত, কিন্তু ইহার মধ্য হইতেই তাহার
মৃত্তির পথ পাওয়া যাইতে পারে মনে করিয়া মনে মনে উৎস্কুল
হইয়া সে গল্ভীর তাবে কহিল—ইাা, তা হয় বটে; কারণ
টাকাটা তো তাঁদের গিছলোই। তাহলেও লাথ টাকা বড্ড
বেশী; ওটা পঞ্চাশ হাজার করলেই ভাল হয়।

লাথ টাকার এক আধ্লা কম নয়। বেশ। আমি ব'লে দেখবো।

হাঁা, বলবে ; আর সেই সঙ্গে এই সর্ত্তও করবে যেন, আমাদের পিছনে পুলিস লেলিয়ে না দেওয়া হয়।

তাও বলব।

কৃহকিনী বলিল বেশ। তাহলে ত্মি সেই মর্মে আপিসের কর্তাদের চিঠি লিখে দাও। লিখে দাও যে, যদি তাঁরা রাজী না হন, তাহলে আজই কণ্টি তেওে টুক্রে কুর্বের ক'রে ভারতবর্ধের নানা দেশে এবং ভারতের বাইরে চালান করে দেওয়া হবে। রাজারাম, কাগজ কলম নিরে এসোঁ।

মণিকা মনের বিমৃঢ়ভাব দমন করিয়া বলিল—চিঠি লেখার চেয়ে দেখা করাই ভাল। পত্রে সব কথা বোঝানো যাবে না।

কুছকিনী বক্র হাসি হাসিয়া বলিল—তা কেমন ক'রে ছবে;
যতদিন টাকা না পাই ততদিন ভুমি আমাদের কাছেই থাকবে।

মণিকাও তদমুরূপ বক্রভাবে বলিল—তাহলে আমাকেই রাখো; টাকাটা বোধ হয় আসবে না।

শুনিয়া বিষম কুদ্ধকণ্ঠে কুহকিনী বলিল—যথেষ্ঠ স্থাকামি হয়েছে; আর নয়। শোন ক্ষঞ্কুমারী, তুমি যদি আমার কথায় রাজী না হওতাহ'লে তোমার পরিণাম মোটেই শুভ নয়—একথা ভূলে বেও না। আমার এখন টাকার অত্যন্ত দরকার। টাকা আমার চাই। কিন্তু টাকা পাবার আগে তোমাকে যদি মুক্তি দিই তাহলে আর আমরা তোমার বা তোমার মনিবের কোন পান্তাই পাব না—একথা ঠিক। স্ত্তরাং আর বেশী বাক্বিনিময় না করে যা বলছি, তাই লেখো। লেখো যে, কটি যাদের কাছে

আছে তুমি তাদের জানো, এক লাখ টাকা পেলে তারা কটি ফিরিয়ে দিতে রাজী আছে। যদি তারা রাজী থাকে তাহলে তারা "ভারতবল্ধ" দৈনিকপত্তে পার্দোনাল্ (ব্যক্তিগত খবরাখবর) কলমের ভিতরে শুধু "সন্মত" এই কথাটি বিজ্ঞাপিত করুক। তখন তাদের জানানো হবে যে অমুক স্থানে ছই পক্ষের প্রতিনিধি দাক্ষাৎ করবে এবং সেইখানে কটি ও টাকা বিনিময় করা হবে। টাকা যেন ছোট ছোট নোটে দেওয়া হয়। তুমি একথাও লিখে দেবে যে তাদের বিশ্বাস রক্ষা করার ওপরেই তোমার ও কুলচাঁদের জীবন নির্ভর করছে।

প্রতাব শুনিয়া মণিকা কিছুক্প শুরু হইয়া রহিল; তারপর বলিল—কিন্তু তোমরা যে তোমাদের কথা রাখবে, ভার নিশ্চয়তা কি ?

কুছকিনী ছাসিয়া বলিল—দেটুকু বিশ্বাস আমাদের করতেই হবে। আমাদের টাকার দরকার; স্থতরাং বিশ্বাস ভঙ্গ ক'রে কোন লাভ নেই। হাঁা, আর পত্রের মধ্যে একথাও লিখে দিও যে, এই চিঠি পাবার পর দিনরাত্রি প্রতি মুহুর্ত্তে তাদের উপর আমার লোক নন্ধর রাখবে, স্থতরাং কোন প্রকার বিশ্বাসঘাতকতার চেঠা করলেই আমরা তা জানতে পারবো। তার ফল মোটেই ভাল হবে না।

মণিকা কিছুক্রণ চিন্তা করিয়া বলিল—আমার মনে হচ্ছে, আঁচিটি লেখা আমার পক্ষে যুক্তি সিদ্ধ নয়।

কুছকিনী পর্জন করিয়া উঠিল—লিখবে না ?

্র মণিকা নীরবে ঘাড় নাড়িল। অকস্মাৎ অগ্ন্যুৎপাতের মতো সুস্কুরিনী মণিকার দেহের উপর ফাটিয়া পড়িয়া তাহার গলা টিপিয়া ধরিয়া কহিল—লিখবে না! তোমার ঘাড় লিখবে! লেখো! এখনি লেখো!

অতর্কিতে আক্রাম্ব হইয়া মণিকা বিহবল হইয়া গিয়াছিল; রাজারাম তাহাকে সে যাত্রা উদ্ধার করিল; কুহকিনীর হাত ধরিয়া তাহাকে টানিয়া তুলিয়া বলিল—আহা, হা! অত তাড়াতাড়ি কেন ? ওঁকে একটু ভাবতে দাও। লিখবে বৈকি! নিশ্চয়ই লিখবে। না লিখলে যখন ছাড়ান নেই...

বিশ্রন্ত বসন সংখত করিয়া কুহকিনী বলিল—বেশ, আত্মকের দিনটা সময় দিলাম। কাল যদি রাজী না হও; তপ্ত লোহা দিয়ে তোমার সর্কাল প্ডিয়া দেব। মনে খাকে বেল বিশ্বন আমাদের চাই। যাক্, আর কোন কুমী ময়; রাজারাম, জিলের ফুজনকে পৃথক ঘরে বন্দী ক্রুর্রাখো।

এদিকে তরুণ কাড়া ক্রিক্সিজ্জা করিয়া রঙ মৃক্রনিশের সন্মুখে হাজির হইল। তিত্র ক্রিক্সিন বিশেষ কেই নাই। অদুরে পরিপার্বস্থ একটা গাছের আড়ালে শাড়াইয়া সে আড্ডার সদর দরজার উপর চকু ক্তন্ত করিয়া প্রতীকা করিতে লাগিল।

বহুক্ষণ অতীত হইয়া গেল, কিছু কৈ, মণিকা তো আসিল না ? তবে সে কি ইতিমধ্যে কোন বিপদে পড়িয়াছে ? তক্ষণ চঞ্চল হইল। আরো কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিবার পর সে আর হির থাকিতে না পারিয়া গলির মোড়ে যে কনষ্টেবল দাঁড়াইক্স-ছিল তাহার নিকট গিয়া কুহকিনীর চেহারা এবং বসনের বর্ণনা দিয়া প্রেশ্ব করিল—বলতে পারো, তেমন কোন মেয়েলোক কিছুক্ষণ আগে রঙ-মঞ্জলিশে এসেছিল কি না। কনষ্টেবল তৎক্ষণাৎ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—হাঁা, হজুর এসেছিল তো! যেমন বলছেন, ঠিক তেমনি একজন আপ্ররাৎ। এই কিছুক্ষণ হ'ল একজন মোটা গুজরাটী বাবুর সঙ্গে ট্যাক্সী ক'রে কোপায় চলে গেল। সে ট্যাক্সীটা রোজ রাতে এইখানেই দাঁড়ায়, তার নম্বর হচ্ছে, টি ৩৯৪২১।

মোটা মতো গুল্পরাটী ভদ্রলোক! বোধ হয় ফুলটাদ। কিন্ত কোধায় গেল তাহারা?

কনষ্টেবল বলিল—ওই যে হজুর। ট্যাক্সীথানা এসে দাঁড়ালো।
চকিত হইয়া তরুণ বলিল—তাই নাকি! আচ্ছা, তাহলে
তুমি আমার সঙ্গে এসো; ড্রাইভারটাকে থানায় নিয়ে যাওয়া
যাক; ওর কাছ থেকে খবর পাওয়া যেতে পারে।

ট্যাক্সীচালক দূর হইতে দেখিতে পাইয়াছিল বে এক্সন কনষ্টেবলের সহিত এক্সন লোক তাহার দিকেই আসিতেছে। সে গাড়ীতে ষ্টাট দিল। কিন্তু চালাইবার পূর্বেই তক্ষণ তাহাকে ধরিয়া ফেলিল এবং জিজ্ঞাসা করিল— এক্সন পশ্চিমে বাবু আর একটি রমণীকে কোণায় নামিয়ে দিয়ে এলে ?

ড্রাইভার পতমত খাইয়া বলিল—তাঁরা চৌরঙ্গীতে ছবিঘরে চুকলেন হস্তুর।

তক্ষণ কহিল—আচ্ছা, তুমি এখন চুক্বে চল সদর থানায়। দিপাই, তুমিও ওঠ গাঁড়ীতে।

থানায় গিয়া ফটীকের সাহায্যে তরুণ এই লোকটির সহদ্ধে অতি অল্পসময়ের মধ্যেই যে সকল সংবাদ পাইল, তাহা যেমন অপ্রত্যোশিত তেমনি বিস্মাকর। লোকটার আসল নাম, জিন্দা- রাম। তিনবার জেল খাটিয়াছে। তাহার লাইসেন্স মিধ্যা, ঠিকানা মিধ্যা, এমন কি গাড়ীখানার নম্বরও মিধ্যা।

প্রথমে জিন্দারাম কোন কথাই বলিতে সম্মত হয় নাই। পরে প্রহার এবং কঠিন শান্তির ভয়ে সে মুখ খুলিল।

রঙম-জলিশের আজ্ঞায় যথাসময়ে খবর আসিল, জিন্দারামকে প্লিসে ধরিয়া লইয়া গেছে এবং সে খবর তৎক্ষণাৎ কুছকিনীর কাছে প্রেরণ করা হইল। সংবাদ শুনিয়া কুছকিনী ক্ষিপ্রপ্রায় হইল। জিন্দারামকে সন্মুখে পাইলে বোধ হয় সেই মুহুর্ত্তে তাহাকে হত্যা করিয়া ফেলিত।

রাজারাম তাহাকে সাখনা দিয়া কহিল—তুমি অত উদ্বিশ্ব হচ্ছ কেন ? জিন্দারামকে আমি অনেকদিন থেকেই জানি; সে জানে যে আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার পরিণাম হচ্ছে —অনিবার্য্য মৃত্যু।

কুছকিনী অন্থিরভাবে কহিল—তাহলেও সাবধান হতে হবে রাজারাম। আর বেশীক্ষণ এখানে থাকা চলবে না। তুমি ওদের নিয়ে মোটরে ক'রে আমাদের পুরোণো আড্ডায় চলে যাও।

তুমি আসবে না সঙ্গে ?

না। আমি দেখবো, ব্যাপার কতদ্র গড়িয়েছে। তোমরা আগে যাও, আমি ঠিক সময়ে যাব। কিন্তু আর দেরী নয়, রাজারাম। মেয়েটাকে রাজী করিয়ে টাকার ব্যবস্থা করতেই হবে। রেক্লে দিন্ মহম্মদকে আমি চিঠি লিখে দিয়েছি, সে আমাদের জভ্যে বাড়ী ঠিক করছে। হপ্তাখানেকের মধ্যেই আমাদের পাড়ি দিতে হবে।

त्वण ठाइ इत्त । अत्मत्र इक्यानत्र मूथ तिंद्य निष्या योक,
कि वल ?

নিশ্চয়। মুখচোখ বেঁধে গাড়ীর ভিতরে তুলে ওদের দেহের ওপর একখানা কম্বল চাপা দিয়ে দাও।

অলকণের মধ্যেই মণিকা ও ফুলচাঁদকে সেইভাবে বাঁধিয়া লইমা রাজারাম প্রস্থান করিল। কুহুকিনী তথন ঘর চুয়ার অলস্কল গুছাইয়া নিজের বেশ পরিবর্ত্তন করিতে লাগিল। আধ্যণটা পরে সে যথন ঘর হইতে বাহির হইমা আসিল, তথন তাহার বেশ দেখিয়া তাহার নিজস্ব বেহারাটা পর্যান্ত তাহাকে চিনিতে পারিল না। মাথার চুল টান টান করিয়া বাঁধা; কপালের উপর তৈল চিক্ চিক্ করিতেছে। মোটাসোটা এবং নিতান্ত গোঁয়ো ধরণের একজন পরিচারিকা; ছই হাতে ছইগাছা মোটা গালার চুড়ী; দেহে অক্ত কোন অলক্ষার নাই। নববেশ ধারণ করিয়া রন্ধনের উল্পোগ করিতে করিতে সে বেহারাকে ডাকিয়া বলিল—দেখ ছকু, আজ্ব রাতটা আমাদের এইখানেই থাকতে হবে। যদি দরকার হয় তাহলে অবশ্র সরে পড়ব; কিন্তু বোধ হয় দরকার হবে না। যাই হোক, খ্ব সতর্ক থাকবি। গেটের কাছে ব'লে থাকগে যা, কেউ এলেই আমায় খবর দিবি।

ছকু ঘাড় নাড়িয়া প্রস্থান করিল। কুহকিনী নিজের জন্ত এবং বেছারার জন্ত তরকারী কুটিতে বসিল।

জাধঘণ্টা পরে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ছকু আসিয়া বলিল— পুনিসের লোক আসছে, হজুর! কুহবিনী উঠিয়া দাঁড়াইল। তাহার অনুমান তাহা হইলে সত্যে পরিণত হইয়াছে; জিলারাম ভয়ে পুলিসের কাছে এই বাড়ীর সন্ধান বলিয়া দিয়াছে। বিশাস্থাতক জিলারাম!

সদর দরজায় করাঘাত হইল। ভিতর হইতে নিদ্রাবিজ্ঞ স্থিরে ছকু বলিল—কে ?

দরজা খোল, জল্দি !

ষার খুলিয়া সম্ভো নিদ্রোখিত ভৃত্যকে সন্মুখে দেখিয়া তরুণ বলিল—এই, তোর মনিব কোধায় ?

আজে, গিন্নিমা আর বাবু ত তীর্থ করতে গেছে, হজুর। এ বাড়ীতে আর কে আছে ? আজে, আমার ইস্তি ছাড়া তো আর কেউ নেই।

এমন সময় কে গা বিলিয়া ছুই হাতের কম্বই পর্যন্ত বাট্নার দাগলাগা চাকরাণী-বেশিনী কুছকিনী বাহির হইয়া আসিয়াই সন্মুখে পরপুক্ষ দেখিয়া ভীষণ লজ্জায় জিভ কাটিয়া ছারের পাশে সরিয়া দাঁড়াইয়া আঁচল মাধায় তুলিয়া দিল। তক্ষণ তীক্ষদৃষ্টিতে তাহার প্রতি তাকাইল কিন্ত চিনিতে পারিল না। ছারের আড়াল হইতে অমুচ্চকণ্ঠে কুছকিনী বলিল—ওঁনাদের জিজ্ঞাসা কর না গো ওঁনারা কি চায়।

তরুণ মুহুর্ত্তের জন্ত বিমৃত বোধ করিল। জিন্দারাম কি শেষ পর্যান্ত তাহাকে ঠকাইল ? যদিও লোকটা বলিয়াছিল যে সে কুছকিনীর সম্বন্ধে কোন কথাই জানে না, তাহাকে সে কখনো দেখে নাই, সে আদেশ পাইত রাধিকানারায়ণের নিকট হইতে, তথাপি সে বলিয়াছিল, ঢাকুরিয়ায় এই বাড়ীতে যাইলে তরুণ কুছকিনী ও মণিকার সন্ধান পাইবে। কিন্তু কোথায় মণিকা ? কুছিকনীই বা কোপায় ? এত রাত্তে শেষে কি এক ভদ্রগৃহস্থের বাড়ীতে হানা দিয়া সে হুর্নামের ভাগী হইল ?

মিনিটখানেক চিন্তা করিয়া পরিচারিকার কথার উত্তরে সেক্তিল—আমরা পুলিসের লোক, কলকাতা থেকে আসছি। আমাদের কাছে খবর এসেছে যে এই বাড়ীতে ডাকাতি হবে; এমন কি, আমরা জানতে পেরেছি যে একজন লোক সন্ধ্যা থেকে এই বাড়ীর মধ্যে লুকিয়ে আছে। তাকে খুঁজে বার করতে হবে, তাই আমরা একবার বাড়ীটির ভিতর চারিদিক দেখতে চাই।

খবর শুনিয়া পরিচারিকা ও ভূত্য ভয়ে কাঁপিতে লাগিল; রমনী বলিল—কী সর্বনেশে কথা গো! ভাগ্যে বাবুরা এলেন, আপনারা দেখুন, চান্দিক ভালো করে দেখুন।

পিছনের সাব-ইনস্পেক্টরকে সঙ্গে লইয়াতরুণ ভিতরে চুকিল।
নীচেকার ঘরগুলি দেখা হইলে তাহারা উপরে উঠিল কিন্তু বলা
বাহল্য, সন্দেহজ্ঞনক কোন কিছুই আবিষ্কৃত হইল না। ঘরগুলি
পরিষ্কার পরিজ্জা। সম্প্রতি তাহাদের মধ্যে কেহ যে ছিল এরূপ
প্রতীয়মান হয় না।

নীচে নামিয়া ভীত জম্ভ ভূত্য ও পরিচারিকার মুখের পানে চাছিয়া তরুণ বলিল—না। লোকটা ওপরে নাই। আমরা এইবার বাগানটা দেখে আসি।

টর্চের আলোর সাহায্যে উভয়ে বাগানে উপস্থিত হইল।

অনুরে গ্যারেন্সের মতো একটা একতালা ঘর, ঘার খোলা। তরুণ
ভাহার নিকট গিয়া মাটিতে আলো ফেলিতেই চকিত-বিশ্বয়ে

নিরীক্ষণ করিল—নরম মাটীর উপর মোটরের চাকার দাগ গভীর

ভাবে অন্ধিত রহিয়াছে! পিছন হইতে সাব-ইনস্পেক্টর হাঁকিল
—একি! এ জিনিস এখানে পড়ে কেন ?
কি ?

মেরেদের হাতব্যাগ। কি লেখা রয়েছে দেখুন।
তরুণ একটানে ব্যাগটি ছিনাইয়া লইয়া তাহার উপর আলো
ফেলিয়া দেখিল, ব্যাগের গায়ে পেশিল দিয়া লেখা রহিয়াছে—

"যে কেহ একটি পাইবেন, তিনি যেন তৎক্ষণাৎ ব্যাগটি কলিকাতার সদর থানায় তরুণ শুপ্তের কাছে লইয়া যান। ক্লফ্মারী ফুলচাঁদের সহিত এই বাড়ীতে আবদ্ধ ছিল; ইহারা উভয়কে অন্তন্ত্র লইয়া যাইতেছে। কুহকিনী এইখানেই আছে...

লেখা পড়িয়া তরুণ লাফাইয়া উঠিল। পাশের সঙ্গীকে চাপা কঠে বলিল—পিন্তল বাগাও। চাকর আর দাসী, এই ছুজনকে গ্রেপ্তার করতে হবে। সাবধানে আমার পিছু পিছু এসো।

সতর্ক পদক্ষেপে উভয়ে বাটীর মধ্যে প্রবেশ করিল। নীচে কেহু নাই। তরুণ হাঁকিল—কোথায় গেলে তোমরা ?

উত্তর নাই। উভয়ে চঞ্চলপদে নীচের ঘরগুলি, পরে উপর তালা সন্ধান করিল; কিন্তু শৃষ্ঠ বাড়ী। কেহ কোপাও নাই। সারারাত তরুল সেই বাড়ী বাগান এবং পল্লী ভোলপাড় করিয়া ফেলিল, কিন্তু কাহারো দেখা মিলিল না।

#### 50

তরুণের মণ অপরিসীম নিরাশায় আচ্ছর। হাতের কাছে পাইয়াও সে কুহকিনীকে ধরিতে পারে নাই, পরিচারিকার ছন্মবেশে তাহাকে প্রতারিত করিয়া সে অনায়াসে পলায়ন করিল। ভধু কি তাই, মণিকা আজ শত্রুদের কবলে বন্দী। না, এ-ভাবে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া থাকা অসহ বোধ হইতেছে। কিন্তু করিবেই বা কি ?

রঙ-মন্ধমিদে প্রকাশ্বভাবেই হানা দেওয়া হইয়াছিল এবং তাহার অধিকারী রাধিকানারায়ণকে নানাভাবে জেরা করা হইয়াছিল, কিন্তু কোন তথ্যই অবগত হওয়া যায় নাই। মণিকাকে তাহারা এক স্থান হইতে অক্ত স্থানে লইয়া গেছে; তাহাকে যে তাহারা সহজে মৃক্তি দিবে এমন বোধ হয় না। কিন্তু মণিকাকে উদ্ধার করা চাই-ই।

কী এক নুতন সঙ্করে অনুপ্রাণিত হইয়া সে উঠিয়া দাঁড়াইয়াছে এমন সময় বেখারা এক পত্র প্রানিশ্বা দিল। পত্র আসিতেছে—বেঙ্গল ইন্সিওরেঙ্গ কোম্পানীর ম্যানেজিং ডাই-রেক্টার প্রতাপ সেন-এর নিকট হইতে। পত্রে তিনি তরুণকে তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে অনুরোধ করিয়াছেন। পত্রপাঠ আসিলেই ভাল হয়।

তরুণ কাপড় বদ্লাইয়া ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই প্রতাপ সেনের আপিসে উপস্থিত হইল। তাহাকে পরম সমাদরের সহিত নিজের ঘরে বসাইয়া প্রতাপ বলিল—একটা বিষয়ে পরামর্শ করবার জভ্যে আপনাকে ডেকেছি। তার আগে জিজ্ঞাসা করি, রুক্ষকুমারী দেবী অর্থাৎ মিস রয়, মানে যিনি আমাদের আপিসের সংশ্লিষ্ট, তিনি এখন কোথায়, আপনি জানেন ?

ভক্ষণ বৃথিল, মণিকা এখানে কৃষ্ণকুমারী নামে পরিচিতা; সেক্রিল—আপনার সঙ্গে তাঁর শেষ দেখা হয়েছিল কবে ?

### কুছকিনী

কাল ছুপুরে। তাঁর মুখেই শুনেছিলাম, আপনিও অমুসন্ধান সুস্ক করেছেন, তাই আপনাকে ডাকতে সাহসী হলাম।

তরুণ তখন সংক্ষেপে কল্য রাত্তের ঘটনাগুলি বিবৃত করিল। সকল বৃত্তান্ত শুনিয়া গন্তীর ভাবে প্রতাপ কহিল—এইবার আপনি পত্রখানা পড়ুন।

সে একথানা থামে-মোড়া চিঠি তরুণের হাতে দিল। ভিতর হইতে পত্রথানি বাহির করিয়া তরুণ পড়িল। শিপ্রয় প্রতাপ বাবু,

কণ্টি যাহাদের কাছে আছে আমি তাহাদের সংস্পর্শে আসিয়াছি। তাহারা অর্থ পাইলে ক্টিটি আপনাকে ফিরাইয়া দিতে পারে। তাহাদের সর্ত্ত এই যে, আপনি পুলিসে কোনরূপ খবর দিতে পারিবেন না এবং এবিষয়ে কাহাকেও কিছু জানাইবেন না। এক লক্ষ টাকা পাইলেই কণ্ডি তাহারা আপনার হাতে অর্পণ করিবে। আমি যেরূপ বুঝিতেছি তাহাতে আপনি তাহাদের কথায় রাজী হইলেই ভাল করিবেন, তাহা না হইলে ছুই একদিনের মধ্যেই কণ্টি লইয়া তাহারা দেশ ছাডিয়া ৰাইবে। তথন তাহাদের কোন সন্ধানই আর পাওয়া যাইবে না। আমি কি অবস্থায় ইহাদের সহিত মিলিত হইয়াছি তাহা এখানে ব্যক্ত করিতে পারিব না; আপনি ষতক্ষণ না এই পত্তের জবাব দেন ততক্ষণ আমি আপনার সহিত দেখা করিতে পারিব না। যদি আপনি তাছাদের প্রস্তাবে রাজী থাকেন তাহা হইলে ভারতবন্ধ পত্রিকার নিজস্ব খবরাখবরের ভভে "সন্মত" এই কথাটির বিজ্ঞাপন দিবেন। পরে অর্থ ও ক্টি আদান-প্রদানের ব্যবস্থা করা হইবে। তথন

### কুহকিনী

আমি সে-সহদ্ধে আপনাকে বিস্তারিত জানাইব। অন্তথায় শুধু "না" এই কথাটি অবশ্য বিজ্ঞাপিত করিয়া আমার কাজের স্থবিধা করিবেন। আশা করি, আপনি সম্মত ছইবেন। ইতি

> নিবেদিক। শ্রীমতী ক্লফকুমারী রায়।"

তরুণ বিতীয় বার পত্রখানা পড়া শেষ করিলে প্রতাপ কহিল—এই জাল চিঠি পেয়ে আমি যে কি করব, কিছুই ঠিক করতে পারছি না।

তরুণ ঈষৎ চিন্তা করিয়া বলিল—জ্বাল বলছেন কেন ? স্থামার তো মনে হয় খ্রীমতী রায়ই এ পত্র লিখেছেন।

তাহলে এখন উপায় ?

আমার তো মনে হয়, "সন্মত" বিজ্ঞাপন দিয়ে দেখা বাক, কি ফল হয় ? কিছু আমার আজ আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসাটা সমীচীন হয় নি ?

কেন ?

তার কারণ, খুব সম্ভব ওদের লোক আপনার ওপর নজর রাখতে স্থক করেছে। যাক, ক্তি যা হ্বার হ্যেছে; আপনি "সম্বত" বিজ্ঞাপন দিন।

প্রতাপ যথারীতি সেইরপ করিলে পরদিন সন্ধ্যার সময়
আর একথানা পত্র আসিল:

"আপনার সমত বিজ্ঞাপন পাঠে আমার বন্ধর। বিশেষ উৎস্কা। কিন্তু একটা বিষয়ে তাহারা কথঞিং ভয় পাইতেছে। ভাহারা শুধু আপনারই সহিত কারবার করিবে, অন্ত কাহারে। সহিত নয়। যদি তাহারা বুঝিতে পারে যে এ-বিষয়ে আপনি
অন্ত কাহারো সাহায্য লইতেছেন বা তাহাদের সহিত চাত্রী
করিবার চেষ্টা করিতেছেন তাহা হইলে সেই মূহুর্ত্তে তাহারা
কটি লইয়া দেশান্তরে চলিয়া যাইবে। যাই হোক, এক্ষণে
আপনি কাল দিবা বারোটার সময় শিয়ালদহের বেলেঘাটা
ষ্টেশনের টিকিট ঘরের কাছে দাঁড়াইবেন; গলায় একখানি লাল
ক্রমাল বাঁধিবেন, তাহা হইলেই আমাদের লোক আপনাকে
চিনিতে পারিবে। সঙ্গে টাকাটা লইবেন, সব যেন নোট হয়।
সেইখানে আপনি অপরাপর নির্দেশ পাইবেন। কিন্তু সাবধান
যেন অন্ত কেহু সঙ্গে থাকে না। ইতি

নিবেদিক। শ্রীমতী ক্লফকুমারী রায়।"

পত্র পড়িয়া অবজ্ঞার হাসি হাসিয়া প্রতাপ কহিল—লোকগুলোর মাধা ধারাপ হয়েছে দেখছি। একা আমি বাব এক লাখ টাকা নিয়ে! পাগল না খ্যাপা! হাঁা, আমি যাব; কিন্তু টাকা নেব না এবং আমার সঙ্গে থাকবে লাল পাগড়ীর সার।

তরুণ কহিল—এই যদি আপনি মনে ক'রে থাকেন প্রতাপ বাবু, তাহলে সব কাল্প পশু হবে।

কেন; পণ্ড হবে কেন? প্রকাশভাবে না হোক, আপনি লোকজন নিয়ে আশেপাশে থাকবেন; তারপর ষেমন তাদের লোক আসবে অমনি...

তঙ্গণ অসহিষ্ণু কঠে বলিল—কিন্তু আপনি তাদের এতথানি

বোকাই বা ভাবচেন কেন? যারা এভাবে ব্যবসা চালাতে সাহসী হয়, আপনি কি মনে করেন তাদের গুপ্তচরের জ্বভাব, না সেই সব গুপ্তচরের দক্ষতা কারুর চেয়ে কম? আমরা যেমন আনেক সময় লোককে দেখে ব্রুতে পারি, এ লোকটা কোন আসদভিপ্রায় মনের মধ্যে পুরে নিয়ে চলেছে, তারাও তেমনি ব্রুতে পারে কোন্ লোকটা তাদের ওপর গোয়েন্দাগিরি করতে এসেছে। স্কুতরাং, লোকজন নিয়ে তাদের গ্রেপ্তার করতে যাওয়া আর ঢাকটোল বাজিয়ে শহর সরগরম করা একই কথা। ওতে কোন কাজ হবে না। কাজ হতে পারে অন্ত উপায়ে; কিন্তু তা আপনার পক্ষে একটু বিপজ্জনক।

প্রতাপ কহিল—তা হোক বিপজ্জনক। বলুন, কি উপায় ?

তরুণ বলিতে লাগিল—এক লোককে তারা বিশেষ সন্দেহের চোধে দেখনে না, সে হচ্ছে ষ্টেশনের পুলিশ। আমি কাল সেই রকম একজন ষ্টেশন-পুলিশ সেজে উপস্থিত থাক্বো। আপনি কতকগুলি কাগজের তাড়া বেঁধে স্টুকেশের মধ্যে নেবেন—সেইগুলি হবে নোট। সম্ভবত, তাদের লোক আপনাকে কোন দ্রাঞ্চলে নিয়ে যাবে। আমি গোপনে অমুসরণ করব; তারপর অবস্থা বুঝে ব্যবস্থা করা যাবে।

প্রতাপ কিছুক্ষণ চিস্তামগ্ন থাকিয়া বলিল—কিন্ত একটা দলের কাছে, স্থামরা মাত্র ছজন...

ভাই তো বলছিলাম, বিপদের সম্ভাবনা আছে। অবশু আপুনি একটা পিন্তল লুকিয়ে সঙ্গে রাখবেন।

প্রতাপ বলিল—আমি রা**জী।** জীবনের এতগুলো বছর

# কুছকিনী

ধরে কেবল খাতাকলমের কাজই করে এলাম, এত বড় য্যাড্ভেঞ্চারের সুযোগ যখন এসেছে তখন তাকে ছাড়বো না।

তর্রণ তখন তাহার সহিত আগামী কালের প্ল্যান বিশদভাবে আলোচনা করিতে লাগিল।

#### 77

প্রায় সারারাত মোটর চালাইবার পর মণিকা ও ফুলচাঁদকে
লইয়া রাজারাম এক লোকালয়-বজ্জিত পল্লীগ্রামের বাসভবনে
উপস্থিত হইল। তাহাদের গাড়ী হইতে নামাইয়া বন্ধনমুক্ত
করিয়া রাজারাম কহিল—আপাতত কিছুদিন এইখানেই আপনাদের থাক্তে হবে; আশা করি, বিশেষ অস্থ্রবিধা হবে না।

বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিতেই একজন রমণীকে ডাকিয়া রাজারাম কহিল—মোক্ষদা, তুমি শ্রীমতী ক্লফকুমারীর দেখা শোনা করবে। আর ফুলচাদ বাবুর দেখা শোনা করবে তোমার স্থামী তিনকড়ি। তিনকড়ি কোথায় গেলে হে ?

আহ্বানে সাড়া দিয়া যে লোকটা সন্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার দিকে চাহিয়া মণিকা মুহুর্জের জন্ত শিহরিয়া উঠিল; এরূপ কদাকার বীভৎস মহুস্মুর্জি সে জীবনে দেখে নাই। তিনকড়ির একটা চোখ নাই; চোখের পরিবর্জে সেই স্থানে প্রকাণ্ড একটা ভূতৃড়ি, তাহা দিয়া অনরত রস নিঃসরণ হইতেছে; চিবুকের কাছে দগ্দগে একটা কভচিহ্ন তথনো শুষ্ক হ্ম নাই। তাহার প্রতি অকুলি নির্দেশ করিয়া রাজারাম সুলটাদকে শুনাইয়া শুনাইয়া বলিল—তিনকড়ি ভারী শিকারী;

ওর একটা ছ্নলা বন্দুক আছে, তাছাড়া এমন ছ্টো ডালকুতা কুকুর আছে—যারা রাত্রে মামুষ দেখলেই তার ঘাড়ে লাফিয়ে পড়ে। যাক, পরে আরও সকলের পরিচয় পাবেন, এখন বিশ্রাম করুন গে। মোক্ষদা, ঘর ঠিক করে রেখেছো তো ? যাও, এঁকে ঘরে নিয়ে যাও। তিনকড়ি, ছুলটাদ বাবুর ভার ভোমার ওপর।

মোক্ষদা মণিকাকে বিতলের একটি অনতিপ্রশস্ত ঘরে আনিয়া কহিল—এই খানিতে ভূমি থাক্বে বাছা! চা খাও তো বল নিয়ে আসি। রাভ তো পুইয়ে এলো।

খরের এক কোনে একখানা ছোট খাটিয়ার উপর বিছানা পাতা ছিল; মণিকা তাহার উপর দেহ এলাইয়া দিয়া কছিল— টা খেতে ইচ্ছে করছে না; তার চেয়ে বরং তোমার সঙ্গে গল্প করি। তোমরা স্ত্রীপুরুষে এই বাড়ীতে কাজ কর ?

মোকদা সংক্রেপে কহিল-হাা।

একারগাটি তো ভারি নির্জ্জন। তোমরা এখানে থাকো কি ক'রে? আচ্ছা, তোমাদের মনিব কি ওই রাজারাম বাবু? না, অক্ত কোন জ্রীলোক?

উত্তরে মোকদা মুখ ঘুরাইয়া বলিল—দেখ বাছা, গোড়াতেই তোমায় বলি, আমার কাছ থেকে কথা বার করবার চেষ্টা ক'রো না; খাও-দাও থাকো, আমিও ভালো মানুষের মতো আছি; কিন্তু যদি আমার পেট থেকে কথা নেবার চেষ্টা কর, ভাহলে ভাল হবে না।

এই বলিয়া মোক্ষদা ঘর হইতে বাহির হইয়া দরজায় শিকল জুলিয়া শ্বেষ্টান করিল।

# কুছকিশী

সকাল দশটায় সে পুনরায় আসিয়া মণিকাকে স্থান ও আহার করাইয়া স্থার বন্ধ করিয়া চলিয়া গেল।

সানাছার সারিয়া মণিকা নিজের কারাকক্ষের ক্ষুদ্র গবাক্ষটির কাছে গিয়া বাহিরে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিল। সারা আকাশ মেষে সমাচ্চর। অল অল বৃষ্টি পড়িতেছে; চারিদিকে কুয়াসার অবগুঠন। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া মণিকা বিগত ঘটনাগুলি চিছা করিতে লাগিল। সে এক হুর্দ্ধর্ব দস্যাদলের হাতে পড়িয়াছে। দস্যাদলপতি যদি পুরুষ হইত, তাহা হইলে সে তাহার মুক্তির জন্ম নানা পন্থা অবলয়ন করিতে পারিত, কিছ কুহকিনীর কাছে সে সকল পন্থা একেবারেই কোন কাজে আসিবে না। অসামান্ত চতুরা এই কুহকিনী।

গবাক্ষের বাহিরে মুখ বাড়াইয়া মণিকা দেখিল, নীচে অযদ্ববিদ্ধিত বাগান কাঁটাগাছে হুর্গম; কাছেই পরিত্যক্ত রারাবাড়ীর নীচু ছাদ। হঠাৎ একটা বস্তর প্রতি নজর পড়িয়া মণিকা চঞ্চল হইয়া উঠিল। গবাক্ষ হইতে হাত কয়েক দ্বে দেওয়ালের গা বাহিয়া একটা মোটা নল রারাবাড়ীর ছাদ পর্যান্ত নামিয়া গেছে; কোনমতে সেই নলটিকে যদি ধরা যার তাহা হইলে সেই নীচু ছাদের উপর নামা নিতাত্ত শক্ত হইবে না। মণিকা স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া তাহার পলায়নের উপায় চিতা করিতে লাগিল।

ক্রমে বিপ্রহর গড়াইয়া গেল। অপরাক্ত উত্তীর্ণ হইল।
আদর রাজির সলে বর্ণণের বেগও বাড়িয়া উঠিল; সলে সলে
প্রবল বেগে আর্জ বাতাস বহিতে লাগিল। মণিকা মনে মনে
ভগবানকে ধন্তবাদ দিল।

রাজের আহার শেষ করিয়া সে শ্যায় উপবেশন করিল।
তথনও আশেপাশে লোকজনের সাড়া পাওয়া যাইতেছে।
কিছুক্লণ পরে নীচে কয়েকটা দরজা বন্ধ হইল। কে যেন
কাহাকে বলিল—আলো গুলো নিবিয়ে দাও। তিনকড়ির সাড়া
পাওয়া গেল; উপর হইতে নীচে নামিয়া যাইতেছে। কিছুক্লণের
মধ্যেই সারা বাড়ী অথগু জন্ধতার মধ্যে নিমজ্জিত হইল।
মণিকা বারপ্রান্তে আসিয়া উৎকর্ণ হইয়া যথন দেখিল যে বাহিয়ে
আর লোকজনের সাড়াশন্দ নাই তথন সে শ্যায় কাছে আসিয়া
বিছানা হইতে চাদরখানা তুলিয়া তাহাকে বিখণ্ডিত করিল।
ছুইখণ্ডে গিঁট বাঁধিয়া তাহা টানিয়া দেখিল, নিতাত্ত কম শক্ত
নহে; অনায়াসেই তাহার লগুদেহের ভার বহন করিতে পারিবে।

চাদরের একপ্রান্থ থাটের পায়ের সঙ্গে বাঁধিয়া সে থাটথানাকে জানালার কাছে টানিয়া লইয়া গেল এবং নিজের কাপড় আঁটেসাঁট করিয়া পরিয়া সাবধানে জানালা দিয়া পা বাড়াইল। নীচে গাঢ় অন্ধকার, বৃষ্টির বেগ মন্দীভূত হইয়া 'ইল্সে শুঁড়ি' সুফ ইইয়াছে; চারিদিক যেন কুয়াসায় অবনুষ্ঠ।

ছুই একবার হেঁচকা টান দিয়া চাদরের শক্তি পরীক্ষা করিয়া সে ধীরে ধীরে নিজের দেহ ঝুলাইয়া দিল। হাত চারেক নীচে নামিবার পরেই চাদর শেষ হইয়া গেল। মণিকা তথন দেওয়াল-সংলগ্ন নলটা ধরিবার চেষ্টা করিল। প্রথমে তাহার চেষ্টা সফল হইল না; অবশেষে সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করিয়া সে নিজের ক্রেকে ঘড়ির দোলন-মন্ত্রের মতো আন্দোলিত করিতে করিতে

নলটি বহু পুরাতন ; তাহার অঙ্কে মরিচা ধরিয়াছে ; কোণাও ব

বা ভাঙিয়া গিয়া লোহার ফলা উঁচু হইয়া আছে; তাহার উপর হাত ঘষিয়া মণিকার স্থকোমল করতল রক্তাক্ত হইল। কিছ তাহাতে বিচলিত হইবার সময় নাই। সে প্রাণপণে নল চাপিয়া ধরিয়া ধীরে ধীরে রালাবাড়ীর ছাদে অবতরণ করিল। চারিদিক নিরুম আছেল; প্রকৃতি যেন আছে সর্কবিষয়ে তাহার সহায়তা করিতেছে; প্রাচীর বাহিয়া সে নরম মাটির উপর লাফাইয়া পড়িল।

কিন্ত বাগান হইতে বাহির হইবার পথ কোন্ দিকে?

ঘ্রিতে ঘ্রিতে সে তিনকড়ির ঘরের কাছে উপস্থিত হইল; মনে

হইল, প্রবল কঠে কে যেন তিনকড়িকে কি আদেশ করিতেছে।

কাহার কঠন্বর? বোধ হয় রাজারামের। মণিকা চঞ্চলপদে

একটা ঝোপের আড়ালে লুকাইল।

কয়েক সেকেণ্ড পরে কঠন্বর থামিয়া গোলে সে প্নরায় তাছার যাত্রা আরম্ভ করিল। এক স্থানে উপস্থিত হইয়া দেখিল সেখানে প্রাচীর নাই বটে, কিন্তু কাঁটাতারের ঘন বেড়ার জন্তু সে পথ একে-বারেই তুর্গম। সে বেড়ার ধার দিয়া অক্ত দিকে অগ্রসর হইল।.

অক্সাৎ সেই গাঢ় অন্ধকারের বুকে আলেয়ার মতো আলো জলিয়া উঠিল এবং দ্র হইতে একাধিক মাসুষের কণ্ঠস্বর শোনা গেল। মণিকা ভীতবিহ্বল হইয়া দ্বে চলিয়া যাইবার জন্ত জ্ঞন্ত পদে ছুটিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু তাহাতে এক বিপদ বাধিল; কণকাল পূর্কের মতো প্নরায় তাহার পা এক কর্দ্ধমাক্ত গর্জের মধ্যে পড়িয়া মচ্কাইয়া গেল এবং দারুণ যন্ত্রণায় তাহাকে অসহায় করিয়া ফেলিল। কিছুক্ষণের মতো তাহার চলিবার শক্তি লুপ্ত হইল। কোন মতে পা টানিয়া টানিয়া একটা ফণিমনসার ঝোপের আড়ালে আসিয়া মণিকা সেইখানে সেই কর্দ্দমাক্ত মাটির উপরেই বসিয়া পড়িল। পায়ে ভীষণ বেদনা; সর্বাদেহে অপরি-সীম অবসাদ!

বিপরীত দিক হইতে লগুনের আলো ও মান্ত্রের কণ্ঠন্বর ক্রেমশ: তাহার দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তাহারা যেন কিসের অবেষণে ব্যস্ত। নিশ্চয়ই তাহারই থোঁজে আসিতেছে। মণিকা কোপের পাশে জড়সড় হইয়া বসিল।

ক্রমে তাহাদের কণ্ঠন্বর শ্রুতিগোচর হইল। একজন মালী প্রপর্বজন তিনকড়ি। মালী বলিতেছিল—কিন্তু আপনি যে বলছেন মেরেটা পাগল, তাহলে তো বজ্ঞ ভাবনার কথা আছে। এই জাঁধার রেতে কোথায় গিয়ে কি করলে.....পাশের জনিতে একটা পুকুর আছে; যদি তারই মধ্যে.....

তিনকড়ি বলিল—আরে না না না । সেরকম পাগল নয়।
আন মাথার ছিট্ আর কি! তবে, অষ্টপ্রহর দেখাশোনা করতে

। তার মাথায় চুকেছে যে সে একজন মেয়ে-গোয়েন্দা এবং
পৃথিবীশুদ্ধ স্বাই চোর। এমন জোর করে বলবে যে তুমি
যদি তাকে না জানো তাহলে হয়ত বিখাস ক'রেই ফেলবে।

মালী বলিল—আমি জানি। পাগল যারা, তারা এমনি ক্রেই বলে। এদিকটায় আদেন তো, বাবু ?

মালীর তীক্ষ চকুকে মণিকা ফাঁকী দিতে পারিল না; সহচ্ছেই ধরা পড়িয়া গেল। লঠন লইয়া তাহার সমুখে আসিয়া তিনকড়ি বলিল—বাঁচলুম। বেশীদুর বেতে পারে নি তাহলে। আসুন, উঠে আসুন। রাত্রি হয়েছে; বৃষ্টি পড়ছে। বাড়ীর ভিতর আসুন। মালী নিকটে দাঁড়াইয়াছিল; মণিকা হাত বাড়াইয়া ভাহার একথানা হাত ধরিয়া বলিল—আমায় ভোল।

মালী ভয়ে ভয়ে ও সাবধানে তাহাকে দাঁড় করাইল। তিন-কড়ি বলিল—পায়ে লেগেছে বুঝি; লাগবেই তো! এই রাজিতে কি বাগানে ঘোরাফেরা করে? আচ্ছা, মালী ভূই এবার ষা? আমি একে নিয়ে যাচ্ছি।

মণিকা বলিল—মালী! তুমি কি এই বাড়ীতে কাল কর? না; মাঠান। আমি অন্ত বাগানে কাল করি।

তবে তৃমি এদের ভয় করবে কেন ? শীজ থানায় গিয়ে বলগে, এই বাড়ীতে একদল চোর বাস করছে; তারা এখনি সদর থানার তরুণ গুপ্তকে খবর দিক। এখনি বাও; বুঝেছো ?

তিনকড়ি মালীর মুখের দিকে চাহিয়া ঈষৎ হাসিয়া নিয়কঙে বলিল—দেখলে তো; বলেছিলুম ?

মালী মাথা নাড়িয়া বলিল—বুঝেছি! হাঁা, মাঠান **ভাপনি** বাড়ীর ভিতর যান; ভামি এখুনি যাচ্ছি।

হাঁা, যাও। এদের কোন কথা বিশ্বাস কোরো না। এগুনি যাও। আমি তোমায় একশো টাকা দেব।

তিনকড়ি চুপী চুপী মালীকে কছিল—মাধাটা একেবারে বিগ্ডেছে; একশো কেন, এখুনি ভোমায় এক লাখ দিয়ে দেবখ'ন।

মালী হাসিল; তারপর মণিকার দিকে চাহিয়া বলিল—আমি চল্লাম, মাঠান। আপনি বাড়ী যান।

বাড়ীর ভিতর আসিলে কুদ্ধ ব্যাম্বীর মতো পর্জন করিয়া কুছকিনী বলিল—রাতে বুঝি বাগানে হাওয়া থেতে সিছলে; দেখছি, তোমার জন্তে থাঁচা দরকার। তিনকড়ি, একে কোণের সেই অন্ধনার ঘরটায় বন্ধ ক'রে রেখে দাও। আর, এই বালা-জোড়া হাতে পরিয়ে দাও। দেখি, এতে পাখী আবার কেমন ক'রে ওড়ে ?

কুছকিনী অগ্রসর ছইয়া নিজে মণিকার হাত হাতকড়ার ছারা আবদ্ধ করিয়া দিল।

মণিকা কহিল—পায়ের যন্ত্রণায় বড্ড কষ্ট পাচ্ছি, তা নাহলে এই বালা উপহারের জন্মে তোমায় ধন্মবাদ জানাতাম।

#### 22

নির্দ্ধারিত সময়ের কিছু পূর্ব্বেই প্রতাপ সেন বেলিয়াঘাটা ছেশনে উপস্থিত হইল। কণ্ঠে: তাহার একথানি রক্ত-রাঙা ক্রমাল শোভা পাইতেছে; হাতে একটি নাতিকুদ্র স্থটকেশ্; বক্ষে উপচীয়মান উত্তেজনা।

সশব্দে একথানি ট্রেণ আসিয়া থামিল। যাত্রীরা প্ল্যাটফর্ম্ম হইতে বাহির হইয়া যাইতেছে; হঠাৎ তাহার কানের কাছে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল—ব্যারাকপ্র ষ্টেশনে যান। সেথানকার বইএর দোকানে দাঁড়িয়ে কাগজ কিনবেন। এখনি যান।

প্রতাপ চকিতের মধ্যে ঘাড় ফিরাইল, কিন্তু কাছাকেও দেখিতে পাইল না; পাশদিয়া তিন চার জন লোক যাইতেছিল, তাছাদের মধ্যে যে কেহ হইতে পারে। বিহবল চিত্তে সে তরুণের থোঁজে চারিদিকে চাহিল, কিন্তু কোথায় তরুণ ? তাহার শক্ষপন্থিত প্রতাপকে বিচলিত করিল।

পকেটে হাত দিয়া পিশুলের স্পর্শ অমুভব করিয়া মনে কর্থঞিৎ

ভরদা পাইয়া সে ভিন্ন প্ল্যাটফর্ম্মে আদিয়া টিকিট কিনিয়া একটি ব্যারাকপুর-গামী টেণে উঠিল।

সেদিন ব্যারকপুরে ঘোড় দৌড় ছিল। প্রতাপ যে ট্রেণে গন্ধব্যস্থানে উপনীত হইল ট্রেণ হইতে অবতরণ করিয়া সে মন্থর পদে পুস্তকের দোকানের কাছে আসিয়াছে এমন সময় দূর হইতে একজন যুবক তীক্ষদৃষ্টিতে তাহাকে নিরীক্ষণ করিতে করিতে তাহার কাছে আসিয়া প্রশ্ন করিল—আপনই প্রতাপ বাবু ?

হাা; আমারই নাম। এই চিঠিখানা নিন।

পত্রখানা প্রতাপের হাতে গুঁজিয়া দিয়া লোকটা চক্ষের নিমিয়ে অদৃশ্র হইয়া গেল। খামখানা ছিঁড়িয়া ভিতর হইতে পত্র বাহির করিয়া প্রতাপ দেখিল, তাহার উপর এই কয়টি কথা লেখা আছে—বেলঘরিয়া ষ্টেশনে যান।

পত্র পড়িয়া প্রতাপের অনুমান দৃচ হইল; তাহাকে এই ভাবে স্থান হইতে স্থানাস্তরে পাঠাইয়া শক্রপক্ষ তাহার নিঃসঙ্গতা সন্থক্ষে নিশ্চিম্ব হইতে চাহিতেছে। নিশ্চয়ই দলের লোক তাহার উপর নজর রাখিয়াছে এবং দেখিতেছে সে অন্ত লোকের সঙ্গে সংবাদ আদন-প্রদান করে কি না। তক্ষণকে দেখিতে না পাইয়া শঙ্কাকুল ও চিম্বাহিত চিত্তে প্রতাপ টিকিট খরের গবাক্ষের কাছে গিয়া দাঁডেইল।

কোপায় যাবেন ? বেলম্বরিয়া।

हिकिहे विद्कुला कहिन-दिन धाला वाल। धहे निन

টিকিট আর এই···(নিয়কণ্ঠে) আপনার বন্ধু সেখানে আপনার জন্মে অপেক্ষা করবেন। আপনি নিশ্চিম্ব পাকুন।

টিকিট কেরাণীর কথা শুনিয়া প্রতাপ আশ্চর্য্য ও আনন্দিত ছইল। তরুণ তাহা হইলে শেষ পূর্যান্ত যথাবিহিত ভাবে কাজ করিতেছে; কিন্তু কি আশ্চর্য্য, কোথাও তাহার দেখা পাওয়া গেল না, অথচ কেমন করিয়া সে ইতিমধ্যে বেলঘরিয়ায় উপস্থিত ছইল? নিশ্চয়ই সে যাত্ত্বিছ্ঞা জানে!

প্রতাপ ব্যারাকপুরে আসিয়া টিকিট কিনিবার কয়েক মুহুর্ত্ত পূর্ব হইতে টিকিট ঘরের মধ্যে রেলওয়ে কর্মচারীর পোষাক পরা যে লোকটি কেরাণীর পাশেই দাঁড়াইয়াছিল, তাহাকে যদি প্রতাপ চিনিতে পারিত, তাহা হইলে আর এতথানি বিশ্বিত বোধ করিত না। সে লোকটি আর কেহ নয়, তরুণের বন্ধু ইন্স্প্রেক্তর ফটিক সুর। সকাল বেলা তরুণ ও ফটিকের মধ্যে যে পরামর্শ হইয়াছিল তাহারই ফলে সে এখানে আসিয়াছে।

তক্ষণ বুঝিয়াছিল, তস্কর দলের কর্তা বা কর্ত্রা কেছই বেলেঘাটা ষ্টেশনে আসিয়া প্রতাপের সহিত সাক্ষাং করিবে না; অপরপক্ষে নিশ্চয়ই তাহাদের লোক প্রতাপের উপর নজ্জর রাখিবে এবং তরুণকে ষ্টেশনে দেখিতে পাইলেই তাহার উদ্দেশ্য বুঝিতে পারিবে। স্থতরাং, সে স্থির করিল, ষ্টেশনের কাছাকাছি একটা ধানায় সে বসিয়া থাকিবে; ষ্টেশনে যাইবে ফটিক।

সেই পরামর্শমত ফটিক এক রেল কর্মচারীর পোষাক পরিয়া প্রতাপের কাছে কাছে থাকিয়া তাহার গতিবিধি অবগত হইতে লাগিল। ব্যারকপুরের টিকিট কেরাণী ছিল তাহার পরিচিত; ভাহার দ্বারা প্রতাপকে আখাস দিয়া সে তাহার নূতন গভব্যস্থান জানিয়া লইল এবং দেখান ছইতে টেলিফোন যোগে তরুণকে সকল কথা জানাইল।

এদিকে প্রতাপ উত্তেজিত বিহবল অন্তরে প্নরায় ষ্টেশনে আসিয়া নামিল। কুহকিনীর যে সকল চর তাহার উপর নজর রাখিয়াছিল, তাহারা দেখিল ইতিমধ্যে সে কোন লোকের সহিত সাক্ষাৎ করে নাই; তাহারা নিশ্চিস্ত হইল।

ষ্টেশনে নামিয়া সে প্ল্যাটফর্ম্মের বাহিরে আসিয়াছে এমন সময় তাহার একজন সহযাত্রী নিকটে আসিয়া বলিল—আপনাকে এতথানি ঘোরাঘুরী করাতে বাধ্য হলাম ব'লে মার্জ্জনা করবেন, প্রতাপ বাবু। কিন্তু কি জানেন, আমাদের পক্ষে সাবধান হওয়া ছাড়া উপায় ছিল না।

প্রতাপ তাহার পানে তাকাইয়া বলিল—তা বুঝেছি। এখন কোপায় যেতে হবে ?

লোকটা বলিল—বেশী দূর নয়। কাছেই হেঁটে যেতে মিনিট দশেক লাগবে।

উভয়ে প্রামের মধ্যে একটি সঙ্কীর্ণ পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল।
অদুরে মাঠের উপর চাধার দল গরুগুলাকে লইয়া বাড়ীমুখো
হইয়াছে। চারিদিকে মন্থর নির্জ্জনতা। কয়েক হাত দুরে
প্রামের কাঁড়ী। পিছন হইতে একজন পাহারালা তাহার ডিউটি
শেষ করিয়া জুতার শব্দ করিতে করিতে তাহাদের অতিক্রম
করিয়া কাঁড়ীর মধ্যে প্রবেশ করিল।

পাহারালার প্রতি দৃষ্টি পড়িতেই প্রতাপ চমকিয়া উঠিল।

এ যে ভক্কণ! যদিও অতি অন্ন সময়ের জন্মই তাহার উপর
চোৰ পড়িয়াছিল, তথাপি তাহার ভুল হয় নাই।

#### কুছকিনী ৮২

সন্ধী পথ দেখাইয়া চলিল। প্রতাপ মৌনমুখে তাহার অমুগামী হইল। কয়েকটা ছোট ছোট পল্লী পার হইয়া অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন এক প্রান্তরের কাছে আসিয়া লোকটা একটা ক্লব্বোর বাটীর বন্ধ সদর দরজার কাছে আসিয়া মুখের অভুত আওয়াজ করিল। সঙ্গে সঙ্গে বার উন্মুক্ত হইল।

দিনমান হইলেও বাড়ীর ভিতর অত্যন্ত অন্ধকার। চারি-দিককার আলো আসিবার পথগুলি বোধ হয় ক্লব্ধ করিয়া দেওয়া হইয়াছে। ভিতরে প্রবেশ করিতেই দরজা প্নরায় বন্ধ হইয়া গেল। সম্মুখে এক লম্বা কাঠের সিঁড়ি উপরে উঠিয়া গেছে; সঙ্গী বলিল—ওপরে চলুন। সাবধানে উঠ্বেন।

সিঁড়ির উপর পা দিয়া কয়েক মুহুর্ত্তের জক্ত প্রতাপ বুকের মধ্যে একটা ক্ষীণ শিহরণ অফুভব করিল; পরক্ষণেই হাতের ব্যাগটি সবলে বগলে চাপিয়া সে সোপানশ্রেণী অতিক্রম করিয়া নির্ক্তিরে ছিতলের একটি ঘরে প্রবেশ করিল। সঙ্গী রহিল— দরজার মুখে।

ভিতরে জীর্ণ খাটিয়ার উপর বসিয়া একজন মুখোস-পরিহিতারমণী ও এক শুক্তশাশ্রুধারী ব্যক্তি বোধ করি তাহারই অপেকাকরিতেছিল; প্রতাপ ভিতরে চুকিলে রমণী বাহিরের লোকটিকে বলিল—শস্তু! তোমার এখানে থাকবার প্রয়োজন নেই; দরজ্ঞাবন্ধ ক'রে নীচে যাও।

শস্কু দরজা বন্ধ করিতে করিতে বলিল—রাস্তায় কেউ নেই।
সে দরজা বন্ধ করিয়া দিল। রমণী তথন প্রতাপের দিকে
চাহিয়া কহিল—আমরা তেবেছিলাম, আপনি হয়ত শেষ পর্যাস্ত আস্বেন না। প্রতাপ বলিল—কথা যখন দিয়েছি তখন আসবো বৈকি; কিন্তু কৃষ্ণকুমারী কোথায় ?

রমণী উদাসীন কণ্ঠে বলিল—কৃষ্ণকুমারী ? সে আসতে পারে নি। তার জন্মে তাবনা নেই, এখন কাঞ্চের কথা আরম্ভ করা যাক। প্রতাপ গন্তীর তাবে বলিল—তার আগে জানতে চাই, কঞ্চি কি আপনাদের কাছেই আছে ?

আছে বৈকি।

রমণী তাহার কণ্ঠ হইতে মুক্তার মালাটি খুলিয়া হাতের উপর রাখিয়া নাড়া চাড়া করিতে লাগিল। তাহা দেখিয়া প্রতাপ এক পা অগ্রসর হইয়া বলিল—ওটা একবার হাতে নিয়ে দেখতে পারি কি ?

রমণী হাসিয়া বলিল—দেখবেন বৈকি! অত তাড়া কেন ? কিন্তু তার আগে জানতে হবে তো যে টাকাটা আপনি এনেছেন কিনা ?

প্রতাপ বগল ছইতে স্টকেশটি সামনে ধরিয়া বলিল—কার-বার যখন করতে এসেছি তখন জচ্চুরী করবো না! টাকা আছে বৈকি।

পকেট হইতে চাবী বাহির করিয়া ব্যাগের মুখ খুলিতেই শাশ্রুধারী রাজারাম কোতৃছল সংবরণ করিতে না পারিয়া ঘাড় উ চু করিয়া দেখিল, ব্যাগের মধ্যে নোটের আকারের বছ সংখ্যক বাণ্ডিল দাজানো রহিয়াছে। তৃপ্তির নিঃখাদ কেলিয়া বলিল—আর কথা কাটাকাটির দরকার নেই। কাজ শেষ ক'রে ফেলা হোক।

প্রতাপ দৃচকণ্ঠে বলিল—কিন্তু সর্বাত্রে আমি জানতে চাই,

ক্লফ্রুমারী কোথায় ? আর কটি আমার হাতে না এলে এ ব্যাগও আমার হাত ছাড়া হবে না।

নিজের সাহসপূর্ণ নির্ভীক কণ্ঠস্বরে প্রতাপ নিজেই অবাক হইয়া গেল। শত্রুপ্রীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া মনের এতো জোর সে কোথা হইতে কেমন করিয়া লাভ করিল? প্রতি মুহুর্ছে সে আশা করিতেছিল এইবার সদলবলে তরুণ আসিয়া ইহাদের গ্রেপ্তার করিবে। কিন্তু কোথায় তরুণ?

কুহকিনী কছিল—আপনার সাহসের প্রশংসা করি প্রতাপ বাবু; কিন্তু ভূলে যাবেন না, আপনি এখন সম্পূর্ণ আমার হাতের মধ্যে। ইচ্ছা করলে, ব্যাগটা আমরা অনারাসেই আপনার কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারি।

সে জন্মেও আমি প্রস্তুত আছি।

চক্ষের নিমেযে পকেট হইতে পিন্তল বাহির করিয়া প্রতাপ সগর্জনে হাঁকিল—থবরদার; নড়াচড়া করলেই গুলী করব। হাত তুলুন, হুজনেই।

প্রতাপের এই আকস্মিক আচরণের জ্বন্থ তাহারা প্রস্তুত ছিল না; উভয়ে বিব্রতভাবে যন্ত্রচালিতের মতো হাত উঠাইল। প্রতাপ কহিল—কটি দেবেন কি না ?

উত্তরে রমণী তৃ।হার হাত হইতে কণ্টিটি তাহার দিকে ছুড়িয়া দিয়া বিরক্ত ভাবে কহিল—এই নিন। এইবার পিল্পলটা পকেটে রাখুন।

প্রতাপ বারেক কটিটির প্রতি দৃষ্টিপাত করিল; তারপর ব্যাপটি পায়ের কাছে ফেলিয়া পা দিয়া তাহা কুছকিনীর দিকে ঠেলিয়া দিল। তারপর নীচু হইয়া অলঙ্কারটি কুড়াইয়া লইল। কেমন করে যে কটি বদল হ'ল তা আমি কিছুতেই বুঝতে পারছি না। আমার মাধা আগুন হ'য়ে উঠেছে। যাক; তুমি এক কাজ কর, তুমি এই লোকটার পোষাক প'রে নাও; সাবধানের মার নেই। আমার সন্দেহ হচ্ছে, হয়ত পুলিস এর পিছনে আছে।

প্রতাপের অঙ্গে ইংরেজী পোষাক ছিল; রাজারাম তাহা
খুলিয়া নিজের দেহে চড়াইল এবং সেই অবসরে কুহকিনীও
নিজের বেশ পরিবর্ত্তন করিয়া লইল। উভয়ে যখন পথে বাহির
হইল, তখন সাধারণ লোকের সাধ্য নাই তাহাদের চিনিতে পারে
শস্তু তাহাদের পিছু পিছু চলিল।

অদুরে মোড়ের মাথায় এক মুনীর দোকানের সমুখে দাঁড়াইয়া একজন চৌকিদার দোকানের মালিকের সহিত আলাপ করিতে-ছিল; মান্থবের সাড়া পাইয়া অপাঙ্গে তাহাদের নিরীক্ষণ করিয়া সে চঞ্চল হইয়া উঠিল। কুহকিনীর সহিত প্রতাপ আবার কোথায় চলিয়াছে? সে রাজারামকে চিনিতে পারিল না।

মেপায় যাক, তরুণ তাহাদের অমুসরণ করিবে। পুলিস
লইয়া ফটিক এখনি এখানে আসিবে এবং এই মুদীর দোকানে
তাহার সহিত সাক্ষাৎ করিবে। কিন্তু ফটিকের জন্ত অপেক্ষা
করিবার সময় নাই। তাড়াতাড়ি নোটবইএর পাতা ছিঁড়িয়া
তাহাতে ফটিককে এখানে আসিয়াই কুহকিনীর আড্ডা আক্রমণ
করিতে অমুরোধ করিয়া চিঠিখানি মুদীর হাতে দিয়া সে ক্রত
চলিয়া যাইল। মুদীকে তরুণ হাত করিয়া লইয়াছিল্। সে
ক্রানাইল ইনস্পেক্টার আসিলেই এই পত্র পাইবে।

দূরে দূরে থাকিয়া তরুণ তিনজনকৈ অমুসরণ করিতে লাগিল;
ক্রমশ: কাঁড়ী পার হইয়া তাহারা ষ্টেশনে আসিয়া পৌছিল।

প্রতাপকে তাহারা আবার কোপায় লইয়া চলিল ? তরুণ বিশ্বয়াপর হইল। রমণী ও শস্তু একপাশে দাঁড় করাইয়া প্রতাপ টিকিট কিনিতে গেল। টেণের শব্দ হইতেছে। প্ল্যাট-ফর্ম্মের উপর হুই চারিজন যাত্রীর কোলাহল জাগিয়া উঠিল। প্রতাপ টিকিট হাতে বাহির হইয়া আসিল। তরুণ দূর হইতে তাহার মুখ দেখিয়া সহসা যেন বজ্ঞাহত হইল, .....এ তো প্রতাপ নহে! প্রতাপের পোষাক পরিয়া এ যে রাজারাম! প্রতাপ কোপায় গেল ?

কিন্তু তথন আর প্রতাপের জন্ম ফিরিয়া যাইবার উপায় ছিল না। কুহকিনী ও রাজারাম কলিকাতাগামী ট্রেণের প্রথম শ্রেণীর কামরায় উঠিল। তরুণও উদ্ভাস্ত বিহবল অস্তরে একথানি তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আরোহণ করিল। কুহকিনীর অমুচর ট্রেণে উঠিল না।

টেণ দশ্দমায় আসিতেই, কুছকিনী ও রাজারাম নামিয়া পড়িল। তরুণও সঙ্গে সঙ্গে প্লাটফর্ম্মে অবতরণ করিয়া অন্ত একটি রেলওয়ে পুলিশের সহিত আলাপ জুড়িয়া দিল। টেণ চলিয়া গেল; কিন্তু তাহারা তাহাতে আরোহণ করিল না। বিশ্বয়ান্বিত অন্তরে তরুণ ভাবিল, ইহাদের উদ্দেশ্য কি ? কাণ্ড-কারথানা তো সে কিছুই বুঝিতে পারিতেছে না।

কিরংকাল পরে অন্ত লাইনে একথানি ট্রেণ যাত্রার আয়োজন করিয়া ঘণ্টাধ্বনি করিতেই রাজারাম ও কুহকিনী দ্বরিতপদে তাহার একটি যাত্রীশৃত্ত কামরায় উঠিল; ট্রেণ বাঁণী দিয়া গতিশীল হইল। তাহাদের এই আক্ষিক আচরণের জন্ত তক্কণ প্রস্তুত ছিল না। সে প্রথম কয়েক মুহুর্ত্ত কিংকর্ত্তবাবিষ্ট্রভাবে দাঁড়াইয়া ধাকিয়া সেই চলম্ব টেণের দিকে ধাবিত হইল; তথন আর টিকিট ক্রয় করিবার সময় ছিল না। কোথাকার টিকিটই বা কিনিবে? এ গাড়ী যে কোথায় যাইতেছে তাহাই সে জানিত না!

কোন রকমে প্ল্যাটফর্ম্মের শেষে উপস্থিত হইরা সে এক লাফে গার্ডের কামরায় উঠিয়া পড়িল। কুহকিনী ও রাজারাম তাহাকে দেখিতে পাইল না।

অকমাৎ একজন পুলিস কর্মচারীকে দেখিয়া গার্ড বিশ্বিত কঠে কছিল—ব্যাপার কি ? আমার গাডীতে...

তরুণ কহিল—গোল করবেন না। ব্যাপার গুরুতর। গার্ড বলিল—চোর ? চোর নয়, বন্ধ—ডাকাত।

ডাকাত! বল কি!

তরুণের কথাবার্তা শুনিয়া বৃদ্ধিনান গার্ড বৃঝিল যে, সে একজন সাধারণ কনষ্টেবল নয়; কছিল—আপনি কি সি. আই. ডি ?

তক্ষণ হাসিয়া কহিল—হাঁা, বিনা মাইনের। কিন্তু সে কথা যাক, আমার একটি উপকার করতে হবে বন্ধু ?

কি উপকার বলুন ?

আমাকে একটা রেল কর্ম্মচারী বা টিকিট চেকারের পোষাক দিতে হবে।

গার্ড কহিল—এ আর শক্ত কথা কি ? ট্রেণ থামুক।
কিছুক্ষণ পরে ট্রেণ একটা ষ্টেশনে থামিতে গার্ড নামিয়া গিয়া
ষ্টেশনের ঘর ছইতে একটা টিকিট কলেক্টরের পোষাক লইয়া

আসিল। তরুণ হাসিয়া বলিল—একেবারে আপনার সহকর্মী করে নিলেন দেখছি। এতেই হবে।

পোষাক বদ্লাইয়া সে কহিল—এইবার একবার কামরাগুলো ঘুরে আসা যেতে পারে। কি বলেন ?

ঘাড় নাড়িয়া গার্ড কহিল—একটা অমুরোধ আছে, ইনুস্পেক্টার !

কি অনুরোধ ?

খবরের কাগজে যখন খবরটা উঠ্বে তখন যেন আমার কথাটাও থাকে।

নিশ্চয়ই। সব প্রথমেই আপনার কথা ও আপনার ছবি পাক্বে।

তরুণ প্ল্যাটফর্মে আসিয়া অক্স একটি কামরায় উঠিল। ট্রেণ চলিতে লাগিল।

এক কাম্রা হইতে অক্ত কামরা—এইভাবে ধীরে ধীরে তরুণ অবশেষে কুছকিনী যে কামরায় ছিল তাহার সংলগ্ন একটী দ্বিতীয় শ্রেণীর শৃক্ত কামরায় প্রবেশ করিল।

গাড়ীতে বসিয়া কুছকিনীর কুদ্ধ গর্জন তরুণ শুনিতে পাইল—এমন জানলে লোকটাকে একেবারে শেষ ক'রে আসতাম! কেবল কতকগুলি কাগজের টুক্রো। এমন ঠকান্ জীবনে কখনও ঠকিনি।

রাজারাম শান্তকঠে বলিল—এই রকম যে ঘট্বে তা আমি আগেই জানতাম!

দুপ কর ! তুমি তো সবই জানো ! অপদার্থ কোথাকার ! দিতে পারো এখনি আমায় পাঁচ হাজার টাকা ; তাহলে বুঝতে পারি ! রাঞ্চারাম নীরব হইল। কুহকিনী বলিতে লাগিল—টাকা চাই; তা না পেলে কোন কাজই হবে না। রেঙ্গুন পৌছতে পারলে, তবে বুঝবো, কতকটা নিরাপদ হলাম।

রাজারাম বলিল—কিন্তু তার জ্বন্তে পাঁচ হাজার চাই কেন ? রেঙ্গুনের ভাড়া তো·····

শুধু ভাড়া ? এখানকার লোকজনদের দিয়ে যেতে হবে না। তোমার মতো যদি নিজের দলের সঙ্গে বেইমানী করি তাহলে ফিরে এসে আর কোন কাজ করতে হবে না।

টেণের গতি মলীভূত হইল। বোধ হয় কোন ষ্টেশন নিকটবর্জী ! কুহকিনী উঠিয়া বলিল—এসে পড়ল !

দূরে ষ্টেশনের কেবিন দেখা যাইতেছে। তাহার উপর বড় বড় হরফে লেখা—বনগাঁ।

গাড়ী ধীরে ধীরে প্লাটফর্ম্মে আসিয়া থামিল। তরুণ আশা করিয়াছিল—গাড়ী থামিলে কুহকিনীর আলোচনা ভাল করিয়াই শুনিবে। কিন্তু প্রেসনের স্পেণ্ডারদের পান সিগারেট বীড়ীর তীত্র চীৎকারে প্রেশন মুখরিত হইল। মাত্র ছই মিনিট—তরুণ আর কোন আলোচনা শুনিতে না পাইয়া তাড়াতাড়ি জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিল কুহকিনী ও রাজারাম টিকিট দিয়া প্রেসনের বাহিরে চলিয়া গেল। আর ক্ষণকালও বিলম্ব না করিয়া তরুণ এক লাফে গাড়ী হইতে লাফাইয়া দৌড়িতে আরম্ভ করিল। কিন্তু সে আসিবার পূর্ব্বেই কুহকিনী রাজারামকে লইয়া একখানি মোটরে করিয়া চলিয়া গেল।

এদিকে বন্দিনী মণিকা কুছকিনী ও রাজারামের অমুপস্থিতির সুবিধা লইয়া মোক্ষদাকে বশ করিয়া ফেলিয়াছিল। প্রথম প্রথম তাহার উপর বিরূপ থাকিলেও ক্রমশঃ মোক্ষদা এই সুন্দরী ও মিষ্টভাষিণী মেয়েটির প্রতি আক্রষ্ট হইয়া পড়ে এবং তাহার মিষ্ট কথায় আপ্যায়িত হইয়া একে একে তাহার দিরানন্দ ও সদা শক্ষাতৃর জীবনের সকল কথা প্রকাশ করিয়া ফেলে।

তাহার কাহিনী হইতে মণিকা জানিল, মোকদার স্বামী তিনকড়ি কলিকাতায় অবস্থান কালে অতান্ত কুসংসর্গে মিশিয়া এবং জুয়া খেলিত। এমনি এক জুয়ার আড্ডায় একদিন এক ভয়ানক ব্যাপার সংঘটিত হয়—তিনকড়ির এক বন্ধু একজনকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। গোলমালের মধ্যে আসল লোকটাকে কেছ দেখিতে পায় নাই—সকলেই তিনকডিকে হত্যাকারী বলিয়া সনাক্ত করে। তথন তিনকড়ি প্রাণভয়ে ভীত হইয়া রেকুন পালাইয়া যায় এবং সেইখানে কুহকিনীর সংস্পর্ণে আসে। কুহকিনী তাহার কাহিনী জানিত, সে তিনকড়িকে পুলিসের হাত হইতে চির্দিন রকা করিবার আখাদ দিয়া তাহাকে বাঙ্গালা দেশে লইয়া আসে এবং এই বাড়ীতে তাহার ও মোক্ষদার বসবাসের ব্যবস্থা করিয়া দেয়। মাঝে মাঝে কুছকিনী তাছার অমুচরদের লইয়া এইখানে আসিয়া কথনো বা হু'একদিন আবার कथरना वा इ' এक मधीर वाम करता । स य कान इक् खिललात নায়িকা তাহাতে মোক্ষদার সংশয় ছিল না; কিন্তু তিনকড়ির জন্তু মোকদা ছিল নিরুপায়। যোকদার দেশ নদীয়ার এক গ্রামে:

সেখানে গিয়া সে যদি তিনকড়িকে দইয়া থাকিতে পায় তাহা হইলে সে আজই এই নরক পরিত্যাগ করে। কিন্তু সেখানে বাস করিতে গেলে অর্থের প্রয়োজন; বাড়ীঘর মেরামত অভাবে পড়িয়া গেছে; সংস্কার না করিলে তাহা বাসোপযোগী হইবে না।

মণিকা তাহাকে বলিল যে, সে মুক্তি পাইলেই মোক্ষদার গৃহ সংস্কার করিয়া দিবে এবং যাহাতে তিনকড়িকে পুলিসে গ্রেপ্তার না করে তাহার ব্যবস্থা করিবে। পুলিসের সহিত তাহার বিশেষ জানাশোনা আছে।

তাহার আশ্বাদে মোক্ষদা বিগলিত হইয়া মণিকার হাতের হাতকড়া খুলিয়া দিল এবং জানাইল যে তিনকড়িকে বলিয়া শীঘ্রই তাহার পলায়নের ব্যবস্থা করিয়া দিবে।

সেদিন রাত্রে মণিকার অন্ধকার কারাকক্ষে বসিয়া সেই পলায়ন সংক্রান্ত কথা হইতেছে এমন সময় বাহিরে কণ্ঠস্বর শোনা গেল—মোক্ষদা, মোক্ষদা!

মোক্ষদা চুপি চুপি কহিল—কুহকিনী এলেন! তুমি চুপচাপ বসে থাকো। যেন এখন পালাবার চেষ্টা কোরো না; তাহলে মারা পড়বে।

কর্ত্রীর আহ্বানে সাড়া দিয়া মোকদা বাহির হইয়া গেল।
যাইবার সময় সে দরজার তালায় চাবী বন্ধ করিয়া গেল না।
মণিকা তাহা দেখিতে পাইল এবং দেখিয়া বিশেষ উৎকুল্ল হইল।
বাহিরে কুহকিনীর কণ্ঠস্বর শোনা গেল—শীঘ্র আমার লানের
যোগাড় কর মোক্ষদা; আমি কলঘরে যাচ্ছি।

কলঘরটি ছিল বাড়ীর এক কোণে অবস্থিত। মণিকা তাহা জানিত। তাই যথন কুছকিনীর ক্ষিপ্র পদশক্ষ মিলাইয়া গেল তথন সে পা টিপিয়া টিপিয়া তাহার ঘর হইতে বাহির হইয়া উপরে উঠিতে লাগিল।

কুছকিনী কলিকাতায় গিয়াছিল। কেন গিয়াছিল তাহা সে জানে না বটে, তবে তাহার সন্দেহ হইয়াছিল হয়ত তাহার নাম জাল করিয়া তাহারা প্রতাপের সহিত চিঠিপত্র চালাইয়াছে এবং হয়ত সেই উদ্দেশ্যেই তাহারা কলিকাতায় গিয়াছিল। যাই হোক, ইত্যবসরে কুছকিনীর ঘরটি সে একবার পর্যবেক্ষণ করিবে; যদি কোন তথ্য পাওয়া যায় তাহা হইলে তাহা সে কাজে লাগাইবে। মনের মধ্যে অদম্য সাহস সঞ্চয় করিয়া সে নম্রপদে কুছকিনীর ঘরে প্রবেশ করিল। স্নান সমাপন করিতে কুছকিনীর বছক্ষণ সময় লাগিত, তাহা মণিকা ইতিমধ্যে জানিয়া লইয়াছে।

ঘরের মধ্যে নীল কাচ-মণ্ডিত একটি চিম্নী জ্বলিতেছে!
তাহার অফুজ্ঞ্বল আলোয় তাল করিয়া কিছুই দেখা যায় না।
কম্পিত বক্ষে মণিকা টেবিলের ধারে গিয়া দাঁড়াইল। তাহার
উপর কিছুই নাই। টেবিলের একটি দেরাজে চাবী লাগানো
রহিয়াছে। মণিকা চাবী ঘুরাইয়া দেরাজ খুলিল।

দেরাজ উন্মৃক্ত হইবার সঙ্গে সঙ্গে তাহার ছৎপিগু যেন লাফাইয়া উঠিল। ভিতরে একটি মৃক্তার কণ্টি! সে চকিতের মধ্যে কন্তিটি তুলিয়া দেরাজ বন্ধ করিয়া দিল।

ঠিক সেই মুহুর্তে বারের কাছে শব্দ হইল—খুট্! অত্যন্ত মৃদ্ধ শব্দ, কিন্তু তাহা মণিকার কাণ এড়ায় নাই। এক্ত বিশয়ে মুখ ফিরাইয়া সে দেখিল, কে যেন বাহির হইতে অতি সাবধানে বীরে ধীরে দরজা খুলিতেছে। মণিকা এদিক ওদিক চাহিয়া

ঘরের এক কোণে অবস্থিত একটি আলমারির পিছনে আস্বগোপন করিল। যুগপৎ ভয়ে ও উত্তেজনায় তাহার সর্কারীর ঘর্মাপ্লুত হইল।

ক্রমে শ্বার থূলিয়া গেল এবং এক ব্যক্তি ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহাকে দেখিয়া মণিকার ভয় অপরিসীম কৌতূহলে পর্য্যবসিত হইল—তিনকড়ি এভাবে চোরের মতো কুহকিনীর ঘরে প্রবেশ করিতেছে কেন ?

নিঃশাস রুদ্ধ করিয়া সে তিনকড়ির গতিবিধি লক্ষ্য করিতে লাগিল। তিনকড়ি পা টিপিয়া টিপিয়া ঘরের এক প্রান্তে গিয়া দেওয়ালের এক স্থানে হাত দিয়া কী যেন অনুভব করিতে লাগিল। মণিকার বোধ হইল, সে যেন দেওয়াল-সংলগ্ন কোন শুপ্ত দার বা গহরর উদ্বাটন করিবার চেষ্টা করিতেছে।

এমন সময় অসাবধানে হাত নাড়িতে গিয়া মণিকার কছই আলমারির গায়ে ঠুকিয়া গেল এবং তাহার হাতের চুড়ী ঠুন ঠুন শক্ষ করিয়া উঠিল।

সেই শব্দ শুনিবামাত্র তিনকড়ি ভরে চমকিয়া চারিদিক চাহিল, কিন্তু ভাগ্যক্রমে মণিকাকে দেখিতে পাইল না। সে তথন পা টিপিয়া টিপিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল।

তিনকড়ি প্রস্থান করিলে মণিকা অসংবরণীয় কৌতুহলে পূর্ণ হইয়া ধীরে ধীরে দেওয়ালের কাছে গিয়া তাহার উপর হাত বুলাইয়া দেখিতে লাগিল, কোন গুপ্ত-দ্বার পাওয়া যায় কি না। প্রথমে তাহার চেষ্টা সফল হইল না, কিছু সে বেশ বুঝিতে পারিল এই স্থানের দেওয়াল কার্চ নির্মিত এবং তাহার ভিতর কাঁপা। সে অধিকতর নিবিষ্ট মনে স্থানটি পরীকা করিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে একটি স্থানের উচ্চতা লক্ষ্য করিয়া সে সজোরে সেই স্থানটি চাপিয়া ধরিল; এইবার তাহার চেষ্টা ফলপ্রাস্থ হইল; যাহার উপর সে চাপ দিয়াছিল তাহা একটি গুপ্ত প্রিং। চাপ পড়িতেই ভিতরে মৃত্ব শব্দ হইল এবং সেই স্থানের দেওয়ালের কিয়দংশ বাহির হইয়া আসিল।

মণিকা দেখিল, তাহার সমুখে উন্মুক্ত হইয়াছে একটি গুণ্ড দেরাজ। দেরাজের ভিতর কি আছে তাহা নির্ণয় করিবার জন্ত দে হেঁট হইয়া যাহা দেখিল, তাহাতে বিশ্বয়ের আতিশয্যে তাহার মাথা ঘ্রিয়া গেল। যে কণ্টি তাহার হাতে, ঠিক তাহারই অমুদ্ধপ আর একটি অলক্ষার দেরাজের ভিতর রহিয়াছে।

কম্পিত হস্তে ছুইটি অলস্কার চোথের কাছে ধরিয়া কিছুক্ষণ পর্যাবেক্ষণ করিতেই কোনটি আসল এবং কোনটি নকল তাহা সে নির্দ্ধারণ করিতে সক্ষম হুইল এবং নকল কণ্ডিটি দেরাজে রাখিয়া আসলটি আঁচলে বাঁধিল।

দেরাজ বন্ধ করিয়। লঘুপদক্ষেপে কুছকিনীর ঘর ছইতে বাছির ছইয়া মণিকা নির্ক্তিরে নিজের কারাকক্ষে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। এই অসামান্ত চৌর্যার্ত্তির সাফল্যের উল্লাসে তাহার দেহমন উচ্ছুসিত ছইয়া উঠিয়াছে; আনন্দে উচ্চকণ্ঠে তাহার গান গাহিতে ইচ্ছা করিতেছে; সারা দেহে তাহার বিপুল হর্ষের আবেগ।

খরের কোণে রক্ষিত কতকগুলা তিষির বস্তার নীচে ক্ষিটি রাখিয়া মণিকা তাহার ছির শয়ার উপর বসিয়া পরমানন্দে হাতকড়া ছুইটি হাতে লাগাইয়া আসর ঝড়ের অপেক্ষা করিতে লাগিল। হাতের কাছে পাইয়াও রাজারাম ও কুহকিনীকে ধরিতে না পারিয়া আহত তরুণ ব্যর্থ ক্ষোতে অভিভূত হইল। মোটরে আরোহণ করিয়া তাহারা পলায়ন করিয়াছে। এ অঞ্চলে মোটর গাড়ী বেশী লোকের নাই। স্থতরাং ঐ মোটর গাড়ীর সাহায্যেই তাহাদের খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে। কিন্তু তাহার পূর্দ্ধে সদর থানায় টেলিগ্রাম করিয়া প্রতাপের বিষয় অবগত হওয়া প্রয়োজন।

তরুণ তখন ফাঁড়ীর প্রধান সাবইন্ম্পেক্টারের সাহায্যে সেই স্থানের একথানি মান্চিত্র সংগ্রহ করিয়া তাহা অধ্যয়ন করিছে লাগিল। এখানকার জমিদারের বাড়ী কোথায় ? জমিদারের মোটর আছে কিনা: এ গ্রামে বা ইহার আশেপাশে অন্ত কোন মোটরকারওয়ালা বড়লোক বাস করে কিনা—ইত্যাকার প্রশ্নের ্উত্তরে তরুণ জানিল, এখানকার জমিদারের মোটর আছে বটে, কিছ তিনি মাস্থানেক হইল হাওয়া বদল করিতে রাঁচি গিয়াছেন এবং মোটরগাড়ী তাঁহার দঙ্গে গিয়াছে। একজন জমাদার মানচিত্তের একস্থানে আঙ্গুল স্থাপন করিয়া জানাইল যে সেই গাঁয়ের নাম দেবীপুর; সেই গ্রামে একটি প্রকাণ্ড অট্টালিকায় এক ধনী পরিবার বাস করে: বাডীখানিকে প্রথম দর্শনে পাধরের তৈয়ারী বলিয়া মনে হয়, তাই লোকে তাহাকে "পাপর-কুঠী" বলে। এই পাধর-কুঠীতে পূর্ব্বে এক জমিদার বাস করিতেন, **अक्र**रंग मिथारन थारक अक त्रमें। हेनिछ थून धनी-- श्रृक्तरकत কোন এক রাজপরিবারের কন্তা; মহারাণী রত্নময়ী নামে তিনি এখানে পরিচিতা। রত্নময়ী পাধর-কুঠাতে বৎসরের অল্লদিনই

পাকেন। বাড়ীটি এক সরকারের হেফাজ্বতে আছে। রত্নময়ী এখন এখানে নাই।

রত্বময়ী প্রামে নাই থাক, তাঁহার পরিচয় শুনিয়া তরুণ তাঁহার সরকারের সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্ম ব্যগ্র হইল। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে দেবীপুরের ফাঁড়ীতে যাইতে ইইবে। সে জমাদারকে সেই মর্শ্বে অনুরোধ করিল।

উত্তরে জমাদার জানাইল, সে ফাঁড়ী এখান হইতে ক্রোশ ছুই
দূরে অবস্থিত; হাঁটিয়া যাওয়া বিশেষ কষ্টকর। সে ইহাও
জানাইল যে, এখানকার ষ্টেশন মাষ্টারের একথানি ফোর্ড গাড়ী
আছে; সেই গাড়ীখানি যদি তরুণ সংগ্রহ করিতে পারে, তাহা
ছইলে খুব স্থবিধা হয়।

প্রস্তাবটি তক্সণের মন্দ লাগিল না। একথানি মোটর থাকিলে কাজের যে অনেক স্থবিধা হইবে তাহাতে আর সন্দেহ কি ? সে সাব-ইন্স্পেক্টারকে সঙ্গে লইয়া ষ্টেশন মাষ্টারের সহিত দেখা করিল। ষ্টেশন মাষ্টার লোকটি ভাল; প্রয়োজনের কারণ শুনিয়া তৎক্ষণাৎ সোফারকে ডাকিয়া গাড়ী বাহির করাইলেন; তক্ষণ জানাইল, সোফারের প্রয়োজন নাই; সে নিজেই গাড়ী চালাইবে।

ত্তিশন মান্তারের অন্থরোধ এড়াইতে না পারিয়া তাঁহার আতিথ্য স্বীকার করিয়া তরুণ যথন মুখ হাত ধুইয়া শুরু জল-যোগান্তে দেবীপুর যাইবার জন্ম প্রস্তুত হইল, তথন সন্ধ্যা সমাগত। জমাদারকে পাশে বসাইয়া সে নিজে উঠিবার উল্মোগ করিতেছে এমন সময় সোরগোল করিতে করিতে একজন সার্জ্জেন্ট সঙ্গে ইন্স্পেক্টার ফটিক সুর আসিয়া হাজির হইল। তাহাকে দেখিয়া তরুণ সবিশেষ আনন্দিত হইল এবং গুনিল যে প্রতাপকে বেলঘরিয়ার বাড়ী হইতে পাওয়া গিয়াছে; সে এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়া উঠিয়াছে। তরুণ, ফটিক ও সার্জ্জেন্টকে লইয়া দেবীপুর পানা অভিমুখে মোটর চালাইল।

ধানায় পৌছিবার পর, যে কনষ্টেবলটি রাণী রত্নময়ীর বাড়ীর রাস্তায় রাত্রে পাহারা দেয়, তাহাকে ডাকিয়া পাঠানো হইল। কনষ্টেবল আসিয়া কলিকাতার উচ্চপদস্থ প্লিশ কর্মচারী-দিগকে আভূমি প্রণত কুর্ণিশ করিয়া জানাইল, সে আজ দশ বছর যাবৎ এই অঞ্চলে আছে, কিন্তু এতদিনের মধ্যে কথনো সে মহারাণীর বাড়ীতে সন্দেহজনক কোন কিছু ঘটনা ঘটিতে দেখে নাই। সে-বাড়ীতে যাহারা বাস করে তাহারা অতিশয় সং লোক; সন্দেহের কিছুই নাই।

তরুণ হতাশ হইল। অনর্গল বকিতে বকিতে কনষ্টেবল বলিল—কয়েকদিন হ'ল ওই বাড়ীতে এক পাগ্লী মেয়ে এসেছে; অসুথে অসুথে তার মাথা নাকি একদম খারাপ হ'য়ে গেছে। আমি তাকে দেখিনি; তাকে দেখেছে, নন্দন-বাগানের মালী।

তরুণ চকিত-কঠে প্রশ্ন করিল—মাপা থারাপ মেয়ে! কি রকম দেখতে ? কত বয়েস ?

কনষ্টেবল মাথা নাড়িয়া বলিল—স্থামি তো বলতে পারবো না, মালী জানে।

কোপায় ভোমার মালী ? তাকে নিয়ে এসো।

কনষ্টেবল বাহির হইয়া গেল। যেটুকু সংবাদ সে ইতিমধ্যে পাইয়াছিল, তাহাতেই তরুণের উত্তেজনার অবধি ছিল না। কে এই রাণী রক্ষময়ী ? উন্মাদ রোগগ্রস্ত এই মেয়েই বা কে ? কুহকিনী নামণিকা ?

নিস্তন্ধতা ভঙ্গ করিয়া ফটিক কহিল—কি ভাবছ হে ? তঙ্গণ চমকিয়া কহিল—যুঁগা, কি বলছ ?

ফটিক বলিল—মালীটির কথা শুনে আমরা যা অনুমান করছি তা যদি সত্য হয়, তাহলে আজ রাত্রেই রত্নময়ীর বাড়ী হানা দেবে নাকি ?

তক্ষণ সংক্ষেপে বলিল—নিশ্চয়। মণিকাকে উদ্ধার করা চাই—যেমন ক'রে হোক্।

ষ্টেশন ছইতে এখানে আসিবার সময় তরুণ ফোনে ফটিকের কাছে বিগত ঘটনা বিরুত করিয়াছিল।

আরও কিছুক্ষণ অতিবাহিত হইবার পর পূর্ব্বোক্ত কনষ্টেবল এক ধর্বাক্বতি উন্থান-পালককে তাহাদের সন্মুখে আনিয়া সেলাম করিয়া বলিল—এরই কাছ থেকে শুনেছিলুম, হুজুর।

তাহার দেখাদেখি মালীও মাথা নোয়াইয়া সেলাম করিল।

তাহাকে কয়েকটা প্রশ্ন করিয়াই তরুণ বুঝিতে পারিল, মালী যে মেয়েটির কথা বলিতেছে খুব সম্ভব সে মণিকা। লোকটার দিকে তীক্ষ দৃষ্টি নিকেপ করিয়া সে বলিল—খবরুদার! যেন মিথ্যে কথা ব'লো না। মেয়েটির নাম শুনেছো?

মালী ভয়ে ভয়ে বলিল—আজে, নাম তো গুনিনি।

তরুণ কিছুক্ষণ চিস্তা করিয়া বলিল—মেয়েটা কি অনবরত পাগলের মত বক্ছিল, না চুপচাপ ছিল ?

মালী বলিল-একেবারে যে চুপচাপ ছিল, তাও নয়; আবার

খুব যে বক্ছিল, তাও নয়। তার ধারণা, একদল ডাকাত তাকে ধরে এনেছে, তাই সে আমায় পুলিশে খবর দিতে বলছিল। বলছিল, আমায় একশো টাকা, ছাজার টাকা দেবে। মাধাটা একেবারেই বিগড়েছে।

আরও ছই চারিটা কথার পর তরুণ মালীকে বিদায় দিয়া কনষ্টেবলকে বলিন—তুমি মহারাণীর বাড়ী চেন ত ? বেশ, তুমি চল আমাদের সঙ্গে। সার্জ্ঞেণ, তুমি এইখানেই পাকো, যদি দরকার হয় তোমায় ডেকে পাঠাবো বা যা করতে হবে সেই সঙ্গে খবর পাঠাবো। এসো ফটিক।

ফটिक विन-गां । तित्व ना ?

না। তাতে লোকজনের মনোযোগ আকর্ষণ করা হবে। আমরা হেঁটেই যাব। কতথানি পথ, কনষ্টেবল ?

কনষ্টেবল জানাইল, পথ অতি সামান্তই; আধ ক্রোশটাক হবে। তিনজনে নীরবে ও চিস্তাবিত অন্তরে পলীগ্রামের সেই জনহীন ঝিলীমুখরিত পথ ধরিয়া অগ্রসর হইল।

থানা হইতে গস্তব্যস্থানের দ্রত্ব অর্ধক্রোশেরও কম। মিনিট দশেক পথ চলিবার পরেই কনষ্টেবল বলিল—হজুর ! ওই যে দ্রে চিলকোঠাওলা বাড়ীটা দেখা যাচেছ, ওই বাড়ী।

কনষ্টেবং লার দৃষ্টি অনুসরণ করিয়া উভয়ে দেখিল, এক নাতিকুদ্র প্রাস্তরের শেষে অন্ধকারে শুক প্রহরীর মতো এক বিশাল অট্টালিকা মাথা উচ্চু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

किंक विनन- उरे वाज़ी ?

আজে হাঁ।। এই যে ধান জমি, আর এর পিছনে বাগান, এসব ওই বাড়ীরই অন্তর্গত। তরুণ বলিল—সামনের গেট্ দিয়ে যাব না; পিছন্দু দিক দিয়ে যাবার কোন রাস্তা আছে কনষ্টবল প

কনষ্টেবল কহিল—রাস্তা নেই; তবে এই মাঠের ওপর দিয়ে যাওয়া যায়।

তৰুণ বলিল—তাই চলো।

কনষ্টেবলের পিছনে পিছনে মাঠের উপর দিয়া জল কাদা হইতে আত্মরক্ষা করিতে করিতে তাহারা রাণী রক্তময়ীর বাড়ীর সন্নিকটে পৌছিল। দূরে বাড়ীর দরজা দেখা যাইতেছে। উপরের কোঠায় আলো জনিতেছে। বাগানের মধ্যে যেন কাহার কণ্ঠত্বর শোনা গেল...

ফটিক বলিল—সোজাস্থান্ধ বাড়ীর ভিতর ঢোকাই বোধ হয় ঠিক।

তরণ কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে অকক্ষাৎ সেই অন্ধকার বাগানে কাহার তীত্র আর্দ্ত চিৎকারে যেন সচকিত জাগ্রৎ হইল; বাড়ীর দারের কাছে তুইবার আগুন জলিয়া উঠিল এবং সঙ্গে সঙ্গে পিন্তনের আগুয়াজ ধ্বনিত হইল—গুড়ুম, গুড়ুম !!

তথন আর দ্বিধা না করিয়া পিস্তল হাতে তরুণ সঙ্গীদ্বয়কে তাহার অমুসরণ করিতে বলিয়া সেই শব্দ লক্ষ্য করিয়া ধাবিত হইল। কনষ্টেবল ঠিক তাহার পিছনে পিছনে দৌড়াইতে লাগিল। ফটিক রহিল কিছু দুরে।

অন্ধকারের গর্ভ হইতে কে যেন টলিতে টলিতে তাহাদের দিকে অগ্রসর হইয়া আসিতেছে। তরুণ হাঁকিল—কে যায় ? দাঁড়াও, এখনি দাঁড়াও, নইলে গুলী করব। আমরা পুলিসের লোক।

# क्र्किनी

লোকটা বিড়বিড় করিয়া কি বলিল, তারপর তরুণের পায়ের কাছে পড়িয়া গেল। শোনা গেল লোকটা বলিতেছে—আমাকে মেরেছে...আর স্বাই আছে…শীঘ্র থান; শীঘ্র ..

তরুণ হাতের টর্চ্চ প্রজ্ञালিত করিল। তাহার পায়ের কাছে তিনকড়ি পড়িয়া আছে; তাহার বক্ষদেশে তাজা রক্ত জ্বমাট বাঁধিয়াছে। তরুণ দেখিল, লোকটির প্রাণবায়ু নিঃশেষিত।

বাড়ীর ভিতর হইতে আবার পিস্তলের গর্জ্জন ভাসিয়া আসিল। তরুণ চিৎকার করিল—ফটিক! বাড়ীর ভিতর চল। পিস্তল বাগাও।

তাহার কথা শেষ হইবার সঙ্গে সংসা অদুরে গেটের কাছে মোটরগাড়ীর হেডলাইটের তীত্র আলো জ্বলিয়া উঠিল এবং একখানা মোটর বায়ুবেগে বাড়ী হইতে বাহির ছইয়া গেল।

#### 26

বাড়ীর সদর দরজার কাছে একটি স্ত্রীলোক করুণ কণ্ঠে আর্দ্তনাদ করিতেছিল—চুর্ব্যুন্তেরা তাহার স্বামীকে হত্যা করিয়াছে, তাহার আর কেছ নাই; এই পৃথিবীতে সে অনাথা...

তরুণ তাহাকে তুলিয়া বলিল—তিনকড়ি তোমার স্বামী ? ক্রুন্সননিরতা রমণী ঘাড় নাড়িয়া বলিল—কুছকিনী আমার স্বামীকে হত্যা করেছে!

আমার স্বামী বাগানে আছে। অন্ত সকলে কোধায় ? আর সবাই পালিয়েছে। বাগানে আমি যাই...

তরুণ তাহাকে প্রশ্ন করিল—স্বাই পালিয়েছে ? কুহকিনী ছাড়া এখানে যে একটি মেয়ে ছিল, সে কোপায় ? তাকে তারা নিষে গেছে। আলোটা আমায় দিন। আমি দেখি, তিনি কোণায় গেলেন। তারা ওঁকে গুলী করেছে…ও মাগো।

তরুণের হাত হইতে টর্চটি ছিনাইয়া লইয়া সে কাঁদিতে কাঁদিতে বাগানের দিকে চলিয়া গেল। তাহার প্রতি আর মনোযোগ দেওয়ার আবগুক নাই বিবেচনা করিয়া তরুণ সঙ্গীদের লইয়া ক্ষিপ্রপদে বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিল।

নিয়তলের সব আলো গুলি নির্বাপিত; সারা বাড়ী অন্ধকারে বেন বিম্বিম্ করিতেছে। সেই স্তব্ধ অন্ধকারের মধ্যে দাঁড়াইয়া তরুণ শুনিতে পাইল, অদূরে ঝন্ ঝন্ শব্দ হইতেছে এবং সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত নারীকণ্ঠের স্বর শোনা যাইতেছে। উন্মত্ত বেগে তরুণ সেই স্বর লক্ষ্য করিয়া ছটিল।

নিমতলের শেষ প্রান্তরে একটি ঘরের কাছে গিয়া তরুণ দেখিল, লোহ-গরাদ আঁটা এক দরজার পিছনে দাঁড়াইয়া ফুলটাদ জছরী; মণিকা দরজার বাইরে। ছুইজনে সেই লোহছার উন্মুক্ত করিবার চেষ্টা করিতেছে।

(क १

মিস্রায়! আমি তরুণ!

তক্ল বাবু!

পিছন হইতে ফটিক তাহার টর্চ জ্বলিল। মণিকা বলিল— স্ত্যিই জ্বাপনারা! আঃ; বাঁচলাম।

কথার সঙ্গে সঙ্গে তাহার শ্রান্থ অভিভূত দেহ এলাইয়া পড়িল। জীবনে এই প্রথম মণিকা—অসমসাহসিনী, অসামাস্ত মানসিক শক্তিশালিনী মণিকা, কণকালের জন্ত সংজ্ঞাহীন হইল। তক্ষণ চিৎকার করিয়া উঠিল—এ কী হ'ল ফটিক! মণিকার নাড়ী পরীক্ষা করিয়া ফটিক বলিল—কিছু নয়। সামাস্ত মৃষ্ঠা; একট জল চাই; জল।

কারাকক্ষের ভিতর হইতে ফুলচাঁদ বলিল—এই নিন; আমার ঘরে জলের কুঁজো আছে!

ফুলচাঁদের হাত হইতে জলের পাত্র লইয়া তরুণ মণিকার চোখে মুখে জল হিটাইয়া দিতেই সে মৃহ্ নিঃখাস ফেলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইল।

ইতিমধ্যে ফটিক কনষ্টেবলকে বলিল—তুমি এক দৌড়ে থানায় চলে যেও। সেখানে ঘটনার কথা ব'লে যত জনকে পারে। নিয়ে এসো। সার্জ্জেন্ট্কে আনতে ভুলো না। আসবার সময় মোটর চড়ে এসো—সার্জ্জেন্ট চালাতে জানে।

আদেশ পাইবামাত্র কন্টেবল অদৃগ্য হইল।

আঁচলে মুখ মুছিয়া মণিকা ব্যগ্রকঠে প্রশ্ন করিল—কুছকিনীকে ধরেছেন ? কোপায় সে ?

তরুণ ঘাড় নাড়িয়া বলিল—তাকে গ্রেপ্তার করতে পারি নি। সে মোটরে চড়ে পালিয়েছে।

মোটরে চ'ড়ে! ক্ষণকাল চিস্তা করিয়া মণিকা বলিল—কি**স্ক** সে তো মোটরে ওঠে নি। আমি সব দেখেছি। মোটরে চ'ড়ে চলে গেছে মোক্ষদা—তিনকড়ির স্ত্রী।

নিকটে একখানা ভাঙা বেঞ্চি পড়িয়াছিল, মণিকাকে তাহার উপর বসাইয়া তরুণ বলিল—উত্তেজিত হবেন না। এইখানে বসুন। তিনকড়ির স্ত্রী মোক্ষদাকে আমরা এইমাত্র দেখেছি; সে কাঁদতে কাঁদতে তার স্বামীর মৃতদেহ খুঁজতে বাগানের মধ্যে প্রবেশ করেছে। মণিকার মুখের উপর মৃদ্ধ বক্র হাসি ফুটিয়া উঠিল; কহিল—
সেই হোল কুহকিনী। মোক্ষদার ছন্মবেশ ধারণ ক'রে সে
মুক্তার কণ্ডির অমুসন্ধান করছিল।

বলেন কি !

তরুণ ও ফটিক, উভয়ে কণকাল বিশ্বিত ভাবে তাকাইয়ারহিল। তারপর উভয়েই ঝড়ের বেগে বাগান অভিমুখে দৌড়িল। বাগানের ভিতর তিনকড়ি অসাড় মৃতদেহ পড়িয়া আছে। কিন্তু সেই ক্রন্দন নিরতা রমণীর কোন চিহ্ন নাই। বহুক্ষণ ধরিয়া ছুইজনে বাগানের আশে পাশে অমুসন্ধান করিল কিন্তু বলা বাহুল্য তাহার সন্ধান মিলিল না। উভয়ে হতাশ চিন্তে বাড়ীর মধ্যে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। চলিতে চলিতে ফটিক বলিল—কিন্তু চোথের জল ফেলবার কি আশ্চর্য্য কৌশল! এমন অভিনেত্রী কথনও দেখিনি।

মণিকার কাছে আসিয়া তরুণ বলিল—আপনি ঠিকই বলেছেন কুছকিনী পালিয়েছে।

মণিকা বলিল—সে আমি জানি। এখন আপনারা ফুলচাঁদ বাবুকে কারামুক্ত করুন।

তখন তরুণ ও ফটিক বহু চেষ্টার পর ফুলচাঁদ অহুরীকে বন্ধ ঘর হইতে বাহির করিল। বন্দীত্ব হইতে মুক্তিলাভ করিয়া জহুরী সগর্জনে বলিল—দেখে নেব আমি স্বাইকে! আজুই ক্মিশনরের সঙ্গে দেখা করে…

তক্ষণ বলিল—এখন অনেক রাত। কাল সকালেই দেখা করবেন। এখন শাস্ত হ'য়ে ওই টুলের ওপর বস্থুন।

त्रकटन উপবেশন করিলে ফটিক वेनिन—शाना (थरक श्र्नित्र-

বাহিনীর আগমন প্রতীক্ষা করা ছাড়া আমাদের আর কি অন্ত কাজ কিছু নেই ?

তরুণ বলিল—আছে বৈকি! মিস্রায়ের মুখ থেকে গল্প শোনা। এই বলিয়া ভাহার পানে চাহিল।

মণিকা বলিল—গল্প বলছি; কিন্তু তার আগে এইটে দেখুন
দেখি; ফুলচাঁদ বাবু নিশ্চয়ই চিন্তে পারবেন।

বস্ত্রাভ্যস্তর হইতে মণিকা কণ্টিছড়া বাহির করিয়া তরুণের হাতে দিল। তাহার উপর চোথ বুলাইয়া ফুলটাদ সবিস্থয়ে বলিল—কেয়া ভাজ্ব! আপনি পেলেন কোধা থেকে ?

মণিক। মিষ্ট হাসিয়া বলিল—রাহাজানি করেছি, জহুরী মশায়.....

তরুণ বলিল—কিন্তু মাঝখান থেকে নয়, দয়া ক'রে গোড়া থেকে সুরু করুন।

মণিকা মূছ হাসিয়া তাহার কাহিনী বলিতে লাগিলেন;
কুহকিনীর ছন্মবেশে রাধিকানারায়ণের আড্ডায় গিয়া ফুলচাঁদের
সহিত সাক্ষাৎ হইতে আরম্ভ করিয়া অন্তকার ঘটনাবলী পর্যান্ত
বিব্রত করিয়া মণিকা বলিতে লাগিল—প্রথমে মোক্ষদাকে
কিছুতেই বশ করতে পারি নি; তারপর তাকে বশ ক'রে একদিন
এই হারটি চুরী করি। পরদিন তিনকড়িকে ডেকে বলি যে
মোক্ষদা যথন আমায় সাহায়্য করছে তখন তার আর কিসের
ভয় ? মোক্ষদা আগেই তাকে সব কথা বলেছিল; তিনকড়ি
সহজেই আমার কথায় রাজী হল। সে বল্লে, আমি যদি এখান
খেকে পালাই, তাতে সে বাধা দেবে না, এবং ফুলচাঁদ বাবুকেও
সে মুক্ত করে দেবে।

ক্ষণেক থামিয়া মণিকা বলিতে লাগিল—প্রথমে ঠিক করেছিলাম, কুছকিনী ও রাজারাম এখানে অমুপস্থিত থাকলেই
আমরা পালাবো। অবশু কুছকিনীকেও সঙ্গে নিয়ে যাবার ইচ্ছা
যে ছচ্ছিল না, তা নয়; কিন্তু সে কাজ ভবিষ্যতের জন্ত রেথে
আমি এখান থেকে পলায়ন করতে ক্লুতসঙ্গল্প হলাম। কিন্তু কাজটি
যতটা সহজ হবে ভেবেছিলাম, দেখলাম সেটি প্রক্লুতপক্ষে ততথানি
সহজ নয়। তিনকড়ির মুখে শুনলাম, এ বাড়ীর আশে পাশে
অনেকগুলো কুছকিনীর চর ছাউনি পেতে বসবাস করছে;
স্তুরাং তাদের এড়িয়ে পালানো সম্ভব নয়।

মণিকা বলিয়া চলিল—সেদিক দিয়ে যখন স্থবিধা হল না,
তখন আমি তিনকড়িকে দিয়ে কলকাতার সদর পানায় টেলিগ্রাম
পাঠাবার ব্যবস্থা করলাম। তার কাছে শুনলাম, এখানকার পানা
কাছেই। সে কথা শুনে আজ বিকালে আমি তাকে পানায়
ইনস্পেকটারের উদ্দেশ্তে একথানা চিঠি লিখে তাকে পানায় যেতে
বলাম। তিনকড়ি বোধ হয় সে চিঠি নিয়ে পানায় যাবার সময়
পায় নি। সন্ধ্যার পরেই কুছকিনী ও রাজারাম ফিরে এলো।
আন্ধর্গারে দাঁড়িয়ে দেখলাম, আনেকক্ষণ ধরে ঘরের দরজা বন্ধ ক'রে
তারা কি সব পরামর্শ করলে। নিশ্চয় তবে কুছকিনী এতক্ষণে
জানতে পেরেছে যে আসল কটি চুরী গেছে; দেখা যাক সে এখন
কি করে...এই উদ্দেশ্তে আমি সাহসে ভর করে ঘর পেকে বেরিয়ে
এসে একটা অন্ধন্ধার কোণে দাঁড়ালাম।

তরুণ রুদ্ধ নি:খাসে বলিল—তারপর ?

কিছুক্ষণ পরে রাজারাম বাইরে গিয়ে উচ্চকণ্ঠে তিনকড়িকে আহ্বান করলো। তিনকড়ি নিজের খরে ছিল, আহ্বান শুনে

বেরিয়ে এলো। ছ'জনে সদর দরজার কাছে দাঁডিয়ে কথা বলতে লাগলো। এমন সময় মোক্ষদা ওপর থেকে নীচে নেমে এলো: অন্ধকারে তিনকড়ি তাকে চিনতে পারলে না: কিন্তু আমি দেখলাম, সে আসলে মোক্ষদা নয়; মোক্ষদার ছন্মবেশে কুছকিনী। আশ্চর্য্য হলাম ! মনে হ'ল, কুহকিনী কণ্টি-চুরীর সম্পর্কে মোকদা এবং তিনকডিকে সন্দেহ করেছে, তাই মোক্ষদার ছন্মবেশে সে তিনক্ডির কাছ থেকে কথা বার ক'রে নিতে চায়। তিনক্ডির कांट्र शिर्य यहा-वामि शिविमारक मत कथा वर्त निरम्हि। কথা শুনে তিনকডি বিহবল হ'য়ে গেল: আর্ত্তকণ্ঠে ব'লে উঠ লো —করেছিস কি সর্বনাশী। তোকে আমি খুন করব। তার এই কথা শুনে ওদের সন্দেহ বেড়ে গেল; রাজারাম তার গলা টিপে ধ'রে বল্লে-কি করেছিস শীগৃগির বল। তিনকড়ি বিহ্বলভাবে বল্লে—মেয়েটাকে ছেড়ে দিইছি; কিছ সে ওর দোষ! এই বলে সে কুহকিনীর দিকে হাত বাড়ালে। সে ভেবেছিল, আমরা বুঝি ইতিসধ্যে পলায়ন করেছি। রাজারাম ইতিমধ্যে তার পকেট থেকে আমার লেখা চিঠিখানা টেনে বার করেছিল। সেই চিঠি দেখে কুছকিনী কুদ্ধ গর্জন কঁ'রে নিজের স্বাভাবিক কঠে ব'লে উঠ্লো—বিশ্বাস্থাতক! কথার সঙ্গে সঙ্গে সে কাপডের ভিতর থেকে পিন্তল বার ক'রে তিনকডিকে গুলী করলে। সেই সময় গোলমাল গুনে মোক্ষদা ছুটে এলো এবং চিৎকার ক'রে কুছকিনীর ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। অন্ধকারে ঠিক মতো দেখুতে পেলাম না; আর একবার পিন্তলের শব্দ হল। ঠাহর ক'রে দেখলাম, ধন্তাধন্তির ভিতরে রাজারাম তার পিল্পলের উলটে। দিক দিয়ে সজোরে মোকদার মাথায় আঘাত

করলে। পরমুইর্তেই বুঝলাম, আসল মোক্ষদা নয়; সে ভুল ক'রে কুঁহকিনীকে আঘাত করেছে। মার থেয়ে টাল সাম্লাতে না পেরে কুহকিনী মাটিতে পড়ে গেল এবং রাজারাম ছুটে গিয়ে নিকটয় মোটরের উপর লাফিয়ে উঠে ড্রাইভারকে গাড়ী হাঁকাতে আদেশ করলো

তরুণ বলিল—তখন আমরা মাঠ পেরিয়ে বাগানের ধারে এসে দাঁড়িয়েছি।

মণিকা বলিল—তা আমি অবশ্য জান্তে পারি নি। আমি দেখলাম, পাগলের মতো হাত-পা ছুড়তে ছুড়তে মোক্ষদাও রাজারামের মোটরে উঠ্লো এবং চিংকার ক'রে তার দেহের ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। গাড়ী উর্দ্ধানে বাগান পার হ'য়ে গেল। কুহকিনীকে দরজার কাছে দেখতে না পেয়ে আমি তাড়াতাড়ি অন্ধকার কোণ থেকে বেরিয়ে ফুলটাদ বাবুর ঘরের কাছে এলাম; এই সময়ষদি তাঁকে মুক্ত করতে পারি, তাহলে অনেকখালি ভরসা পাব, এই আশায় তাঁর ঘরের কাছে এসে তাঁকে ডেকে ভুলাম; উনি ঘুমুছিলেন।

ফটিক বলিল—আশ্চর্যা! এই ছুর্য্যোগেও কোন মান্ত্র খুমুতে পারে!

মণিকা হাসি্যা বলিল—ওঁর কাছে অসম্ভব কিছু নেই। যেখানে সেথানে…

তরুণ গুণ গুণ গবে গাহিয়া উঠিল—'যেখানে সেথানে দিবসে হুপুরে নিক্রাট আছে সাধা!'

মণিকা ও ফটিক বুঝিয়া এবং ফুলটাদ না বুঝিয়াই হাসিয়া উঠিল এমন সময় বাহিরে একাধিক মামুষের পদশন্ধ পাওয়া গেল। ঘরের বাহিরে আসিয়া তরুণ দেখিল, পূর্ব্বোক্ত কনষ্টবল এবং সার্ব্বেন্ট ভাহাদের অবেষণে চারিদিকে ঘোরাপুরি করিতেছে, ভাহাকে এবং পিছনে ফটিককে দেখিয়া ভাহারা আশ্বন্ত হইল।

তরুণ বলিল—থানা থেকে আর কেউ আসছে না ?
কনষ্টেবল বলিল—আসছে। তারা হেঁটে আসছে; আমরা
মটর গাড়ীতে চ'লে এলুম। আসবার সময়, হজুর, মাঠের ওপর,
উ:, সে কি ভয়ানক দুখা...

ব্যাপার কি ? শীঘ বল।

যে ভদ্রলোক এইখানে রাণীর সঙ্গেপাকতো, সেই লোকটি মাঠের ওপর পড়ে আছে; তার বুকে ছুরী বসিয়ে দিয়েছে। বোধ হল যেন একটা মোটর গাড়ীর ওপর থেকে সে পড়ে গেছে।

সে রাজারাম। কেমন করে পড়ল ? কে ছুরী বসালে ?
দূর থেকে দেখলুম হজুর যেন একটা মেয়েরোক পাগ্লের
মতো ছুটতে ছুটতে বনের মধ্যে চুকে গেরাক্র

তরুণ বুঝিল, সে মেয়েলোক মোক্ষণিভিন্ন অন্ত কেহ নয়।

# , **3**

পরদিন রাত্রে তরুণ মণিকার বাড়ী উপস্থিত হইল।
দেবীপুরের বাড়ীতে কুহকিনীর ঘর হইতে মণিকা চিঠির প্যাডে
পেন্ধিলে লেখা এক অস্পষ্ট নিপি পাইয়াছিল; সেই চিঠিখানি
তরুণ থানায় বিশেষজ্ঞের নিকট হইতে সম্পূর্ণ ভাবে লিখাইয়া
লইয়া মণিকাকে তাহার বিষয় শুনাইতে আসিয়াছিল।

মণিকা পরম নিশ্চিম্বমনে অর্গানের সন্মুখে বসিয়া গান গাহিতেছিল। দাসীর মুখে তরুণের নাম শুনিয়া চঞ্চলপদে বাহিরে আসিয়া তাহাকে অভার্থনা করিয়া ভিতরে আনয়ন করিল।

তরুণ বলিল-সেই চিঠিখানা এনেছি।

এনেছেন ? বাঃ, বেশ তো! আছে।, এক মিনিট সবুর কঙ্গন।

মণিকা ছরিত পদে গবাকের কাছে গিয়া কিছুক্ষণ বাহিরে
দৃষ্টিনিক্ষেপ করিয়া ফিরিয়া আসিয়া বলিল—কিন্তু তারা তো নেই
—কোণায় গেল ?

তরুণ প্রশ্ন করিল—কারা ?

রাধিকানারায়ণ আর তার একজন সহচর—শস্তু। ছুজনে এতক্ষণ আমার বাড়ী পাহারা দিচ্ছিল; বোধ হয় রাত্রে আমার বাড়ীর ভিতর চুকবে। কিন্তু এখন তো তারা নেই। হয়, আপনাকে দেখে গা ঢাকা দিয়েছে, নয়, বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে ভিতরে ঢোকবার আয়োজন করছে।

তরুণ চমকিয়া কহিল—বলেন কি ! তাহলে তো খুব সময়ে এসে পড়েছি !

মণিকা ঈষৎ হাসিল, কোন উত্তর দিল না। তরুণ বলিল— পানায় টেলিফোন ক'রে দেব ? আরও জনকতক...

মণিকা মাথা নাড়িয়া বলিল—আমি তো একাই ছিলাম; তবুও আমি কোন করবার কথা ভাবি নি। তাতে শেষ প্র্যান্ত সুফল পাওয়া যাবে না। কুছকিনীকে ধরতে চান তো?

হাা, তা চাই।

ু তাহলে থানায় টেলিফোন ক'রে এদের গ্রেপ্তার করিয়ে

লোক জ্বানা জ্বানি করলে কুহকিনী অধিকতর সাবধানতা অবলম্বন করবে: তার চেয়ে...

কথা অসমাপ্ত রাখিয়া মণিকা এক মিনিট অপেকা করুন বলিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া গেল। তরুণ ভব্ধ বিহবল ভাবে বসিয়া রহিল।

মিনিট ছই পরে ঘরে চুকিয়া সে বলিল—যা ভেবেছিলাম, তাই; ওরা বাড়ীর পিছন দিক দিয়ে ওপরে ওঠ্বার চেষ্টা করছে। ওরা সামনে থেকে পিছন দিকে আসবার পর আপনি এসেছেন, তাই ওরা আপনার আগমন টের পায় নি।

তরুণ পিন্তলটি পকেট হইতে বাহির করিয়া বলিল—ওদের ত্র্ভাগ্য!

মণিকাও ক্ষিপ্রহাতে দেরাজ হইতে একটি ক্ষুদ্রকায় পিন্তল বাহির করিয়া তাহা বস্ত্রাভ্যন্তরে লুকাইয়া বলিল—কিন্তু মনে রাখবেন, আত্মরক্ষা ব্যতীত এর ব্যবহার নিষিদ্ধ। আপনি এক কাজ করুন; ওরা খুব সম্ভব এই জানলা দিয়ে উঠ্বে—আপনি এই পরদার পিছনে দাঁড়ান।

তরুণকে পরদার কাছে লইয়া গিয়া তাহার হাতে
একটা মোটা বেঁটে লাঠি দিয়া মণিকা বলিল—আমি যথন
রাধিকাকে ওই পরদার কাছে পাঠাবো, তথন আপনি তার
ির্যবৃহ্য করবেন। খুব সাবধান; আগে ধাকতেই যেন আত্মপ্রাশ
ক'রে কাঞ্চ পণ্ড করবেন না।

তরুণ মৌনমূথে আদেশ পালন করিল। তাছাকে পরদার আড়ালে রাখিয়া মণিকা পুনরায় অর্গানের সমূখে বসিয়া পানের গৎ বাজাইতে সুরু করিল। মিনিট পাঁচেক পরেই হঠাৎ জানালার কাছে ধপ্ করিয়া শব্দ হইল এবং পর পর ছইজন লোক ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিল। ছইজনের হাতে ছইখানা তীক্ষধার ছুরিকা ঘরের আলোয় চক্ চক্ করিয়া উঠিল।

মণিকা নিতান্ত অভ্যমনস্কের মতো কহিল—কে! রাধে এলে ?

শব্দ হইল—রাধে নয়! তোমার যম!

মুখ ফিরাইয়া সে কহিল—সে কি ! তাঁর তো এত শীগ্গির আসবার কথা নয় ! ও, তাই বল, রাধে নয় রাধিকা বাবু আর শস্তু ! আমুন, আমুন ! তা এমন অসময়ে কেন ? আর তাছাড়া একাই বা কেন কুহকিনী কই ?

শস্তু বলিল—আন্তে কথা বল। চেঁচালেই খুন করব। হঠাৎ এতটা অমুগ্রহ—ব্যাপার কি ?

মণিকার কঠে বিজপের স্থর শুনিয়া রাধিকা বলিল—হাঁ, তাই। আমাদের মাথার ঠিক নেই। যাক, যে জন্তে এদেছি, শোন। সেই মুক্তোর কটিটা দাও। আমরা জ্বানি, তুমি সেটা কুছকিনীর বাড়ী থেকে চুরী করে এনেছো।

মণিকা ঈষৎ হাসিয়া বলিল—সেইটের জক্তে এসেছো ? তা।
এত কট্ট করে জানালা বেয়ে ওঠবার তো দরকার ছিল না—
কুছকিনী আমায় টেলিফোন করলেই তো পারতেন। কিন্তু কেন
তিনি তা করেন নি, জানো ? কারণ চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যেই তিনি
প্রেপ্তার হবেন; তাই তিনি আমায় টেলিফোন করতে সাহস
করেন নি। আর সেই সঙ্গে নরহত্যার অপরাধে তোমরাও বাদ
স্পত্বে না।

নরহত্যা! রাধিকানারায়ণ বিচলিত কঠে বলিল—ওসব কাজে আমরা নেই। আমরা সেই কণ্টি চাই। তুমি এখুনি সেটা বার করে দাও।

হৃইজন আততায়ীর হাতে ছুরিকার আক্ষালন দেখিয়া মণিকা ভয় পাইল; আঙ্গুল বাড়াইয়া পরদার দিকে তাহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া বলিল—ওর পিছনে সিন্দুকের মধ্যে আছে।

তাহার কথা শুনিয়া রাধিকানারায়ণ ব্যস্তভাবে পরদার কাছে
গিয়া ছুই হাতে পদ্দা সরাইতে উন্মত হইল। কিন্তু সে অবসর
পাইল না; হঠাৎ মাধায় প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া অকুট আর্তনাদ
করিয়া ভুলুঞ্জিত হইল।

দে দৃশ্য দেখিয়া শস্তু মুহুর্তের জন্ম বিহবল হইল; তারপর ছুরি উঁচাইয়া দে পলায়নের নিমিত্ত গবাক্ষের দিকে ছুটিল।

কিন্ত দেখানে চিত্রাপিতের মতো পিন্তল উন্থত করিয়া দাঁড়াইরা আছে রুঞ্চুমারী! শস্তু সভয়ে হুইহাত শৃন্তে তুলিল। মাণকা বলিল—ঠিক ওই ভাবে দাঁড়িয়ে থাকো; এক পা নড়েছো কি কুকুরের মতো গুলী করবো।

পিছন হইতে তরুণ আসিয়া সঞ্জোরে তাহার হাতের কব্দির উপর লগুড়াঘাত করিতেই অব্যক্ত আর্গুনাদ করিয়া শস্তু ছুরিকা মাটিতে ফেলিয়া দিল।

তথন শস্তু রাধিকানারায়ণকে বন্দী করিতে তঙ্গণকে বিশেষ বেগ পাইতে হইল না।

মণিকা থানায় টেলিকোন করিয়া দিয়াছিল। একজন সার্জ্জেন্ট ও হুইজন কনপ্রেবল আসিয়া তাহাদের হাঙ্গতে লইয়া গেল। তরুণ তাহাদের বলিয়া দিল, পুনরায় আদেশ না পাওয়া পর্যান্ত এ-সংবাদ যেন প্রকাশ না হয়।

কিয়ৎকাল অতিবাহিত হইলে তরুণ বলিল—এইবার তাহলে কুহকিনীর চিঠিখানা দেখা যাক।

মণিকা বলিল—হাঁা, বার কর্ফন দেখি! অত্যন্ত কোতূহলী হয়ে আছি।

পকেট হইতে একটি স্মৃদৃষ্ঠ নোটবই বাহির করিয়া তাহার ভিতর হইতে একখানি কাগজ লইয়া তরুণ তাহা সন্মুথের টেবিলে রাখিল। উভয়ে তাহার উপর চক্ষু নিবন্ধ করিয়া পড়িল—

যদি টেলিফোন করিবার সময় ও স্থযোগ না পাই, সেই কারণে ইই পত্র পাঠাইতেছি। সমস্ত কাজ গোলমাল হইয়া গিয়াছে এবং এখন তোমার সাহায্যের বিশেষ প্রয়োজন। যদি সাহায্যেনা কর তাহা হইলে তোমার ভবিষ্যং স্থের হইবে না, জানি ইই এই পত্র পাইবার পর অন্ততঃ হুই হাজার টাকা সংগ্রহ করিয়া রাখিও। শুক্রবার প্রাতে তোমার বাড়ীতে গিয়া এই টাকা আমি লইব! যদি দেখ যে প্লিস তোমার বাড়ীরে উপর নজর রাখিয়াছে, তাহা হইলে রাস্তার দিকের একতালার ঘরের একটা জানালার উপর একখানা লাল কাপড় ঝুলাইয়া রাখিও। তাহা দেখিলে, আমি তোমার সহিত দেখা করিবার অন্ত ব্যবস্থা করিব। খুব সাবধান, যেন বিশ্বাস্থাতকতা করিও না; তাহা যদি কর তাহা হইলে সঙ্গে সঙ্গে বিখ্যাত জহুরী বেরমজি গজদারও ধরা পড়িবে এবং তাহার অনেক কীর্ত্তি-কাহিনী সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হইবে। স্বতরাং আশা করি, বিশ্বাস্থাতকতা

করিবে না। টাকাটা অবশ্য সংগ্রহ করিয়া রাখিও, না রাখিলে ফল ভাল হইবে না।

পত্রখানি ইংরাজীতে লেখা। তলায় কোন নাম নাই। কিন্তু তাহা না থাকিলেও কে ইহার লেখক বা কাহাকে লেখা হইতেছে তাহা বুঝিতে উভয়ের বাকী রহিল না।

পত্র পাঠান্তে তরুণ বলিল—কুছকিনী বেরমঞ্জির বাড়ী আসবে না।

কেন গ

তার কারণ, পুলিদের লোক গুপ্তভাবে বেরমজির বাড়ী পাহারা দিচ্ছে এবং সে তা জানে, তাই সে নিশ্চয়ই জানলায় লালকাপড় ঝুলিয়ে কুহকিনীকে আসতে নিষেধ করবে।

মণিকা সাগ্রহে বলিল—শুক্রবার তো কাল। আমরা যদি ইতিমধ্যে বেরমজিকে লাল কাপড় টাঙাতে না দিই।

কেমন করে ?

আমরা যদি আজই সেখানে যাই ?

তরুণ ক্ষণেক ভাবিয়া বলিল—প্রস্তাধটি মন্দ নয়; কিন্তু হয়ত কুহকিনী ইতিমধ্যে টেলিফোন করেছে। বেরমজি যদি একবার সাবধান হবার অবকাশ পায় তাহলে আমাদের যওয়া না যাওয়া সমান হবে। এই চিঠির সাহায্যে আমরা বেরমজিকে গ্রেপ্তার করতে বা তার বিরুদ্ধে মামলা আনতে পারবে। না। সে চোরাই মালের কারবার করে একথা খুবই ঠিক কিন্তু তার প্রমাণ কোথায়? একজন দুস্যু নারীর চিঠি বিশেষ মূল্যবান নয়। সেই কারণে হঠাৎ তার বাড়ী চড়োয়া হওয়া যুক্তি যুক্ত কি না, তাই ভাবছি। কিন্তু সে যাই হোক, আমি যাব। চেষ্টা করে দেখতে ক্ষতি নাই।

মণিকা বলিল-আপনার সঙ্গে আমিও যাব।

তরুণ কহিল—না, না। আপনি ইতিমধ্যে যথেষ্ট হান্সামা সহু করেছেন; আর নয়। আপনি বাড়ীতে থাকুন। আমি থানায় বলে যাচ্ছি, ছুজন সার্জ্জেণ্ট রোজ রাত্রে আপনার বাড়ী পাহারা দেবে।

মণিকা উচ্চ হাস্ত করিয়া বলিল—ধন্তবাদ। কিন্তু হঠাৎ আমার উপর আপনার এতটা অনুগ্রহ হবার কারণ কি ? আপনি কি সতাই চান না—আমার যশ সুনাম—

তাহার কপট ক্রোধনীপ্ত মুখের পানে চাহিয়া তরুণ হাসিয়া বলিল—পামুন যথেষ্ট হয়েছে। সুনাম ও যশ জিনিসটা জীবনে খুবই পেয়েছি। ওটার ওপর আর লোভ নেই এবং আপনি পেলেই আমি সুখী হব।

তাহলে আর দিক্লজ্ঞিনা করে বেরমজির বাড়ী যাবার ব্যবস্থা কক্ষন। স্থির হোক, আমরা তুজন বেরমজির বিশেষ খরিদার; বাঙালী নই, ভাটিয়া বা গুজরাটী। বেরমজির সঙ্গে বিশেষ দরকারে দেখা করতে চলেছি। কি বলেন ?

তরুণ সহাস্তে বলিল—তথাস্ত। কিন্তু আমাদের উভয়ের পরিচয়টা কি হবে ? বন্ধু না আর কিছু ?

সলজ্জ কঠে মণিকা বলিল—সেটা মহাশয়ের অনুগ্রহের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর করলাম। পরদিন থানা হইতে ফটিককে তুলিয়া লইয়া তাহারা যথন পার্ক ব্লীটে পৌছিল, তথন মধ্য রাত্রি শতীত হইয়াছে।

একটা গলির মধ্যে গাড়ী চুকাইয়া তরুণ নিকটস্থ এক সার্জ্জেণ্টের কাছে আসিয়া কহিল—খবর কি ?

সার্জ্জেণ্ট প্রথমে তাহাকে চিনিতে পারে নাই। চিনিতে পারিয়া সেলাম করিয়া বলিল—খবর ভালই। কোন লোক যাতায়াত করে নি—বিশেষ করে কোন স্ত্রীলোক। বেরমজি বাড়ীতেই আছে।

তোমরা কজন আছো ?

চারজন।

আর থাকবার দরকার নেই তোমাদের ছুটা। সাড়া শব্দ না করে চলে যাও।

সার্জ্জেণ্ট সেলাম করিয়া প্রস্থান করিল। তরুণ তথন সঙ্গী ছুইজ্জনকে লইয়া বেরমজ্জির বাড়ীর দরজায় উঠিয়া ধীরে ধীরে দরজায় করাঘাত করিল। অন্ধকার বাড়ী—সুমুগু; কোন উত্তর আসিল না।

ফটিক বলিল—কলিং বেল রয়েছে তো ? সেইটে ব্যবহার কর না !

তরুণ অন্দুটে বলিল—ভার চেয়ে এটাই বেশী কার্য্যকরী ছবে; দেখনা।

পুনরায় করাঘাত সুরু করিল

কিছুক্ষণ পরে ভিতরে একটি আলো জ্বলিয়া উঠিল; তারপর মান্তবের চলাফেরার শব্দ শোনা গেল; কিয়ৎকাল পরে চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন আসিল—কে ?

তরুণ সাড়া দিল না। বিষ্কৃত চাপা স্বরে ভিতর হইতে প্রশ্ন আসিল—কে, ইমাম ?

হ্যা ৷

शीरत शीरत दात शूनिया रान।

সঙ্গে সংস্থ হড়মুড় করিয়া তিনজনেই ভিতরে চুকিল এবং ফটিক দরজাটি বন্ধ করিয়া দিল।

তাহাদের সন্মুখে দাঁড়াইয়া স্বয়ং গৃহস্বামী বেরমজি।

প্রত্যাশিত ইমামের পরিবর্ত্তে ইহাদের দেখিয়া বিশ্বয়ে গজদারের ছুই চক্ষু কপালে উঠিল; খালিত খারে বলিল—এ কী! এ সময়ে, আপনারা ? এই যে তরুণবাবু! আপনি, এখন এত রাত্ত্যে

তরুণ হাসিয়া বলিল—ভয় পাবেন না। আপনি ব**ন্ধু** লোক, দেখা করতে এলাম।

কিন্তু, কিন্তু দেখা করতে আসবার এই কি সময়? যাক, যখন এসেছেন তখন আস্থুন, বসবেন আস্থুন।

তাহাদের প্রত্যেকের মুখের দিকে চাহিয়া বেরমজি অভ্যর্থনা করিয়া বৈঠকখানায় বসাইয়া বলিল—এইবার আপনাদের এমন অসময়ে আমার গৃহে পদ্ধুলি দেবার আসল উদ্দেশ্যটি জান্তে পারি কি ?

তরুণ বলিল—হাঁা, এইবার আমাদের বলতেও বাধা নেই। শেষ যথন আপনার দলে আমার দেখা হয়, তথন আপনি বলে- ছিলেন, কুহকিনী কে তা আপনি জানেন না। আছো, রাণী রত্নময়ী কে তা আপনি জানেন ?

বেরমজ্জি মাথা নাড়িয়া কহিল—এ নাম আপনার মুখে এই প্রথম শুনলাম। এই কথা জিজ্ঞাসা করতেই কি এত রাজে আমার বাডী হানা দিয়েছেন ১

না; আরও কয়েকটা বিষয় জানবার আছে ?

বেরমজি কহিল—কিন্তু তার আগে আমি আমার উকিলকে ডেকে পাঠাই। তার সামনে আপনাদের যা কিছু জিজ্ঞান্ত আছে সব বলবেন।

বেরনজি ঘর ছাড়িয়া বাহির হইতে উন্থত হইল। কিছ ততক্ষণে ফটিক গিয়া দার রোধ করিয়া দাঁড়াইয়াছে। তরুণ মৃত্ হাসিয়া কহিল—আপনি ঘাবড়াছেন কেন, গজদার সাহেব; রাণী রত্নময়ী তো কিছুক্ষণ পরেই আপনার সঙ্গে দেখা করতে আসবেন; তার সামনেই না হয় সব কথা জিজ্ঞাসা করা যাবে। আপনি বসুন।

তরুণের এই কথা শুনিয়া বেরমজির মুখ শুকাইয়া গেল; সে একবার ফটিকের প্রতি দৃষ্টি নিক্ষেপ করিয়া মুখ ফিরাইয়া বলিল—আপনারা যে কি বলতে চাইছেন, তা আমি মোটেই বুঝতে পারছি না। আমি অনেক রাণী মহারাণীর সঙ্গে কারবার করেছি; শুভরাং তাঁরা যদি কেউ কোন বিশেষ দরকারে আসেন…..

তরুণ বলিল—যদি কেন নিশ্চয়ই আসবেন; এবং এলে তাঁর সঙ্গে আপনার কি কথাবার্তা হয় তা আমরা শুনবো। সেইজন্তেই আমাদের কষ্ট ক'রে আসা।

#### कूर्शकनी ১२२

বেরমজি চটিয়া বলিল— কিন্তু আপনাদের এ জবরদন্তি ঘোরতর অক্সায়। আমি আপনাদের নামে পুলিশে রিপোট করব।

এই কথা শুনিয়া সহসা ফটিক তাহার নিকটে আসিয়া ভীত-ত্রস্ত মুখে বলিল—বলেন কি! না না, দয়া করে অমন কাজ করবেন না। তাহলে যে আমরা একদম্ মারা পড়ব।

বেরমজি প্রথমে তাহার এই কোতৃক বুঝিতে পারে নাই;
অবশেষে যখন তরুণ ও মণিকার চাপা হাসিতে বুঝিতে পারিল
তখন তাহার ক্রোধের অবধি রহিল না; সর্বশরীর ফুলিতে
লাগিল।

কিন্তু এখন ক্রোধ প্রকাশ করিয়া কোন লাভ নাই। বেরমজি চিন্তা করিতে লাগিল। কুহকিনীকে সাবধান করিবার কোন আশা নাই। সে এখনই আসিল বলিয়া। তখন বেরমজি তাহার সহিত কি ভাবে কথাবার্তা চালাইবে, কেমন করিয়া ইঙ্গিতে তাহাকে আসল কথা জানাইবে, তাহাই ভাবিতে লাগিল।

তক্ষণ বলিল—অত ভেবে আর কি হবে, গজদার সাহেব; আপনি যদি নির্দোষী হন, তাহালে আপনার ভয় কি ?

বেরমজি কহিল—নিশ্চয় আমি নির্দ্দোষ! শুনবেন আপনারা আমাদের কথা। কিন্তু সে হয়ত মিছামিছি আমাকে দোষী করবে, সে বিষয়ে কি হবে ?

মিছামিছি কি সত্যি সত্যি, সে দেখা যাবে পরে।
বেরমজি কহিল—তাহলে আপনারা বস্থন, আমি মান সেরে
আসি।

ন্নান! শেষ রাত্রে ন্নান! ঠাণ্ডা লাগবে যে ?

আমি এমনি সময়েই স্নান ক'রে থাকি; আমার মাধার ব্যামো আছে; কবিরাজ বলে দিয়েছে।

তরুণ ফটিকের দিকে চাহিল। সে কহিল—আমারো বজ্জ মাধার ব্যামো। চলুন, আপনার সঙ্গে আমিও স্নানটা সেরে নিই।

বেরমজি বুঝিল, তাহারা তাহাকে মুহুর্ত্তের জন্তও চোখের আড়াল করিবে না। সে হতাশ অস্তবে ফটিকির সঙ্গে স্থানা-গারের দিকে চলিল।

তাহারা প্রস্থান করিলে মণিকা বলিল—রাত সাড়ে তিনটে বাজলো; আর ঘণ্টাথাকের মধ্যেই ফর্সা হবে। আমাদের এই বেলা কান্ধ এগিয়ে রাখা দরকার।

তরুণ কহিল—প্রথমেই চাকর গুলোকে ঘরে বন্ধ ক'রে রাখতে হবে; তাদের দারা কাজ পশু না হয়। কিন্তু তাহলে কুহকিনীকে দরজা খুলে দেবে কে?

তরুণের চিন্তাগ্রন্ত মুখের দিকে তাকাইয়া মণিকা বলিল— আপনি তাদের বন্ধ ক'রে রাখুন; দরজা আমি খুলে দেব।

আপনি গু

হাঁ।; অবশ্র এই বেশে নয়; চাক্রাণীর ছন্মবেশে। দরকার লাগতে পারে বলে কিছু কিছু জিনিয পত্র সঙ্গেই আছে।

তরুণ সপ্রশংস নেত্রে বারেক তাহার পানে চাহিয়া চাকরদের মহল অভিমুখে প্রস্থান করিল।

এত রাত্রে বাড়ীতে লোকজনের সাড়া পাইয়া একজন বেহারা ঘরের বাহিরে আসিয়া কোতৃহলী নেত্রে মনিবের ঘরের দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল; তরুণ তাহার নিকটে আসিয়া বলিল—
ওহে! শোন; কথা আছে। ঘরে এসো।

#### কুছকিনী ১২৪

ভূত্য ভীতভাবে তাহার অমুগমন করিয়া ঘরে প্রবেশ করিল। ভিতরে আরও ছুইজন ভূত্য বসিয়াছিল; সকলের মুখেই উর্বেগের চিষ্ট।

তক্ষণ বলিল—তোমরা এই তিন জন, না আরও আছো। আজ্ঞে না আর কেউ নেই। ঝী কেউ নেই ?

আছে, হজন। তারা রাত্রে বাড়ী যায়।

তৃদণ গম্ভীর কঠে বলিল—উত্তম এখন শোন। আমরা পুলিসের লোক তয় পেও না, তোমাদের কোন তয় নেই। আমরা এত রাত্রে এসেছি কেন, জান? আমরা খবর পেয়েছি, আজ শেষ রাত্রে গজদার সাহেবের বাড়ী ডাকাতি হবে, কিন্তু আমরা খখন এসে পড়েছি, তখন আর তয় নেই। কিন্তু একটা কথা, তোমরা আজ রাত্রে কেউ যেন এঘর থেকে বেরিও না। দরজা বদ্ধ করে ব'সে থাকো। আর, আমি তোমাদের বাইরে থেকে চাবী দিয়ে চ'লে যাই; তাহলে আর তোমাদের কোন ভয় থাকবে না। একটা চাবী-তালা আমায় দাও।

একজন ভূত্য চাবী তালা আনিয়া দিল। তরুণ বাহির হইয়া বলিল—তোমরা দরজায় খিল দিয়ে দাও।

তাহারা ভীতনেত্রে দারে অর্থন লাগাইল; তরুণ বলিল
—হঁসিয়ার, কেউ টুঁ শন্দটি কোরো না; তাহলেই মারা
পড়বে।

ভৃত্যদের বন্ধ করিয়া উপরে আসিয়া সে দেখিল, মণিকা ইতিমধ্যে অপূর্ব দক্ষতার সহিত নিজেকে রূপান্তরিত করিয়াছে; তাহার চুল রুক্ম ও অযত্মবিক্তন্ত; সুমুখের ছুইটা দাঁত নাই, বাহতে ছুইটা লোহ অলঙ্কার; পরণে একখানা জ্বীর্ণ মলিন শাড়ী; মুখ-মণ্ডল এবং হাত-পা রীতিমতো অপরিচ্ছর।

তরণ অবাক্ হইয়া শুধু বলিল-আশ্চর্য্য !

পরের ব্যবস্থাগুলিও অতি সম্বর সম্পন্ন হইল। ঘরের কোনে যে আলমারি ছিল, তাহাকে একটু সরাইয়া তরুণ তাহার আড়ালে লুকায়িত থাকিবার বন্দোবস্ত করিল। ফটিক ও মণিকা বাহিরে থাকিবে।

মিনিট দশেক পরে বেরমজি বৈঠকখানায় আদিয়া বিদল এবং সঙ্গে নীচে 'কলিংবেল' বাজিয়া উঠিল।

সকলে চকিত হইয়া পরম্পারের মুখের পানে তাকাইল। কুহকিনী আসিয়াছে! বেরমঞ্জি পাংশুমুখে বলিল—কে ডাক্ছে।

মণিকা বলিল-আপনি বসুন, আমি দেখছি।

তরুণ আলমারির পিছনে লুকাইল; ফটিক খারের বাহিরে আাসিয়া অন্ধকারে আত্মগোপন করিয়া দাঁড়াইল। মণিকা অবিচল দৃচপদক্ষেপে নীচে নামিয়া ধার প্রাস্থে গিয়া অফুটখরে বলিল—কে ?

দরজার ওপর তিনবার টোকা দিয়া আগস্তক বলিল—গজদার সাহেব বাড়ী আছেন ?

আছেন।

মণিক। দ্বার খুলিতেই একজন প্রিয়দর্শন মারাঠী যুবক ভিতরে প্রবেশ করিল। তাহার অঙ্গে একথানি বহুস্ল্য চাদর জড়ানো। চোথে পুরু ফ্রেমের চশ্মা।

ग्निका विनन-वातृ तोश श्र पूग्ष्ट्न।

## কু**হকিনী**

না, খুমোন নি। খুব সম্ভব তিনি জেগেই আছেন। সামার আসবার কথা আছে, তিনি তা জানেন।

মণিকা ঘাড় নাড়িয়া বলিল—ও! তাহলে আপনি উপরে আম্বন। ওই যে বৈঠকখানায় আলো জলছে। উনি উঠেছেন। আগন্ধককে সঙ্গে লইয়া উপরে উঠিয়া বৈঠকখানার দ্বারপ্রাস্তে গিয়া মণিকা ভিতরে মুখ বাড়াইয়া বলিল—এক্টি ভদ্রলোক

ভিতর হইতে বেরমজি কহিল—পাঠিয়ে দাও। আগস্তুক ঘরে চুকিয়া দার বন্ধ করিয়া দিল।

এসেছেন।

#### 46

বেরমজি প্রথম দর্শনে কুছকিনীকে চিনিতে পারে নাই। তাহার তীক্ষ কণ্ঠবরে তাহার চমক ভাঙিল। গায়ের চাদরখানা খুলিয়া চেয়ারের উপর রাখিয়। কুছকিনী বলিল—খামার চিঠি পেয়েছো?

ঘর্মাক্ত কলেবরে বেরমজি ক্লিষ্ট কণ্ঠে বলিল—পেয়েছি।

কুছকিনী বলিল—মুখ অমন কাঁচু মাচু ক'রে বসে আছে।
কেন ? আমি ধরা পড়ব জেনে ভয় পেয়েছো নাকি ? ভেব না,
গঙ্গদার। আমাকে ধরে কার সাধ্য। আর তাছাড়া আমি
বিদিই বা ধরা পড়ি তাহলে তোমার কি ! তুমি তো নিরাপদ।
কিন্তু ওসব বাজে কথা থাক। টাকাটা দাও; আমি চলে বাই।

বেরমজি ভয়ে ভয়ে বলিল—টাকাটা এখনো যোগাড় করতে পারি নি।

## क्**रकिनी**

তাহার কথা শুনিয়া কুদ্ধকঠে গর্জন করিয়া কুহকিনী বলিল— মিথ্যা কথা! আমার সঙ্গে ছলনা করবার চেষ্টা ক'রো না, গজদার; তা যদি কর তাহলে...

সে জামার পকেট হইতে একতাড়া কাগজ বাহির করিয়া কুরকঠে কহিল—তাহ'লে এই কাগজ গুলি সদর থানায় চলে যাবে এবং তথন তোমার কি অবস্থা হবে তা বোধ হয় আর বুঝিয়ে বলতে হবেনা ,—এর মধ্যে তোমার অনেক কীর্ত্তির কথা লেখা আছে।

আর্ত্তকণ্ঠে বেরমজি বলিল—ওগুলো আমায় দাও...তুমি জানো না, ওগুলো...

চুপ করো। আগে টাকা দাও, তারপর এগুলো ভোমায় ফিরিয়ে দেব। শীগ্গির বার কর টাকা; আমি কি এখানে তোমার সঙ্গে রহস্থ করতে এসেছি। আজি আমায় রেঙ্কুন রওনা হ'তে হবে।

সহসা পিছন হইতে কণ্ঠস্বর ধ্বনিত হইল—আজই যাবেন!
ফুচার দিন পরে গেলে হয় না ?

চকিতে মুখ ফিরাইয়া কুছকিনী দেখিল, তাছার একান্ত নিকটে দাঁড়াইয়া আছে তরুণ গুপ্ত! পিন্তল বাহির করিবার সময় হইল না – তরুণ দৃঢ় বলে তাছার ছুই ছাত চাপিয়া ধরিল।

সঙ্গে সঙ্গে দ্বার খুলিয়া ফটিক ও মণিকা গৃহমধ্যে প্রবেশ করিল।

ধরা পড়িয়াও কুহকিনী প্রাণপণ শক্তিতে হাত ছাড়াইবার জন্ম ধন্তাধন্তি করিতে লাগিল এবং আহতা ব্যান্ত্রীর মতো হিংস্ত মুখে দাঁত বাহির করিয়া তরুণের হাত কামড়াইয়া ধরিল;
অনভোপায় হইয়া তরুণ তথন তাহাকে এক ঝটকায় মাটিতে
ফেলিল এবং ফটিক অগ্রসর হইয়া তাহার হাতে হাত কড়া
পরাইয়া দিল। অভিভূতের মতো নিশ্চল ভাবে বসিয়া
বেরমজি এই দৃশ্য দেখিতেছিল; তরুণ তাহার হাতেও হাতকড়া
লাগাইয়া দিল। বেরমজ্বি অবস্থা তথন এমনই শোচনীয় যে
সে প্রতিবাদ করিবার ভাষা খুজিয়া পাইল না।

পড়িয়া পড়িয়া কুহকিনী তীক্ষ নেত্রে মণিকার প্রতি তাকাইয়াছিল; এইবার কহিল—তোমাকে এতক্ষণে চিনতে পারলাম! ভূল করেছিলাম তখনই; যখন তোমাকে হাতে পেয়েছিলাম তখনই তোমাকে হত্যা করা আমার উচিত ছিল। ভূমিই কটি ছুরী ক'রে এনেছো এবং আজ তোমারই জন্মে ধরা পড়লাম!

মণিকা হাসিয়। বলিল → রাণী রত্নমন্ত্রী, এ বিভা আপনার নিকট হতেই আমি শিখেছি। নকল রূপ নিয়ে আপনি আমাদের অনেকবারই প্রভারণা করেছেন—আমরা না হয় একবার করলাম। ভার জন্ম রাগ করবেন না।

ঘরের মধ্যে কয়েক সেকেও ধরিয়া অথও নিস্তব্ধতা বিরাজ করিতে লাগিল। অবশেষে কুছকিনী বলিল—তোমরা সবাই বোবা ছ'রে গেলে নাকি ? যা করবার কর; এমন ক'রে কতকণ ব'সে থাকবো ?

তক্রণ সজাগ হইরা বলিল—তা—বটে! ফটিক, তুমি মোটরখানা এই বাড়ীর দরজায় নিয়ে এসো; এদের চালান দিয়ে দেওয়া যাক। চালান দিবার কথা শুনিয়া বেরমজ্জি ভয়ে কাঁদিয়া ফেলিল। ভাহা দেখিয়া দাঁতে দাঁত ঘবিয়া কুহুকিনী বলিল—কাপুরুষ!

হৃইজন সার্জেণ্ট ও ফটিকের সঙ্গে কুহ্বিনী আর বেরমজিকে সদর থানায় পাঠাইরা দিরা মণিকা তরুণকে লইরা বাড়ী ফিরিল।

সুসজ্জিত বৈঠকথানায় তরণকে বসাইয়ামণিকা বালল— আজ সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলাম। এখন চা পান করবার ব্যবস্থা করি কি বলেন ?

তরুণ আলম্ভরে হাই তুলিয়া বলিল—নিশ্চয়ই। তাহাঁরী পর কিছুক্ষণ নীরবে থাকিয়া বলিল—এ বিজয় গৌরব আপনারই প্রাপ্য মণিকা দেবী।

মণিকা হাসিয়া বলিল—এ কথা এখনও আমি ভেবে দেখবার সময় পাইনি। তবে এর গৌবব সবটাই যদি আমারই উপর ফেলেন—অন্তলোকে তা স্বীকার করবেনা—হাসবে। কারণ এটা সত্য নয়।

তরুণ বলিল-কখনও নয়।

মণিকা হাসিয়া বলিল—থাক্, তর্কের প্রয়োজন নেই—আর অন্ত কেউ স্বীকার না করলেও তা নিয়ে ঝগড়া করাটাও ভাল দেখাবেনা। স্ত্রীলোক হয়েও এতটা করতে পেরেছি, এই মথেষ্ট। চা-টা যে ঠাণ্ডা হয়ে গেল!

হঠাৎ টেলিফোনে আহ্বান আসিন। তরুণ ছুটিয়া রিসিভারটী তুলিয়া লইয়া বলিল—হালো—কে ফটিক ? 🔏

## क्रिके

পালিয়েছে—সর্বনাশ—তারপর—তৃমি কিছু নও—আছা আমি আসছি।

মণিকা জ্বিজ্ঞাসা করিল—কে ? কুছকিনী ! কি করে পালাল ?

তরুণ বলিল—অপূর্ব্ধ এ নারী। পথে এদের গাড়ীর সঙ্গে আর একথানি গাড়ীর ধাকা লাগে। ফু'একজন জখমও হয়েছে। পরে দেখা গেল, কুহকিনী ছাড়া আর সকলেই আছে।

#### CME